এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

EDUCARE IDEAL SCHOOL & COLLEGE

From juniors to seniors Dhaka Bank has savings products for all

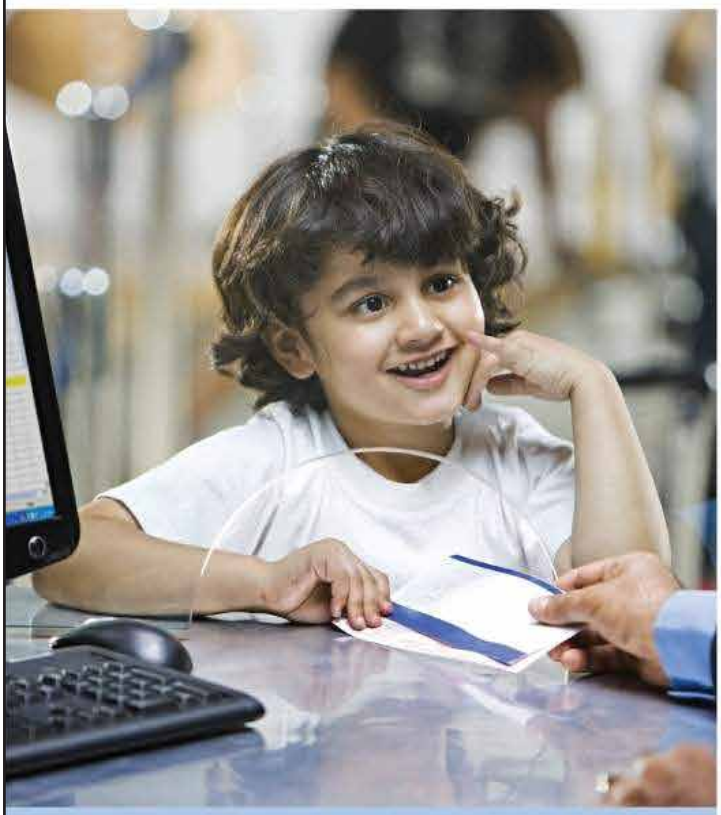

I have my Students' Ledger

You can have yours

- Insurance backed Savings Account
- Attractive Rates
- Free Visa Debit Card
- No Fees/Charges

DHAKA BANK
Students' Ledger

Live young

with Dhaka Bank

- Insurance backed Savings Account
- Age Limit 45 Years and above
- Attractive Rates on Savings

DHAKA BANK
Honourable Seniors

Helpline | 01922 101 050 | 01922 101 051
01755 607 335 | 01755 607 336

DHAKABANK PLC

www.dhakabankltd.com

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلۡعَصۡرِ

إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

কসম যুগের (সময়ের),

নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ;

কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের।

EDUCARE
Pride In Excellence

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

পতাকার কাছে প্রশ্ন করে দেখো
স্বদেশের কাছে প্রশ্ন করে দেখো
কে এনেছে স্বাধীনতা
বলবে তারা একটি নাম
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

অভিযাত্রিক ০২

প্রকাশকাল-২০২৩

উপদেষ্টা

মোঃ মোজাম্মেল হক
সভাপতি
ওয়েস্টার্ন স্কলার্স ফাউন্ডেশন, কুষ্টিয়া

সম্পাদনা

তাহমিনা খানম
প্রভাষক, বাংলা

সম্পাদনা সহকারী

মোঃ সাইফুল্লাহ শাফী
প্রভাষক, ইংরেজি

নাসরিন আক্তার লিমা
সহকারী শিক্ষক, কালচারাল

এসএম রোকনুজ্জামান
প্রভাষক, ইংরেজি

মোঃ জাকারিয়া ইসলাম রিমন
সহকারী শিক্ষক, বাংলা

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সহকারী শিক্ষক, গণিত

মোঃ জিলান হোসেন
সহকারী শিক্ষক, বিজ্ঞান

ফরিদ উদ্দিন
সহকারী শিক্ষক, ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

প্রচ্ছদ

মোঃ আসিফ ইকবাল অন্তর
সহকারী শিক্ষক, চারু ও কারুকলা

সার্বিক সহযোগিতায়

নিরঞ্জন কুমার বিশ্বাস
কম্পিউটার অপারেটর

সার্বিক সহযোগিতায়

মোঃ হাসানুজ্জামান সুজন
এডমিন অফিসার

সহ-সহযোগিতায়

আল আমিন খান
গ্রাফিক্স ডিজাইনার

প্রকাশনায়

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, কুষ্টিয়া।

জাতীয় সংগীত

(পরিবেশনের নিয়ম অনুযায়ী)

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে...
ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি,
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে-
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায় হায় রে-
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন
ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।

এডুকেয়ার স্কুল সংগীত

আমরা এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের
ছাত্র-ছাত্রীর দল
সততা, শৃঙ্খলা, ঐক্যতা
আমাদের বল ॥
মোরা বাবা মায়ের চোখের মণি
টিচার মিসের সোনামণি
মোরা দাদা নানুর আদরের খনি
টিচার মিসের পরশ মণি।
আজকে শিশু,
কাল ধরব দেশের হাল ॥
মোরা বড় হব সুন্দর মানুষ হয়ে
গুরুজনদের দোয়া নিয়ে
দেশের সেবা করবো
এই আছে মন বল।

মোঃ মাহবুবউল আলম হানিফ
সংসদ সদস্য, কুষ্টিয়া-৩
ও
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক,
বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ

বাণী

কুষ্টিয়ায় অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ বাংলাদেশের খুলনা বিভাগের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠগুলোর মধ্যে অন্যতম। এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিবছর সাফল্যের নতুন নতুন মোড়ক দিয়ে নিজেকে রাঙিয়ে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মেধাবী শিক্ষার্থী ঈর্ষণীয় ফলাফল নিয়ে নতুনের পথে যাত্রা করছে। স্বীয় নীতি-আদর্শের অনন্যতা, শিক্ষাবিস্তার ও ভবিষ্যতের সুনাগরিক তৈরির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির সুনাম বিস্তৃতি লাভ করেছে। এ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক মুখপত্র 'অভিযাত্রিক' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বার্ষিক ম্যাগাজিনে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিভাদীপ্ত শিক্ষার্থীদের সুকুমার বৃত্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ থেকে প্রকাশিত 'অভিযাত্রিক'ও এর ব্যতিক্রম হবে না। এ প্রতিষ্ঠানের অসংখ্য কচি-কাঁচা শিক্ষার্থীর কোমল হাতের স্পর্শে রচিত নানা রকম লেখা এখানে স্থান পাবে; যা তাদেরকে ভবিষ্যতে সৃজনশীল ও মানবধর্মী সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। তাদের এ মননশীলতার চর্চা বিদ্যালয়েই শুধু নয় পরবর্তী জীবনেও চলমান থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এদের মাঝেই হয়তো লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতের এক এক জন রবীন্দ্রনাথ-নজরুল।

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ এর মুখপত্র 'অভিযাত্রিক' প্রকাশের কাজে নিয়োজিত শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সকলের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আমি এ ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ এবং এর বার্ষিক মুখপত্র 'অভিযাত্রিক' এর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ মাহবুবউল আলম

সংসদ সদস্য, কুষ্টিয়া-৩ ও
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ

ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ
সংসদ সদস্য,
কুষ্টিয়া-৪

বাণী

বার্ষিক ম্যাগাজিন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহশিক্ষা কার্যক্রম ও শিক্ষার্থীদের মেধা-মনন প্রকাশের অন্যতম মাধ্যমও বটে। বার্ষিক মুখপত্র 'অভিযাত্রিক' এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীদের মননশীলতার পরম প্রকাশ ঘটবে বলেই আমি বিশ্বাস রাখি। তাদের এ মননশীলতার চর্চা বিদ্যালয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে পরবর্তী জীবনেও চলমান থাকবে। এ চর্চা অব্যাহত রেখে তারা প্রত্যেকে এক এক জন আলোর পথের অগ্রপথিক হবে।

যারা নিজেদের শ্রম, মেধা দক্ষতা, যোগ্যতা এবং নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখে 'অভিযাত্রিক' কে এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের মুখপত্র হিসেবে দাঁড় করানোর জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তাদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক মোবারকবাদ। আমি এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ এর বার্ষিক মুখপত্র 'অভিযাত্রিক' এর সর্বাঙ্গীন সফলতা একান্তভাবে কামনা করছি।

ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ
মাননীয় সংসদ সদস্য,
কুষ্টিয়া-৪

মোঃ এহেতেশাম রেজা
জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
কুষ্টিয়া।

বাণী

বাংলাদেশের শিক্ষা পরিবারের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসেবে এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ ইতোমধ্যেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি সাফল্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। এখান থেকে মেধাবী শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে অসাধারণ ফলাফল নিয়ে নতুনের পথে যাত্রা করছে। শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের ক্ষেত্রে বরাবরই প্রতিষ্ঠানটি ঈর্ষণীয় সফলতা দেখিয়ে আসছে। নীতি-আদর্শ, শিক্ষাবিস্তার, সহশিক্ষা কার্যক্রম ও ভবিষ্যতের সুনাগরিক তৈরির মাধ্যমে দেশজুড়ে এর সুনাম বিস্তৃতি লাভ করছে। এ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক মুখপত্র 'অভিযাত্রিক' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সেই সাথে এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের উত্তরোত্তর মঙ্গল কামনা করছি।

মোঃ এহেতেশাম রেজা
জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
কুষ্টিয়া।

মোঃ আল মামুন তালুকদার
জেলা শিক্ষা অফিসার
কুষ্টিয়া

বাণী

শিক্ষা জাতির 'মেরুদণ্ড'। সুশিক্ষাই পারে একজন শিক্ষার্থীকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে। সুশিক্ষিত জাতিই হবে আগামী দিনের বাংলাদেশের আলোর দিশারি। তাই সুনাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থীদের গড়ে ওঠার জন্য শিক্ষার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটানো সম্ভব। সুস্থ সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা তরুণ শিক্ষার্থীদের মেধা ও মননকে অধিকতর শানিত ও বেগবান করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

আমি এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ কর্তৃপক্ষের এমন সৃজনশীল উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। সেই সাথে আমি এই প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ আল মামুন তালুকদার
জেলা শিক্ষা অফিসার
কুষ্টিয়া

মোঃ মোজাম্মেল হক
সভাপতি
ওয়েস্টার্ন স্কলার্স ফাউন্ডেশন, কুষ্টিয়া

বাণী

যে ক্ষুদ্র চারাগাছ থেকে এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ মহীরূহে রূপান্তর তার প্রতিটি ডালপালায় জড়িয়ে আছে সফলতার অসংখ্যা উজ্জ্বল পত্র-পল্লব। যার অন্যতম সংযোজন বার্ষিকী 'অভিযাত্রিক' প্রকাশ। শিক্ষার্থীদের সুকুমার বৃত্তির প্রকাশ, সৃজনী প্রতিভার উন্মেষ, একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করে গড়ে তুলতে এটি একটি সৃজনশীল উদ্যোগ। কবিতা, ছড়া, গল্প, ভ্রমণকাহিনী, স্মৃতিকথা, রম্যরচনা, তথ্যকণিকা, বিজ্ঞানসহ বিবিধ বিষয়ে লিখতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেদের জ্ঞানের পরিধি দিকদিগন্তে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। এ প্রচেষ্টা তাদের প্রাণিত করে, ঋদ্ধ করে, তাদের মননশীল মানসে সম্পন্ন মানুষ হওয়ার প্রেষণা প্রোথিত করে।

বাঙালি জাতিসত্তা বিনির্মাণের পুরোধা ব্যক্তিত্ব জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনাদর্শ অনুসরণ, অনুশীলন, লালন ও পালনের মধ্য দিয়ে আমাদের শিক্ষার্থীরা বেড়ে উঠুক এ আমাদের একান্ত প্রত্যাশা।

যাদের লেখার দ্যুতি 'অভিযাত্রিক' কলেবর উজ্জ্বল করেছে-তাদের শুভাশিস। এ কর্মযজ্ঞে সফলতার পথে যাদের অমিত পরিশ্রম-তাদের সাধুবাদ জানাই।

শুভ হোক অভিযাত্রিকের পথচলা।

মোঃ মোজাম্মেল হক
সভাপতি
ওয়েস্টার্ন স্কলার্স ফাউন্ডেশন, কুষ্টিয়া

ক্যাপ্টেন মোঃ নজরুল ইসলাম
পিএসসি, বিএন (অবঃ)
প্রিন্সিপাল
এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

বাণী

আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ নিজস্ব স্মার্ট ক্যাম্পাসে প্রতিটি শিক্ষার্থীর নৈতিক, মানবিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের মাধ্যমে উন্নত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে বদ্ধ পরিকর। একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেবল শিক্ষার্থীর একাডেমিক ভালো ফলাফলই নিশ্চিত করে না বরং পাঠ্যক্রমের সহপাঠক্রমিক শিক্ষাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশকে নিশ্চিত করে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় AI (Artificial Intelligence), Robotic, Coding, UCMAS (Universal Concept on Mental Arithmatic System) ইত্যাদি মেধা বিকাশের সহায়ক বিষয়সমূহ কারিকুলাম এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বার্ষিকী 'অভিযাত্রিক' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

আশা করি এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ কর্তৃক প্রকাশিত ম্যাগাজিন 'অভিযাত্রিক' কিশোর কিশোরী শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের এক অনন্য প্ল্যাটফরম হিসেবে অনুপ্রেরণা যোগাবে। আমাদের এই ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা নিজের কল্পনা আর সৃজনশীলতায় রচনা করেছে ছড়া, কবিতা, ছোটগল্প, বৈজ্ঞানিক কল্প কাহিনী ও তাদের ভ্রমণ কাহিনীর শত কথা। কেউবা রং তুলিতে ফুটিয়ে তুলেছে মনের স্বপ্ন ও কল্পনার জগৎ। কাঁচা হাতের এসব সৃষ্টিতে সাহিত্যিক বা চিত্রকর্মের পরিপক্কতা না থাকলেও রয়েছে আত্মবিশ্বাসের ছাপ।

আমি এ প্রকাশনার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বার্ষিক মুখপত্র 'অভিযাত্রিক' প্রকাশের মাধ্যমে মুক্তচিন্তা ও সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক এই প্রত্যাশা করি।

মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হউন।

ক্যাপ্টেন মোঃ নজরুল ইসলাম
পিএসসি, বিএন (অবঃ)
প্রিন্সিপাল
এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

দিলরুবা পারভীন
প্রিন্সিপাল (একাডেমিক)
এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

বাণী

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ISO সনদপ্রাপ্ত এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ শিক্ষার্থীদের যুগযোপযোগী করে গড়ে তুলতে এবং বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে এক বিস্ময়কর অবদান রেখে চলেছে। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণের সারথি হয়ে জনাব এম এইচ রাসেল চেয়ারম্যান মহোদয় কুষ্টিয়া জেলার প্রাণকেন্দ্রে গড়ে তুলেছেন ডিজিটালাইড শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই প্রতিষ্ঠানটি শুধু A+ রেজাল্ট নয় বরং রেজাল্টের সাথে শিক্ষার্থীদের আত্মিক উন্নয়ন, ধর্মীয় মূল্যবোধ, চৌকস, বিচক্ষণ ও ন্যায় নৈতিকতার সমন্বয়ে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলছে। দক্ষ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ও শৃঙ্খলাসহ কঠোর নিরাপত্তার মাধ্যমে প্রি-প্রাইমারী, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও ইংলিশ ভার্সনের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এডুকেয়ারের শিক্ষার্থীরা উপজেলা, জেলা, বিভাগীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে কুষ্টিয়া জেলা, খুলনা বিভাগসহ বাংলাদেশকে করেছে গর্বিত।

'অভিযাত্রিক' কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশে বিশেষ অবদান রাখছে। 'অভিযাত্রিক' তাই কেবল একটি সাধারণ প্রকাশনা নয়, এটি সুখময় স্মৃতির একটি সেতুবন্ধন। যাদের লেখার দ্যুতি 'অভিযাত্রিক' কলেবর উজ্জ্বল করেছে তাদের শুভাশিস-তাদের সাধুবাদ। শুভ হোক অভিযাত্রিক এর পথচলা।

দিলরুবা পারভীন
প্রিন্সিপাল (একাডেমিক)
এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

মোঃ রেজাউর রহমান খান
ভাইস-প্রিন্সিপাল
এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

বাণী

সুশিক্ষার আলোকিত জগতে এডুকেয়ার একটি নক্ষত্রের নাম। উদ্দীপ্ত আলোকে উদ্ভাসিত এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি সুদীর্ঘ সময়ের অক্লান্ত ও নিরলস পরিশ্রমে গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ–পশ্চিমাঞ্চল তথা খুলনা বিভাগের শিক্ষা ও সভ্যতার বিকাশে একটি নতুন ধারা প্রবর্তনকারী এই প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যে খ্যাতির অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত এবং গুণগতমান ও সুব্যবস্থাপনার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়ে ISO 9001:2015 প্রত্যায়িত হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার উষালগ্ন থেকেই কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, পাঠদানের শৃঙ্খলা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে একাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি পাঠ্যবই বহির্ভূত নানাবিধ কার্যক্রমে অংশগ্রহনের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে সুনাম ও খ্যাতি অর্জনকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃত। বর্তমান শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আগাম প্রস্তুতি হিসাবে AI (Artificial Intelligent) এর বিষয়টিকে ধারণ করে রবোটিক, কোডিং ও মেধাবিকাশের সহায়ক ও কার্যকরি প্রোগ্রাম Universal Concept on Mental Arithmatic System বা UCMAS এর মতো মানসম্পন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে যাতে বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীদেরকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যোগ্যতর অবস্থানে টিকে থাকতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। যুক্তি-প্রযুক্তির জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগানোর প্রয়াসে এডুকেয়ারের নিজস্ব স্মার্ট ক্যাম্পাসটি সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্তি নির্ভর। এখানে রয়েছে শিক্ষাসহায়ক অত্যন্ত মনোরম পরিবেশ, আধুনিক আইসিটি ল্যাব, ল্যাংগুয়েজ ল্যাব ও উন্নতমানের লাইব্রেরি। ইতোমধ্যে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ এর কলেজ শাখার অনুমোদন প্রাপ্ত হয়েছে। এই অর্জন আগামীতে এতদঞ্চলের মানুষের এডুকেয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের স্বপ্নকে প্রস্ফূটিত করার প্রয়াসে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আশা রাখি।

সুশিক্ষা, চরিত্র গঠন, নীতি ও নৈতিকতা এবং ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মীয় মূল্যবোধকে জাগ্রত করার পাশাপাশি সামাজিক অবক্ষয় রোধে এডুকেয়ার অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আশাকরি শিক্ষার অগ্রগতিতে এতদঞ্চলের গণমানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে অগ্রণী ভূমিকা রেখে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আপন আলোকে উদ্ভাসিত হবে, ইনশাআল্লাহ।

মোঃ রেজাউর রহমান খান
ভাইস-প্রিন্সিপাল
এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

সম্পাদকীয়

বার্ষিকী যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দর্পণ। কারণ এই বার্ষিকীর মধ্য দিয়েই ফুটে ওঠে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তাছাড়া সম্ভাবনাময় নব্য লেখকদের বিভিন্ন ধরনের লেখাও এতে প্রকাশিত হয়। আমাদের বার্ষিকী 'অভিযাত্রিক' ও এর ব্যতিক্রম নয়।

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের বার্ষিকী 'অভিযাত্রিক-২০২৩' প্রকাশিত হলো। এতে নবীন লেখকরা তাদের মনের আবেগ, অনুভূতি, চিন্তা, চেতনাকে তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। তাই বলা যায়, 'অভিযাত্রিক' এর পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে সাহিত্যমনা ছাত্র-ছাত্রীদের মননশীল ভাবনার অনুভূতি। 'অভিযাত্রিক' সম্পাদনার এই দায়িত্বপূর্ণ কাজটি সম্পন্ন করতে অনিচ্ছায় ও অজ্ঞাতসারে যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে তবে তার জন্য সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। যারা লেখা, নেপথ্যে শ্রম, অকুণ্ঠ উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা করে 'অভিযাত্রিক-২০২৩' প্রকাশনায় সহায়তা করেছেন তাদের সকলের কাছে সম্পাদনা পরিষদ কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে আশা করি, আগামী বছরগুলোতে এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ বার্ষিকী 'অভিযাত্রিক' প্রকাশনার এ সৃজনশীল ধারা অব্যাহত থাকবে ও বিকশিত হবে শিক্ষার্থীদের মননশীলতা। এ কামনায় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

তাহমিনা খানম
প্রভাষক (বাংলা)
এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

শব্দ চাবির মতো
যদি আপনি সঠিক শব্দ নির্বাচন করতে পারেন,
তাহলে তা যেকোনো হৃদয়কে খুলে দিতে পারে,
আবার তা যেকোনো মুখকে বন্ধ করে দিতে পারে।

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের স্মার্ট ক্যাম্পাস উদ্বোধন করছেন মাননীয় সংসদ সদস্য (কুষ্টিয়া-৩) ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক **জনাব মোঃ মাহবুবউল আলম হানিফ (এম পি)**

শুধু দাঁড়িয়ে নদী দেখতে থাকলে, তুমি কোনদিনও সেই নদী পার হতে পারবে না, পার হতে হলে তোমাকে অবশ্যই সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে।

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১.	প্রতিষ্ঠান পরিক্রমা	১৮ - ২৩
২.	এক নজরে এডুকেয়ার	২৪ - ২৪
৩.	পরিচালনা পর্ষদ পরিচিতি	২৮ - ২৮
৪.	প্রশাসনিক প্যানেল পরিচিতি	২৯ - ২৯
৫.	শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী পরিচিতি	৩১ - ৪৫
৬.	গল্প	৪৭ - ৫১
৭.	কবিতা	৫৩ - ৬২
৮.	অনুপ্রেরণামূলক গল্প	৬৩ - ৬৭
৯.	তথ্য কণিকা	৬৮ - ৭২
১০.	কৌতুক	৭৩ - ৭৪
১১.	স্মৃতির পাতা থেকে	৭৫ - ৮৪
১২.	শিক্ষকদের লেখা	৮৫ - ১০০
১৩.	আল কুরআন ও আরবি বিভাগের কিছু কথা	১০১ - ১০১
১৪.	রং তুলির খেলা	১০২ - ১০৫
১৫.	এডুকেয়ার ফটো গ্যালারি	১০৬ - ১১২

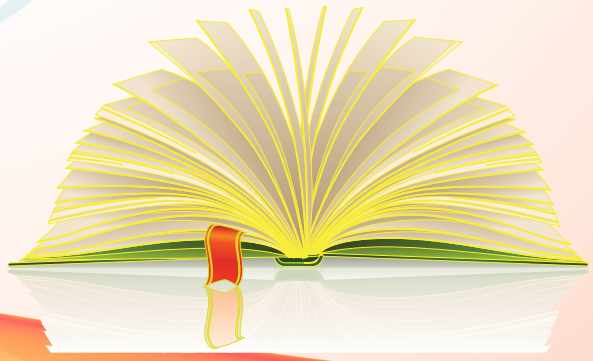

প্রতিষ্ঠান পরিক্রমা

"পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন"

আপনার সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য প্রথম পছন্দের
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হোক এডুকেয়ারের স্মার্ট ক্যাম্পাস ....

এডুকেয়ারের মিশন

আত্মবিশ্বাস, সহিষ্ণুতা এবং জবাবদিহিতার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের এমনভাবে গড়ে তোলা হয় যেনো তারা আবেগ ও ন্যায়সঙ্গত যুক্তিবৃত্তির মাধ্যমে প্রতিযোগিতা করে বিশ্বময় মেধা ও মননের অবদান রাখতে পারে। এছাড়াও ইসলামিক চিন্তা, চেতনা এবং প্রজ্ঞার মাধ্যমে শিক্ষার্থী জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গীকে সুনিপুণভাবে শানিত করে সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষায় গড়ে তোলা হয়।

এডুকেয়ারের ভিশন

এডুকেয়ার হবে গুণগত শিক্ষা প্রদানে আন্তর্জাতিক মানের একটি প্রতিষ্ঠান। ক্রমবিকাশমান মানবসম্পদের উন্নয়নে এডুকেয়ার সর্বোচ্চ আদর্শ নির্ধারণ করে শিক্ষার্থীদেরকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ায় প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। আধুনিক শিক্ষা সহায়ক পরিবেশ এবং হালনাগাদ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ঘটানো, আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। উত্তম ফলাফল ও নৈতিক উৎকর্ষতায় সমৃদ্ধ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে নেতৃত্ব প্রদানের সক্ষমতা অর্জনে প্রতিশ্রুত বদ্ধ।

এডুকেয়ারের দর্শন

শিক্ষা নিয়ে গবেষণালব্ধ জ্ঞানই এডুকেয়ার এর প্রকৃত দর্শন। নিয়মিত পাঠদান সংক্রান্ত বিষয়াদি ও শিশু-কিশোরদের মনোজগৎ নিয়ে শিক্ষকদের উপলব্ধির সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে পাঠদান প্রক্রিয়ার অন্তদর্শন। আমাদের বিশ্বাস প্রতিটি মানব শিশুই সহজাত জ্ঞানের অধিকারী কিন্তু বিশেষ পরিচর্যা ছাড়া শিশুদের জ্ঞান বিকাশ অনেকটায় অসম্ভব। এই জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিবেশ ও বেড়ে ওঠার জন্য পর্যায় ক্রমিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াকে অনুসরণ করে এবং প্রাপ্তবয়স্কদের লব্ধ অভিজ্ঞতাকে অনুসরণ করেই শিক্ষাচক্র আবর্তিত হবে।

এডুকেয়ারের সুদৃঢ় বিশ্বাস

- প্রতিটি শিশুই অনন্য মেধাশক্তির অধিকারী এবং উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করে অনন্য মানুষে পরিণত করা।
- শিশু-কিশোরদের মুক্তচিন্তার পরিবেশ নিশ্চিত করা।
- ভারসাম্যহীন অতিরিক্ত কর্ম চাপিয়ে না দিয়ে স্বাভাবিক বিকাশকে ধরে রাখা।
- Extrovert and introvert বিষয়ের দিকে গভীর পর্যবেক্ষণে রাখা।
- অন্তচিন্তা ও বহির চিন্তার বিকাশকে প্রাধান্য দেওয়া।
- পিতা-মাতা, শিক্ষকসমাজ ও সামাজিক শিক্ষার বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেওয়া।
- পজেটিভ দৃষ্টিভঙ্গিতে অভ্যস্ত করা।
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এলোমেলো চিন্তাকে সুসজ্জিত ও সংজ্ঞায়িত করে উত্তম ফলাফলের দিকে ধাবিত করা।
- ইসলামিক মুল্যবোধ, নীতি ও নৈতিকতা এবং মানবিক জীবনবোধকে জাগ্রত করা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য।

এডুকেয়ার স্কুল এন্ড কলেজ ইসলামী ভাবধারার আলোকে শিক্ষার্থী-শিক্ষক, কর্মচারীসহ সকলের জন্য একটি সুন্দর পরিবেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। ইসলাম ধর্মের মূল উৎস আল-কুরআন ও হাদিসের আলোকে জীবনকে চালিত করা। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সুন্নাহ সিরাতের মাধ্যমে জীবনকে পরিচালিত করে উত্তম জীবনে ধাবিত হওয়া।

বিশ্বমানের অফিস সেটআপ

এডুকেয়ারের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের মাঝে

- আন্তর্জাতিক মানের গুণগত শিক্ষাপ্রদান।
- সততা, শৃঙ্খলাবোধ ও দেশপ্রেম জাগ্রতকরণ।
- শালীনতা,স্বনির্ভর ও দায়িত্বশীলতার উন্নয়ন।
- ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষায় বিজ্ঞান মনস্ক করে গড়ে তোলা।
- ক্যাডেট কলেজের ন্যায় কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলায় গড়ে তোলা।
- সৃষ্টিশীল ও সুষ্ঠু জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার উন্নয়ন।
- সামাজিক মূল্যবোধের উন্নয়ন ও নৈতিকতা সম্পন্ন আদর্শ মানুষ গড়া।
- একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে চৌকস ও মেধাবী করে গড়ে তোলা।

এডুকেয়ার কেন অনন্য?

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও যশোর শিক্ষা বোর্ড স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান।
- আন্তর্জাতিক মানের ISO-9001:2015 সার্টিফাইড প্রযুক্তি নির্ভর ক্যাম্পাস।
- আধুনিক শিক্ষার সাথে আরবি শিক্ষার সুষম সমন্বয় সাধন।
- উচ্চশিক্ষিত, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধান।
- স্মার্ট ক্লাসরুম ও IT বেইজড ডিজিটাল AC ক্যাম্পাস।
- সু-সজ্জিত আধুনিক ও যুগোপযোগী কম্পিউটার ল্যাব।
- শিক্ষা কার্যক্রম নিজস্ব EIMS সফটওয়্যার দ্বারা পরিচালিত।

আবাসিক ও ডে-কেয়ার ব্যবস্থাপনা

যুগোপযোগী শিক্ষা ও সহশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মেধা, শারীরিক, মানসিক বৃত্তিগুলোর বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন করে নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বিকাশের সর্বপ্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করা। সর্বোপরি প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বৃহত্তর কর্মজীবন ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের উপযোগী সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই এডুকেয়ার আবাসিক প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। ক্রমাগত উন্নয়নের ধারা বেয়ে এ অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ২৫০ জন ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক পৃথক হোস্টেল রয়েছে।

ডে-কেয়ার

গৃহকর্মী সংকটে চাকুরীরত মা-বাবারা দিশেহারা। সন্তানকে গৃহকর্মীর কাছে রেখেও চিন্তার শেষ নেই। বাচ্চা খেয়েছে তো? কোনো বিপদ হলো না তো? কর্মজীবী মা-বাবার এমন হাজারো চিন্তার সমাধান হতে পারে এডুকেয়ার ডে-কেয়ার সেন্টার বা দিবা শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র।

ধৈর্য এমন একটি গাছ, যার সারা গায়ে কাঁটা কিন্তু ফল অত্যন্ত মজাদার

এডুকেয়ার আবাসিক ও ডে-কেয়ার কেন অনন্য?

- ক্যাডেট কলেজের ন্যায় কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার ব্যবস্থা।
- পরিচ্ছন্ন, রুচিসম্মত ও উন্নত আবাসিক ব্যবস্থাপনা।
- মুসলিম শিক্ষার্থীদের পাঁচওয়াক্ত নামাজের বাধ্যবাধকতা।
- ছেলে ও মেয়েদের পৃথক আবাসিক ব্যবস্থাপনা।
- মানসম্মত ও স্বাস্থ্যসম্মত সুষম খাবার পরিবেশন।
- কোন শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়তে হয় না।
- অভিজ্ঞ শিক্ষকের নিবিড় তত্ত্বাবধান।
- নিয়মিত মেডিকেল চেকআপের ব্যবস্থা।
- পরিশোধিত নিরাপদ খাবার পানি।
- খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা।
- সিসি ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
- পাক্ষিক আউটিং।
- সুদক্ষ পরিচালনা।

স্বাস্থ্য সেবায় এডুকেয়ার

সহশিক্ষা পাঠক্রম

- বার্ষিক বনভোজন ও শিক্ষা সফর।
- নিয়মিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চর্চা।
- ইংলিশ এনভায়রনমেন্ট সৃষ্টি।
- নিয়মিত অভিভাবক মত বিনিময় সভা।
- ইনডোর আউটডোর ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।
- বিজ্ঞানমেলা, বিতর্ক, আবৃত্তি ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা।
- বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশ ও স্কাউট দল গঠন।
- দেয়ালিকা প্রকাশের মাধ্যমে লেখক সৃষ্টি, ডিবেট, সাইন্স ও ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব গঠন।

এডুকেয়ার স্কাউট

একাডেমিক ক্যালেন্ডার

প্রতিবছর ভর্তির পূর্বে শ্রেণিভিত্তিক একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করা হয়। এ ক্যালেন্ডারে সারা বছরের কর্মপরিকল্পনা নির্দিষ্ট করা থাকে। ক্যালেন্ডার অনুসরণ করেই প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রম পরিচালনা হয় ইনশাহআল্লাহ। ফলে একজন শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার পর পরই তার পাঠ পরিকল্পনা জানতে পারে। এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ সকল শিক্ষার্থীদের মধ্যে জীবনমুখী শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে বোর্ড সিলেবাসের বাইরে নিজস্ব সিলেবাসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মেধা ও মননশীলতা বিকশিত করতে সর্বদা সচেষ্ট।

একাডেমিক ক্যালেন্ডার

পাঠ পরিকল্পনা

একাডেমিক ক্যালেন্ডারের সাথে সমন্বয় করে কোন ক্লাসে কোন বিষয়ের কোন অধ্যায় পড়ানো হবে তা পাঠ পরিকল্পনায় উল্লেখ থাকে। ফলে শিক্ষার্থীরা প্রতিটি বিষয়ের কোন দিন কোন অধ্যায় পড়ানো হবে, তা বছরের শুরুতেই পেয়ে যায়। ফলে একদিকে শিক্ষকগণের ক্লাসের প্রস্তুতি নিয়ে যেমন সহজ হয় তেমনি শিক্ষার্থীরাও পাঠ গ্রহণে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে।

দক্ষ শিক্ষকই পারেন যোগ্য শিক্ষার্থী গড়ে তুলতে

শিক্ষার্থীর জন্য শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই যথেষ্ট নয়। তাকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে ভালো শিক্ষকের প্রয়োজন হয়। এজন্য 'এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ' দক্ষ শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকৃত সকল শিক্ষক দেশের খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিপ্রাপ্ত। এখানে নিয়োগের জন্য শিক্ষককে লিখিত, মৌখিক ও ডেমোনেস্ট্রেশন ক্লাসে উত্তীর্ণ হতে হয়। সেইসাথে তাঁদের কম্পিউটারে পারদর্শী হতে হয় এবং ব্যক্তিগত ল্যাপটপ থাকতে হয়। নিয়োগের পরে তাঁদের আরও দক্ষ করে গড়ে তুলতে বিশেষজ্ঞ-প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

এই প্রতিষ্ঠানে বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভার্সনের জন্য আলাদা শিক্ষক রয়েছেন। সেইসাথে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল কাজে সম্পৃক্ত করতে বিশেষজ্ঞ-শিক্ষকবৃন্দ রয়েছেন।

প্রাত্যহিক সমাবেশ

প্রাত্যহিক সমাবেশের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলে। ক্লাস শুরু হওয়ার পূর্বে স্কুল প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থীদের যে সমাবেশ হয় তাই প্রাত্যহিক সমাবেশ। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে কিছু অংশ পাঠ, শপথ, জাতীয় সংগীত পরিবেশন, অধ্যক্ষের বক্তব্য ও শারীরিক কসরতের মধ্য দিয়ে প্রাত্যহিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থীরা ক্লাস শুরুর পূর্বে নিয়মিত স্কুল প্রাঙ্গণে সুশৃঙ্খল ও শ্রেণিভিত্তিক লাইনে দাঁড়িয়ে সমাবেশ করে থাকে। সমাবেশ শেষে বাদ্যের তালে তালে শিক্ষার্থীরা করতালি দিতে দিতে মাঠ ত্যাগ করে।

অনলাইন কার্যক্রম

করোনার উদ্ভূত প্রাদুর্ভাবের কারণে সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যখন বন্ধ ছিল তখন এমন পরিস্থিতিতে দেশের সব কিছুর মতো শিক্ষা ব্যবস্থায় নেমে এসেছিল অচলাবস্থা। যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা ঘরবন্দি ছিল। অর্থনৈতিক মন্দা কাটলেও শিক্ষার সংকট দিনে দিনে ঘনীভূত হচ্ছিল। করোনা ভাইরাস বিশ্বব্যাপী শিক্ষা ব্যবস্থাকে পিছিয়েছে। আমরাও পিছিয়ে পরার বাইরে নই। একদিকে যেমন জীবনের নিরাপত্তা অন্যদিকে তেমনই রয়েছে শিক্ষার মাধ্যমে জীবন গড়ার প্রত্যয়। আর এই দুটিতে সমন্বয় করার জন্যই এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ করোনার শুরু থেকেই অর্ধ-শতাধিক প্রযুক্তিতে দক্ষ শিক্ষক নিয়ে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে জুম ক্লাইড, গুগোল ক্লাশরুম, ইউটিউব, হোয়াটস অ্যাপ, ম্যাসেঞ্জার গ্রুপের মাধ্যমে পড়ালেখার গতিকে সচল রেখেছিল। যার কারণেই কোভিড-১৯ এর শুরু থেকেই যখন দেশের সকল শিক্ষার্থী ঘরবন্দি হয়েছিল তখন এডুকেয়ারের শিক্ষার্থীরা তাদের প্রিয় শিক্ষকদের সরাসরি অনলাইন ক্লাস ও পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম গতিশীল রেখেছিল। মোটকথা, শিক্ষার্থীরা দীর্ঘ ছুটিতে বাসায় বসে থাকলেও এডুকেয়ারের শিক্ষার্থীরা ছিল ক্লাসেই। আর সব কিছুই সম্ভব হয়েছিল অভিভাবকবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতার কারণে। আল্লাহ যেন আমাদের পথ চলাকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। অনলাইন ও অফলাইন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় এডুকেয়ার এক নব দিগন্তের সূচনাকারী।

স্মার্ট ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম

বিশ্বায়নের যুগে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দক্ষ মানবসম্পদে রুপান্তর করার জন্য যুগোপযোগী ও আধুনিক শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। তাই এই প্রতিযোগিতামূলক যুগে একজন শিক্ষার্থীকে দক্ষ ও বিশ্বমানের শিক্ষার্থী হিসেবে গড়ে তুলতে অভিজ্ঞ শিক্ষক ও প্রযুক্তির বিকল্প কিছু নেই। তাই প্রযুক্তিনির্ভর যুগে শিক্ষার্থীদের ক্লাসকে আরো বেশি গ্রহণযোগ্য, প্রাণবন্ত, বোধগম্য ও ফলপ্রসূ করার জন্য প্রত্যেকটি ক্লাসরুমে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থীরা ক্লাসেই বাস্তব দেখা, শোনা ও বলার প্রয়োগ ঘটাতে পারে। ফলে খুব সহজে এবং আনন্দের সাথে তারা ক্লাস করতে পারে।

শিক্ষা উপকরণ

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো বিদ্যালয় থেকেই সরবরাহ করা হয়। শিক্ষার্থীদের স্কুল ইউনিফর্ম, খাতা, ব্যাগ, টাই, সোল্ডার, স্কুল সাইন, শীতকালীন ব্লেজার তারা এখান থেকেই পেয়ে থাকে।

অভিভাবক সভা

শিক্ষার্থীর অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফল একাডেমিক ক্যালেন্ডারে উল্লেখিত দিনে অভিভাবক সভায় প্রদান করা হয়। প্রত্যেক অভিভাবক পৃথকভাবে শিক্ষকদের সাথে এ দিন মত বিনিময় করতে পারেন। অভিভাবক দিবসে সম্মানিত অভিভাবকদের কাছ থেকে লিখিতভাবে মতামত নেওয়া হয়। যা পরবর্তী সময়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়।

স্কলারশীপ ও শিক্ষা সফর

শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তি জীবনে নৈতিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা। সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীর মেধা, মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা। আর এই জন্যই ওয়েস্টার্ন স্কলার্স ফাউন্ডেশন এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পদচারণার মাধ্যমে শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর মানোন্নয়নে ২০১৬ সাল থেকে মেধাবী শিক্ষার্থীদের ফরেন ট্যুর স্কলারশীপ প্রদান করে আসছে। যা শিক্ষার্থীর শিক্ষার মানোন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করছে। যা বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় অনন্য।

বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা

'এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ' শিক্ষার্থীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পানি সরবরাহ করে। এখানে রয়েছে পানির জন্য সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে পরিশোধিত মানসম্পন্ন একটি বিশাল R.O. (রিভার অসমোসিস) Plant। প্রকৌশলীদের তত্ত্বাবধানে ক্যাম্পাসের প্যানির এই প্ল্যান্টটি স্থাপন করা হয়েছে। পানির গুণগত মান ঠিক রাখতে ভূগর্ভস্থ থেকে পানি উত্তোলন করা পর একাধিক চেম্বারে পানি পরিশোধন করা হয়। প্রথাম ধাপে Oxidation Chamber এ সংরক্ষণ করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে পানি Iron Removal Filter এর সাহায্যে পরিশোধন করা হয়। তৃতীয় ধাপে পরিশোধিত পানি Activated Carbon Filter হয়ে নিচতলা থেকে সপ্তমতলায় অবস্থিত সর্বশেষ Plant-এ আসে। এরপরেও প্রয়োজন-অনুযায়ী 'পাবলিক হেলথ্ অফিসে'র সরকারি ল্যাবরেটরিতে পানির গুণগতমান পরীক্ষা করা হয়। পানির বিশেষ সুবিধা থাকার কারণে এই প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থীর বাসা থেকে পানির পট আনার কোনো প্রয়োজন হয় না।

ডিজিটাল ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব

বর্তমান প্রতিযোগিতার যুগে টিকে থাকতে হলে একজন শিক্ষার্থীকে অবশ্যই চৌকস হতে হবে। আমরা সেই শিক্ষার্থীকে চৌকস বলি, যে সঠিক উচ্চারণে, স্মার্ট ভঙ্গিতে ও সুন্দরভাবে একাধিক ভাষায় তার বক্তব্যকে উপস্থাপন করতে পারে। এমনকি আমাদের মাতৃভাষা বাংলা হলেও অনেকেই বাংলায় শুদ্ধ উচ্চারণে ও সুন্দরভাবে কথা বলতে পারে না। কারণ আমরা কখনোই এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করিনি বা শিখিনি। আর এই বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষার পাশাপাশি ইংরেজি, আরবিসহ বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী করতে 'এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজে' রয়েছে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব। সমগ্র বাংলাদেশের হাতেগোনা কয়েকটি শীর্ষ পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই ল্যাবরেটরি রয়েছে। সর্বাধুনিক এই ভাষাশিক্ষা গবেষণাগারটির মূল লক্ষ্য হলো সঠিক ও নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে ভাষার চারটি দক্ষতায় (শোনা, বলা, পড়া, লেখা) স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা। এখানে শিক্ষার্থীরা কম্পিউটার, স্মার্টবোর্ড প্রজেক্টর, ডকুমেন্টেশন ক্যামেরা, সাউন্ড সিস্টেমসহ অত্যাধুনিক সরঞ্জামাদির সাহায্যে শুদ্ধ ও সঠিক উচ্চারণে বিভিন্ন ভাষায় কথোকপথন, শিক্ষণ ও অনুশীলন করে থাকে। বিভিন্ন শ্রেণির উপর্যুক্ত করে সিলেবাস তৈরি করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত-দক্ষ শিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী হয়ে উঠছে।

অত্যাধুনিক বিজ্ঞান ল্যাব

বাংলাদেশ প্রকৌশলী ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) উপাচার্য অধ্যাপক নজরুল ইসলামের মতে "ব্যবহারিক ক্লাস ছাড়া বিজ্ঞান শিক্ষা অসম্ভব। বিজ্ঞান এমন একটি বিষয় যা আপনি কেবল বই পড়ে শিখতে পারবেন না। বিজ্ঞানের প্রতি শিশুদের আগ্রহ তখনই বাড়তে পারে যদি তারা ব্যবহারিক ক্লাসে নতুন ধারণা শিখে।"
'এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজে' বিশ্বমানের যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ তিনটি অত্যাধুনিক বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি উদ্বোধন হয়েছে। এখানে পদার্থ, রসায়ন ও জীববিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষকমণ্ডলী ও প্রদর্শকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পাঠ্যক্রম অনুযায়ী ব্যবহারিক বিষয়ের প্রতিটি শাখায় শিক্ষার্থীরা বিচরণ করতে পারবে। পর্যাপ্ত প্রাকটিক্যাল ক্লাস করার সুযোগ থাকায় শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ব্যবহারিক কাজের মাধ্যমে বিজ্ঞানের যাবতীয় বিষয়ের বাস্তব জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।

তর্ক-বিতর্কে জ্ঞান আহরণ

যুক্তিনির্ভর ও আলোকিত সমাজ প্রতিষ্ঠায় বিতর্কের গুরুত্ব অপরিসীম। বিতর্কের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানলাভ ও নিজেদের যুক্তি উপস্থাপনের পাশাপাশি অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পারস্পারিক সম্পর্ক তৈরি করে। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশে বিতর্ক একটি অন্যতম শিল্পমাধ্যম। এর মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী নিজেকে জানার পরিধি আরও বৃদ্ধি করতে পারে। বিতর্ক পারস্পারিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির মিলবন্ধন সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস গঠনেও এর জুড়ি নেই। আর তাই প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই এডুকেয়ার শিক্ষার্থীদের নিয়ে নিয়মিত আয়োজন করছে বাংলা ও ইরেজি বিতর্ক প্রতিযোগিতা।

পরিবহন ব্যবস্থা

শিক্ষার্থীদের যাতায়াত সুবিধার জন্য রয়েছে আধুনিক মানের সম্পূর্ণ নতুন বাস ও মাইক্রোবাস সেবা। পর্যাপ্ত নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে আনা ও বাসায় পৌঁছে দেওয়া হয়। ফলে অভিভাবকগণ তাদের সন্তানকে নিশ্চিন্তে বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারেন। অবশ্য এই সার্ভিস পেতে অতিরিক্ত ফিস প্রদান করতে হয়।

নিরাপত্তা ব্যবস্থা

ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত ও নির্ভেদ্য করার জন্য সেনাবাহিনীর সাবেক সার্জেন্টের তত্ত্বাবধানে একদল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চৌকস সিকিউরিটি গার্ড ২৪ ঘণ্টা নিয়োজিত রয়েছে। সুউচ্চ দেওয়াল বেষ্টিত ক্যাম্পাসে পরিচয়হীন কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তির অনুপ্রবেশ নিষেধ। স্কুল চলাকালীন অনুমতিহীন ছুটির পর কোনো শিক্ষার্থীর বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। ক্লাস-চলাকালীন শিক্ষার্থীকে গ্রহণ করতে হলে অভিভাবককে পরিচয়পত্র দেখিয়ে তাদেরকে গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরো জোরদার করতে অর্ধ-শতাধিক সিসি ক্যামেরা বিদ্যালয়ের বাড়তি নিরাপত্তার বলয় তৈরি করে।

জেনারেটর ব্যবস্থা

বিদ্যুৎ প্রবাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখতে প্রতিষ্ঠানে রয়েছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেটর ব্যবস্থা। বিদ্যালয়ের প্রতিটি ক্লাসরুম ডিজিটাল হওয়ায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

ইনডোর ও আউটডোর গেমস

শিশুদের শিক্ষার মানোন্নয়নে, শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খেলাধুলা অত্যন্ত জরুরি। এর মাধ্যমে শরীর ও মন উভয়ই প্রফুল্ল থাকে। সেই লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানে আছে ইনডোর ও আউটডোর গেমসের ব্যবস্থা।

কো-কারিকুলাম সুবিধা

লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশের জন্য বিভিন্ন কো-কারিকুলাম কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। যেমন- সাধারণ জ্ঞান, বিতর্ক, আবৃত্তি, গান, নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, দাবা, ক্রিকেট, ফুটবল খেলার জন্য পারদর্শী শিক্ষককের তত্ত্বাবধানে বিশেষ ভাবে গড়ে তোলা হয়।

দুশ্চিন্তা দূর করার এক নম্বর উপায় হলো-ব্যস্ত থাকা

এক নজরে এডুকেয়ার

শিক্ষাক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখায় ২০২০ খ্রিঃ খুলনা বিভাগে সর্বপ্রথম এডুকেয়ার আন্তর্জাতিক মানের ISO : 9001-2015 সনদ অর্জন করে। যা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মানকে আরও ত্বরান্বিত করেছে।

প্রতিষ্ঠাকাল	: ২০০৮ সাল
পৌরসভার অনুমোদন	: ২০০৮ সাল
প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্কুলের অনুমোদন	: ২০০৯ সাল
গভ. (EIIN) নম্বর প্রাপ্তি	: ২০১১ সাল
যশোর শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন	: ২০১১ সাল
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক অনুমোদন	: ২০১২ সাল
যশোর শিক্ষা বোর্ডে কলেজের অনুমোদন	: ২০২৩ সাল
২০০৯-২০২০ সালের PECE পরীক্ষার ফলাফল	: ১০০% পাস
২০১১-২০২৩ সালের JSC & SSC	: ১০০% পাস
২০২০ সালের সরকারি বৃত্তি প্রাপ্তির সংখ্যা	: ৩১ জন
২০২৩ সালের SSC পরীক্ষায় A+ প্রাপ্তির পরিসংখ্যান	: ৭০%
কলেজ শাখার অনুমোদন	: ২০২৩ সাল
মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা	: ২০০০+
মোট শিক্ষক সংখ্যা	: ১০০+ জন
কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংখ্যা	: ৯০+ জন
হোস্টেল সংখ্যা (ছেলে ২টি ও মেয়ে ১টি)	: ৩ টি
হোস্টেল সিট সংখ্যা	: ৩০০+

বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলায় বেসরকারি কলেজ হিসেবে প্রথম অনুমোদন পেল
এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, কুষ্টিয়া।

যার কথার চেয়ে
কাজের পরিমাণ বেশি..
সাফল্য তার কাছেই এসে
ধরা দেয়, কারণ ..
যে নদী যত গভীর তার
বয়ে যাওয়ার শব্দ তত কম।

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের
বার্ষিক ম্যাগাজিন 'অভিযাত্রিক' এর প্রকাশনার
সাথে জড়িত থাকতে পেরে আমরা আনন্দিত।
আমরা এডুকেয়ার এর উত্তোরত্তর
সাফল্য, সমৃদ্ধি ও উন্নতি কামনা করি।

মোঃ বাদশা ফয়সাল
প্রোপ্রাইটর

আল হেলাল প্রিন্টিং প্রেস

যাবতীয় ছাপা কাজের নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

ইসলামিয়া কলেজ রোড, কুষ্টিয়া। মোবাইল ঃ ০১৭১১-৯৭২৪২১
Email : alhelalpress.kus@gmail.com

ইভান গ্লাস এন্ড থাই এ্যালুমিনিয়াম হাউজ

Evan Glass & Thai Aluminium House

প্রোঃ মোঃ কৌশিক আহমেদ তুষার

Altech, Chung Hua, Kai- এর যাবতীয় থাই এ্যালুমিনিয়াম ও সর্ব প্রকার হার্ডওয়ার সামগ্রী এবং
S.S. Pipe ও S.S. হার্ডওয়ার সামগ্রী পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা

ঢাকা রোড, চৌড়হাস পুলিশ ফাড়ির সামনে, কুষ্টিয়া।
তুষার : ০১৭৩৫-৮৬৮৮৮৮, মামুন : ০১৯১৭-২৭২১৫০, মাহাবুব :০১৭১৫-২৫৪২২৮

শিক্ষক পরিচিতি

শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর

শিক্ষা, সেবা ও জনকল্যাণমুখী সংস্থা

ওয়েস্টার্ন স্কলার্স ফাউন্ডেশন
সম্মানিত উপদেষ্টাবৃন্দ

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান

মোঃ সামসুল হক
পরিচালক

মোঃ সোহেল রানা
পরিচালক

মোহাম্মদ আলী
পরিচালক
সিনিয়র অফিসার
অগ্রণী ব্যাংক

মোঃ মাসুদ রানা
সম্মানিত উপদেষ্টা
যুগ্ম-পরিচালক
বাংলাদেশ ব্যাংক

মেজর মাহাবুব ইসলাম লিটন
সম্মানিত উপদেষ্টা
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

মোঃ রুহুল আমিন
সম্মানিত উপদেষ্টা
সচিব
বাংলাদেশ সচিবালয়

শেখ মনিরুজ্জামান
সম্মানিত উপদেষ্টা
পুলিশ সুপার
বাংলাদেশ পুলিশ

প্রশাসনিক প্যানেল

মোঃ মোজাম্মেল হক

চেয়ারম্যান

ওয়েস্টার্ন স্কলার্স ফাউন্ডেশন

ক্যাপ্টেন মোঃ নজরুল ইসলাম

প্রিন্সিপাল

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

মোঃ সোহেল রানা

পরিচালক ও চীফ অফ রেসিডেন্স

ওয়েস্টার্ন স্কলার্স ফাউন্ডেশন

মোছাঃ শাহানা বেগম

কন্ট্রোলার অফ এক্সাম

দিলরুবা পারভীন

প্রিন্সিপাল (একাডেমিক)

মোঃ রেজাউর রহমান খান

ভাইস প্রিন্সিপাল

মোঃ হাসানুজ্জামান সুজন

এডমিন অফিসার

শিক্ষক পরিচিতি

বাংলা বিভাগ

তাহমিনা খানম

প্রভাষক (বাংলা)

বি.এ (অনার্স), এম.এ (বাংলা)
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
বি.এড (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া)

ফারজানা আক্তার ছুটি

সহকারী শিক্ষক (বাংলা)

বি.এ (অনার্স), এম.এ (বাংলা)
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
বি.এড (আলাউদ্দিন আহমেদ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, কুষ্টিয়া)

মোছাঃ তুলিয়ারা খাতুন

সহকারী শিক্ষক (বাংলা)

বি.এ (অনার্স), এম.এ (বাংলা)
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

মোছাঃ রুহিনা জান্নাত

সহকারী শিক্ষক (বাংলা)

বি.এ (অনার্স), এম.এ (বাংলা)
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

মোঃ জাকারিয়া ইসলাম রিমন

সহকারী শিক্ষক (বাংলা)

বি.এ (অনার্স), এম.এ (বাংলা)
(ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া)

মোঃ আবু আহাদ আদর

সহকারী শিক্ষক (বাংলা)

বি.এ (অনার্স), এম.এ (বাংলা)
(পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা)

সানজিদা খাতুন

সহকারী শিক্ষক (বাংলা)

বি.এ (অনার্স), এম.এ (বাংলা)
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

নাজমা পারভিন তুলি

সহকারী শিক্ষক (বাংলা)

বি.এ (অনার্স), এম.এ (বাংলা)
(ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া)

মানুষের গুণ নিয়ে প্রতিযোগিতা করুন, দোষ নিয়ে নয়।

ইংরেজি বিভাগ

মোঃ সাইফুল্লাহ শাফী

প্রভাষক (ইংরেজি)

বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইংরেজি)
(জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা)

এস.এম রোকনুজ্জামান

প্রভাষক (ইংরেজি)

বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইংরেজি)
(নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা)

তামান্না মনোয়ার

প্রভাষক (ইংরেজি)

বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইংরেজি)
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

মধুরীমা তাসনিম অদিতি

সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি)

বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইংরেজি)
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

ফারহানা ফেরদৌস

সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি)

বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইংরেজি)
(ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া)

মহিউদ্দিন আহম্মেদ

সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি)

বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইংরেজি)
(ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া)

মোঃ আরিফুজ্জামান

সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি)

বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইংরেজি)
(ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া)

গণিত বিভাগ

মীর মোঃ রফিক-উজ-জামান

প্রভাষক (গণিত)

বি.এস.সি (অনার্স) এম.এসসি
(চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)
এম.আই.সি.টি (ইবি, কুষ্টিয়া)
বি.এড, (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া)

রনজু খাতুন

প্রভাষক (গণিত)

বি.এস.সি (অনার্স) এম.এস.সি (গণিত)
(ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া)

শবনম মুস্তারি

প্রভাষক (গণিত)

বি.এস.সি (অনার্স) এম.এস.সি (গণিত)
(ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া)

শাহারিয়া পারভেজ

সহকারী শিক্ষক (গণিত)

বি.এস.সি (অনার্স) এম.এস.সি (গণিত)
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

ফারহানা ইখতিয়ার

সহকারী শিক্ষক (গণিত)

বি.এস.সি (অনার্স) এম.এস.সি (গণিত)
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

সহকারী শিক্ষক (গণিত)

বি.এস.সি (অনার্স), এম.এস.সি (গণিত)
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

সাগর কুমার দাস

সহকারী শিক্ষক (গণিত)

বি.এস.সি (অনার্স) এম.এস.সি (গণিত)
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

অর্থ সম্পদের বিনাশ আছে, কিন্তু জ্ঞানসম্পদ কখনো বিনষ্ট হয় না।

বিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ মোজাম্মেল হক

প্রভাষক (বিজ্ঞান)
এম.এস.সি (ফিসারিজ)
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

আলফি শাহরিন

প্রভাষক (জীববিজ্ঞান)
এম.এস.সি (ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য প্রযুক্তি)
(ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া)

মোঃ জিলান হোসেন

সহকারী শিক্ষক (বিজ্ঞান)
এম.এস.সি (ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রকৌশল)
(ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া)

ওয়াসিম কবির

সহকারী শিক্ষক (বিজ্ঞান)
এম.এস.সি (ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও এপ্লাইড ফিজিক্স)
(ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া)

সুজিত কুমার

সহকারী শিক্ষক (বিজ্ঞান)
এম.এস.সি (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং)
(ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া)

মোঃ শফিকুল ইসলাম

সহকারী শিক্ষক (বিজ্ঞান)
এম.এস.সি (ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল)
(ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া)

শারমিন জাহান শিমু

সহকারী শিক্ষক (বিজ্ঞান)
এম.এস.সি (ফিসারিজ)
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

সাজিমা আফরোজ

সহকারী শিক্ষক (জীববিজ্ঞান)
এম.এস.সি (প্রাণিবিদ্যা)
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

মোঃ সোহাগ আলী

সহকারী শিক্ষক (বিজ্ঞান)
এম.এস.সি (পদার্থ বিজ্ঞান)
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

ইসলামী বিভাগ

হাফেজ মোঃ ওসমান গণি

এইচ. ডি (ইসলাম)
এম.টি.আই.এস
(ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া)

আমানুর রহমান

সহকারী শিক্ষক (ইসলাম)
এম.টি.আই.এস
(ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া)

ফরিদ উদ্দিন

সহকারী শিক্ষক (ইসলাম)
এম.টি.আই.এস
(ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া)

মোঃ হাসান মাহমুদ

সহকারী শিক্ষক (ইসলাম)
এম.এ
(ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া)

মোঃ নাজমুস সাদাত

সহকারী শিক্ষক (ইসলাম)
এম.টি.আই.এস
(ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া)

মোঃ আতিয়ার রহমান

সহকারী শিক্ষক (ইসলাম)
এম.টি.আই.এস
(ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া)

কে.এম নাঈম সায়াদাত

সহকারী শিক্ষক (ইসলাম)
এম.এ
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

মোঃ সাদ্দাম হোসেন

সহকারী শিক্ষক (ইসলাম)
এম.টি.আই.এস
(ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া)

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিভাগ

সোহাগ হোসেন

প্রভাষক (অর্থনীতি)
এম.এস.এস (অর্থনীতি)
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

মেরিনা পারভীন

সহকারী শিক্ষক (বি.জি.এস)
এম.এস.এস
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

তানিয়া ইয়াসমিন

সহকারী শিক্ষক (বি.জি.এস)
এম.এস.এস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
বি.এড, (আলাউদ্দিন আহম্মেদ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, কুষ্টিয়া)

মোছাঃ সেলিনা আক্তার শেলী

সহকারী শিক্ষক (বি.জি.এস)
এম.এ (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি)
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

নাসরিন আক্তার আলো

সহকারী শিক্ষক (বি.জি.এস)
বি.এস.এস
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

ফাহমিদা ফারজানা সুমি

সহকারী শিক্ষক (বি.জি.এস)
এম.এস.এস
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
বি.এড (আলাউদ্দিন আহম্মেদ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, কুষ্টিয়া)

কাবরিয়া পারভীন

সহকারী শিক্ষক
বি.এ (পাস)
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

সোনিয়া কবির

সহকারী শিক্ষক (বি.জি.এস)
বি.এ (অনার্স), এম.এ
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
বি.এড (আলাউদ্দিন আহম্মেদ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, কুষ্টিয়া)

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিভাগ

দিলারা খাতুন

সহকারী শিক্ষক (বি.জি.এস)

বি.এ (অনার্স), এম.এ
(ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া)

সালেহা পারভীন

সহকারী শিক্ষক (বি.জি.এস)

বি.এস.এস, এম.এস.এস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
বি.এড (আলাউদ্দিন আহম্মেদ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, কুষ্টিয়া)

রুমানা পারভীন

সহকারী শিক্ষক (বি.জি.এস)

এম.এ (অর্থনীতি) (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
বি.এড (আলাউদ্দিন আহম্মেদ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, কুষ্টিয়া)

নাসরিন আক্তার ইতি

সহকারী শিক্ষক (বি.জি.এস)

বি.এ (অনার্স), এম.এ
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
বি.এড (আলাউদ্দিন আহম্মেদ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, কুষ্টিয়া)

মোছাঃ তামান্না ইয়াসমিন

সহকারী শিক্ষক (বি.জি.এস)

এম.এসসি (ভূগোল ও পরিবেশ)
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

জামিলা বুহারীদ

সহকারী শিক্ষক (বি.জি.এস)

বি.এস.এস, এম.এস.এস (লোক প্রশাসন)
(ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া)

পবিত্রা রানী

সহকারী শিক্ষক (হিন্দুধর্ম)

এম.এস.এস (অনার্স) (সমাজকর্ম)
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

কল্লোল কান্তি গুহ

সহকারী শিক্ষক (হিন্দুধর্ম)

বি.এ, এম.এ (দর্শন)
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

নিজের ভুল থেকে শেখা ভালো;
অন্যের ভুল থেকে শিখতে পারলে আরও ভালো।

ব্যবসায়িক বিভাগ

মোঃ রবিউল ইসলাম

প্রভাষক (হিসাব বিজ্ঞান)

এম.বি.এ, (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
বি.এড (আলাউদ্দিন আহম্মেদ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, কুষ্টিয়া)

মোঃ জায়েদুল হক

প্রভাষক (ব্যবস্থাপনা)

বি.বি.এস, এম.বি.এস (ব্যবস্থাপনা)
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

মোঃ সিরাজুস সালেহীন

সহকারী শিক্ষক (হিসাববিজ্ঞান)

বি.বি.এ, এম.বি.এ
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

শাবানা খাতুন

সহকারী শিক্ষক (ব্যবস্থাপনা)

বি.বি.এস, এম.বি.এস (ব্যবস্থাপনা)
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

অনামিকা অনি

সহকারী শিক্ষক (ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং)

বি.বি.এ, এম.বি.এ
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

মোঃ সালাহ্উদ্দিন

সহকারী শিক্ষক (হিসাববিজ্ঞান)

বি.বি.এস, এম.বি.এস (হিসাববিজ্ঞান)
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

আইসিটি বিভাগ

কামরান মৃধা রাজ

প্রভাষক (আইসিটি)

বি.এসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই)
(ওয়ার্লড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ)

আব্দুস সালাম

সহকারী শিক্ষক (আইসিটি)

ডিপ্লোমা ইন
কম্পিউটার সাইন্স এন্ড এপ্লিকেশন
(ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়)
এমবিএস (ব্যবস্থাপনা)
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

সংস্কৃতি বিভাগ

নাসরিন আক্তার লিমা

সহকারী শিক্ষক (সংগীত)

বি.এ (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

জান্নাতুল ফেরদৌস

সহকারী শিক্ষক (নৃত্য)

এম.এস.এস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

চারু ও কারুকলা বিভাগ

আসিফ ইকবাল অন্তর

সহকারী শিক্ষক (চারু ও কারুকলা)

বি.বি.এ, এম.বি.এ (ব্যবস্থাপনা)
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

সন্দীপ চক্রবর্তী

সহকারী শিক্ষক (চারু ও কারুকলা)

এম.এসসি
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

সংগীতা বিশ্বাস

সহকারী শিক্ষক (চারু ও কারুকলা)

এম.এফ.এ, চারু ও কারুকলা
(রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)

অফিস কর্মকর্তা ও কর্মচারী পরিচিতি

হিসাব রক্ষক

আনজু মনোয়ারা

হিসাব রক্ষক
বি.এ (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

রাজিব আহমেদ

হিসাব রক্ষক
এম.বি.এস (ব্যবস্থাপনা)
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

পি.আর.ও - গ্রন্থাগারিক

শাফিনাজ আকতার

গ্রন্থাগারিক
এম.এস.এস
(রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)

লাবনী খাতুন

পি.আর.ও
এম.এস.এস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

অনুপমা ফেরদৌস

পি.আর.ও
বি.এস.সি, অনার্স (পদার্থ বিজ্ঞান)
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

সুমাইয়া আক্তার

পি.আর.ও
এম.এস.এস, (অর্থনীতি)
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

জুলিয়া আইরিন

পি.আর.ও
এম.এস.সি (গণিত)
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

মোছাঃ আয়েশা সিদ্দিকা

পি.আর.ও
এম.এস.এস, (ইসলামের ইতিহাস)
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

কম্পিউটার অপারেটর

নিরঞ্জন কুমার বিশ্বাস

কম্পিউটার অপারেটর
বি.এস.এস (সমাজবিজ্ঞান)
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

আল আমিন খান

গ্রাফিক্স ডিজাইনার
বি.এ, এম.এ (অর্থনীতি)
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

মোঃ আজিজুল ইসলাম

কম্পিউটার অপারেটর
বি.এ (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

এ.এফ.বিন এ.ওয়াদুদ সাবাব

সফ্টওয়্যার এক্সিকিউটিভ
বি.এ অনার্স (ইংরেজি) (শিক্ষানবিশ)
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

আছিয়া খাতুন মুন্নী

কম্পিউটার অপারেটর
বি.এ
(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

ইলেকট্রিশিয়ান

মোঃ মিজানুর রহমান (রিপন)

ইলেকট্রিক ইনচার্জ
এস.এস.সি

সিস্টার ও ফটোকপি ইনচার্জ

সুমাইয়া ইয়াসমিন
সিস্টার
এইচ.এস.সি

তমা খাতুন
সিস্টার
এইচ.এস.সি

রত্না খাতুন
সিস্টার
এস.এস.সি

সুমাইয়া ইয়াসমিন
সিস্টার
এইচ.এস.সি

রেণু খাতুন
সিস্টার
এস.এস.সি

অরুনা খাতুন
সিস্টার
এস.এস.সি

নিলুফা ইয়াসমিন
সিস্টার
এস.এস.সি

মোঃ আব্দুল মান্নান
ফটোকপি ইনচার্জ
এস.এস.সি

ড্রাইভার ও হেল্পার

টুটুল উদ্দিন

ড্রাইভার
এস.এস.সি

তরিকুল ইসলাম

ড্রাইভার
এস.এস.সি

মোঃ মহিউদ্দিন

ড্রাইভার
এস.এস.সি

টুটুল আলী

ড্রাইভার
এস.এস.সি

মোঃ লিটন

ড্রাইভার
এস.এস.সি

মোঃ আশরাফুল ইসলাম

ড্রাইভার
এস.এস.সি

আবির হোসেন

হেল্পার
এস.এস.সি

সুজন আহম্মেদ

হেল্পার
এস.এস.সি

সিকিউরিটি গার্ড

মোঃ হামিদুল ইসলাম

সিকিউরিটি ইনচার্জ অফিসার
সাবেক সার্জেন্ট
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

মোঃ আব্দুল মঈদ

সিকিউরিটি গার্ড
এস.এস.সি

মোঃ কদর আলী

নাইট গার্ড
এস.এস.সি

মোঃ রেজাউল করিম

নাইট গার্ড
এস.এস.সি

মোঃ কামাল বিশ্বাস

সিকিউরিটি গার্ড
এস.এস.সি

মোঃ সাইফুল ইসলাম

সিকিউরিটি গার্ড
বি.এ পাশ

লতা খাতুন

সিকিউরিটি গার্ড (মহিলা)
এস.এস.সি

আয়া

মনোয়ারা বেগম

আয়া
অষ্টম শ্রেণি

মোছাঃ নবিরন

আয়া
অষ্টম শ্রেণি

মোছাঃ রুপালী খাতুন

আয়া
অষ্টম শ্রেণি

মালা খাতুন

আয়া
অষ্টম শ্রেণি

ক্লিনার

সিমান্ত কুমার

ক্লিনার
এস.এস.সি

শ্রী শুভ কুমার

ক্লিনার
অষ্টম শ্রেণি

মানুষ বাঁচে তার কর্মের মধ্যে, বয়সের মধ্যে নয়।

মোবা ঃ ০১৯৭৫-৩০৭২৫৭

নিউ সারদা ট্রেডার্স

New Saroda Traders

পারটেক্স, ফরমিকা, এ্যালুমিনিয়াম এঙ্গেল,
হার্ডওয়ার এর দ্রবাদি, কর্কশীট ও
প্লাষ্টিক দরজা বিক্রেতা।

রক্সি সিনেমা লেন, কুষ্টিয়া।

বেঙ্গল হার্ডওয়ার এন্ড রং বিতান

প্রোপ্রাইটর- মনিরুল ইসলাম

যাবতীয় হার্ডওয়ার, রং ও মেশিনারীজ পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়।

মোবা ঃ ০১৭১১-৫৭১৩৭৯, ০১৭১৭-৮৯৪২৫৫

২৫/২, এল.সি.এ রোড, বড় বাজার, কুষ্টিয়া।

ডিলার : asianpaints, BERGER PAINTS Trusted Worldwide, NIPPON PAINT, aqua PAINTS

গল্প

গল্প আছে অল্প

স্মৃতি

তাসমিয়া ইসলাম (উষা)
শ্রেণি: ১০ম

সেদিন ছিল রবিবার। সকাল থেকে মুষলধারে বৃষ্টি। স্কুলে যাওয়ার উপায় নেই। পূর্ব দিকের জানালা খুলে দিতেই এক পশলা বৃষ্টি আমাকে ভিজিয়ে দিল। তবুও মনের আনন্দে একটু খানি ভিজলাম। বৃষ্টিতে ভিজতে ভালোই লাগছে। আষাঢ়ের ঘন মেঘের রিমঝিম বৃষ্টির শব্দে মন জুড়িয়ে যায়। একটু দূরে দৃষ্টি দিতেই একটি গাছের ডালে পাখি দেখতে পেলাম। আহারে, বেচারা নীড় হারা পাখি বৃষ্টিতে ভিজে কতই না কষ্ট করছে। কেউ থাকে নীড়ে কেউবা থাকে নীড় হারা-এটাই কী নিয়তির খেলা? জীবন যুদ্ধে আমরা সবাই চলছি দূর থেকে দূরান্তে এক অজানা ঠিকানায়।

সহপাঠীরা আজ কোথায় আছে, কারো জানিনা ঠিকানা। গ্রীষ্মের ছুটিতে নানা বাড়ীতে বেড়াতে যাব ভাবছি। মায়ের সাথে কথা পাকা-পাকি করে রাখলাম আগামীকাল বিকেলে ট্রেনে যাবো। ভাবতেই খুশিতে মন ভরে যাচ্ছে। কত কিছুই না কল্পনা করে রেখেছি। ছোট বেলার খেলার সাথীদের সঙ্গে দেখা হবে, আড্ডা হবে, আরও কত মজার মজার গল্প স্মৃতির পাতায় দোলা দিচ্ছে। যাইহোক, স্টেশনে পৌঁছালাম বিকাল ৫:০০ ঘটিকার সময়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ট্রেন ১ ঘণ্টা লেট। অপেক্ষা করতে করতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। নিভু নিভু বাতির আলোয় কিছু দেখা যাচ্ছে না।

ওয়েটিং রুমে বসে আছি হঠাৎ অন্ধকারে পায়ের উপর দিয়ে কিছু একটা চলে গেল। ভয়ে চিৎকার দিয়ে উঠলাম। অবশেষে ট্রেন আসল। ঠেলাঠেলি করে ট্রেনে উঠলাম কিন্তু বসার কোনো জায়গা পাইনি। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর বসার জায়গা পেলাম। বসে ভাবতে ভাবতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছি। মা ডেকে বলল উঠে পর ট্রেন পৌঁছে গেছে।

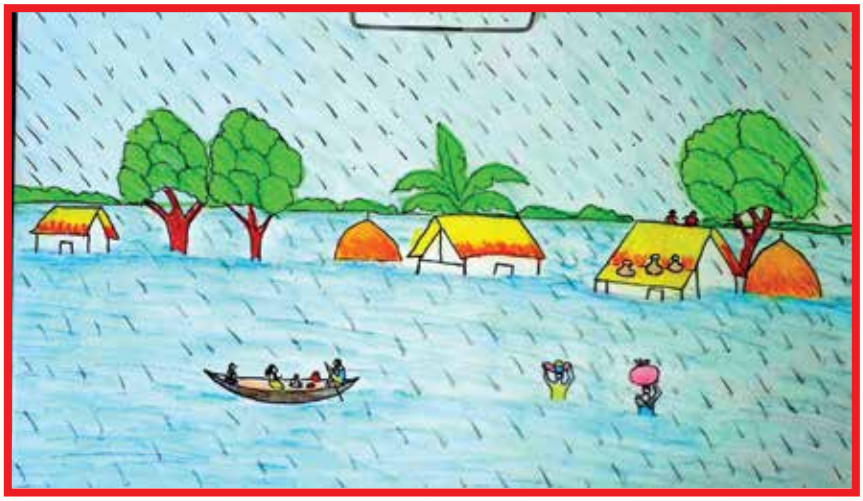

যা আমার জন্যে স্মরণীয়

মোছাঃ মাহফুজা খাতুন
শ্রেণিঃ ১০ম

আমার দাদা প্রায় ১০৬ বছর বয়সেও চশমা ছাড়া সংবাদ পত্র পড়তেন। দাদা তার নিয়মে সারাদিন কাটাতেন। দাদা অনেক জায়গায় বেড়াতেন, জামাতে যেতেন প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহে। তিনি হজেও গেছেন। আব্বু বলতো দেশের এমন কোন জায়গা নেই যে যাওয়া হয়নি। দাদার প্রায় ১০০ বিঘা জমি ছিল। সেখানে কোনো শ্রমিক যদি কাজ করতো তাহলে তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করাতেন কঠোর রোদ্রের মধ্যেও। তিনি কাজে ফাঁকি দিতে দিতেন না।

যখন তিনি একদিন মসজিদে যাচ্ছিলেন তখন তিনি স্ট্রোক করেন। সালটি ছিল ২০১৯, তারপর থেকে আর কথা বলতে পারতেন না। নিজে কিছুই করতে পারতেন না। দাদাকে খাইয়ে দিতে হতো। আম্মু আমাকেও খাইয়ে দিতে বলতো, দাদাকে খাওয়াতে খুব একটা ভালো লাগতো না আমার। কারণ অনেক সময় লাগতো। যখন দাদা কিছু বলতে চেষ্টা করতো তখন তা না বুঝতে পারলে দাদা কষ্ট পেতো, মাঝে মাঝে কেঁদেও ফেলতেন। আমার মনে হয়, দাদার মুখ মায়ায় ভরা। দাদা যখন হাসতেন তখন দাদাকে দেখতে খুব সুন্দর লাগতো।

এভাবে দাদার দেড় বছর চলার পর দাদা ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমরা দাদাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে দাদার সাথে বড় আপু আর ছোটোমা থাকতো। এছাড়া ভাইয়া, কাকুরা প্রত্যেকদিনই দেখতে যেত। দাদার অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছিল। তখন ২০২০ সালের মাঝামাঝি সময়। সময়টা করোনাকালীন। দাদার শ্বাসকষ্ট অর্থাৎ করোনার লক্ষণ দেখে টেস্ট করলে রিপোর্ট পজেটিভ আসে। তারপর আপু ও ছোটমাকে টেস্ট দিলে আপুর রিপোর্টও পজেটিভ্ ও ছোটমার নেগেটিভ আসে। দাদার অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকে, খুব কষ্ট করে রাতটা পার হলেও ১২ই ডিসেম্বর ২০২০ মারা যায়।
দাদা ২০১২ সালের দিকে একটা লাঠি কেনেন, সেই লাঠি আজও অর্থাৎ ২০২৩ সালেও আছে। যত দিন যায়, তত বেশি করে দাদাকে মনে পড়ে। মনে হয় যদি আরেকবার দাদাকে পেতাম তাহলে সর্বোচ্চটা দিয়ে দাদাকে খুশি রাখার চেষ্টা করতাম। দাদাই ছিল আমার পরিবারের মূল শিকড়। আমার দাদা-দাদি একই মাসের একই তারিখে মৃত্যুবরণ করে। তাহলে কি তাদের জন্মও একই দিনের একই মাসে ছিল?

পরিবেশ সংরক্ষণ

সৌমিক সাহা
শ্রেণি: ৮ম

স্বপন মামা অর্পণকে নিয়ে বাইরে ঘুরতে যায়।

অর্পণ : মামা চারদিকে এতো নোংরা কেন?

স্বপন মামা : এখনকার যুগ খুবই খারাপ। চারদিকে কলকারখানা, গাড়ি ইত্যাদি বেড়ে গিয়েছে।

অর্পণ : হ্যাঁ। সত্যিই চারদিকে গাড়ির ধোয়া নোংরার দুর্গন্ধ বেড়েই চলেছে। অক্সিজেন কমে যাচ্ছে এবং গাছাপালা কমে যাচ্ছে।

স্বপন মামা : হ্যাঁ। তুমি ঠিক বলেছো। পরিবেশের অবস্থা খুবই খারাপ।

অর্পণ : মামা আমরা যদি আবার পরিবেশ ঠিক করতে পারি তাহলে কেমন হয়?

স্বপন মামা : কিন্তু কীভাবে?

অর্পণ : আমরা একজন অন্যজনকে বলব। তারা আবার অন্য মানুষদের বলবে। যতই হোক, কিছু তো দূষণমুক্ত হবে।

স্বপন মামা : তুমি ঠিক বলেছ। চলো আজ থেকে আমরা এই কাজটি শুরু করি।

অর্পণ : ঠিক আছে। তাহলে তুমি ওইদিকে যাও আর আমি এইদিকে।

স্বপন মামা : এই যে কাকা শুনতে পাচ্ছেন।

কাকা : হ্যাঁ বলেন। কী হয়েছে?

স্বপন মামা : কী হয়েছে মানে। আপনি এটা কী করলেন?

কাকা : কী করলাম আমি? আমি আপনার কিছুই করিনি।

স্বপন মামা : আপনি যে রাস্তায় কলা খেয়ে কলার খোসা ফেললেন। এখানে যে পরিবেশ দূষিত হলো।

কাকা : তো আমি কী করবো?

স্বপন মামা : আপনাকেই তো সব করতে হবে। এই পরিবেশে আমরা সবসময় বাস করি। আমাদের সকলেরই উচিত আমাদের পরিবেশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তোলা। সেখানে যদি আমরা নিজেরা পরিবেশ দূষণ করি তাহলে কীভাবে হবে।

আশা করি আপনি আপনার ভুল বুঝতে পেরেছেন।

কাকা : হ্যাঁ। এখন থেকে আমি নোংরা ডাস্টবিনে ফেলব এবং অন্যদেরও বলব। ঠিক এমনি করে অর্পণ কাজ করছে। এইভাবে আস্তে আস্তে চেষ্টার ফলে দূষণ কমানো যায়।

নানী বাড়ির ভূত

নাফিসা হোসেন দোয়া
শ্রেণি: ৮ম

কাহিনীটা আমার নানী বাড়িতে ঘটে, আমার বয়স যখন ৪/৫ তখন আমাদের বাসায় (নানী বাসায়) একটি আপু কাজ করতো ছোট থেকে তাকে আপু বলি, সে নাকি প্রায় দিনই তার যেই থাকার রুম সেই রুমের বারান্দা থেকে পানি পরতে দেখতো আর পানি পরার আওয়াজ পেত তো সে এই কথা আমার আম্মু এবং মামিদের জানায় তারা শুনে হাসাহাসি করে। তারপর থেকে প্রায় দিন বলতে থাকে তো এই কথাটা আমার বাবাকে জানায় আমার আম্মু, আমার বাবা সেই দিন ১ ঘণ্টা সেই রুমে বসে ছিলো যে আসলে কী হয় সেইদিন কিছু না পেয়ে আমার বাবা চলে আসে। আবার, তার বেশ কয়দিন পর আবার সেই রুমে যায় আমার বাবা এই দিন বেশি সময় বসে ছিলেন বসে থাকতে থাকতে মাঝ রাত হয়ে গেলো হঠাৎ পানি পড়ছে আমার বাবা সাথে সাথে গিয়ে আম্মুকে আনার পর আবার পানি পরে। তাড়াহুড়া করে তারা ওপরে দেখতে যায়। তখনও ওই বাসাটা পুরোপুরি তৈরি হয়নি তো ফাঁকা জায়গাটা আগে খুঁজে দেখে কিছুই নেই সেখানে, পানির চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তার পরে ছাদে যায় সেইখানেও কেনো চিহ্ন পায় না। চলে আসে নিচে। তার পরের দিন একজন হুজুর কে ডাকা হয়। তার কাছে ছিলো একটি মিটার যার মাধ্যমে ভূত জ্বিন আশেপাশে থাকলে বোঝা যেতো। সে সেই রুমে যায়। গিয়ে বারান্দায় যাওয়ার সাথে সাথে মিটার-টি ওঠানামা করতে থাকে। পরে আরো কাছে নিয়ে যাওয়ার পর ওইখানে একটি টাংক ছিলো অনেক পুরাতন আরেকটি এই দিকে যাওয়ার পর ওঠানামা করতে করতে মিটারটি নষ্ট হয়ে যায়। তার পর আরেকটি হুজুরকে ডাকা হয়। সে আসে তার পর দুইজন মিলে বাসায় তাবিজ করে তারপর অনেক দিন পার হয়ে যায়। তখন আমার বয়স ১০ আমি আমার নানী-বাড়িতে বেশি থাকতাম। তো হঠাৎ করে আমার ওই রুমে থাকতে ভালো লাগা শুরু হলো আমি ওই রুমেই থাকতে শুরু করলাম তো একদিন হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙ্গে মাঝ রাতে তারপরে কী হয়েছিলো মনে নেই কিন্তু আমায় নাকি জ্ঞান হারানো অবস্থায় বারান্দায় পাওয়া যায়। কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে আছে আমার রুমের দরজা আর বারান্দার দরজা বন্ধ ছিলো। তো তারা আসলো কীভাবে বা আমি বারান্দায় গেলাম কীভাবে? এই ভাবতে ভাবতে বেশ কয়দিন পার হয়ে যায়। আমার নানী বাসায় ২ তলায় একটা ছাদ ছিলো ওইখানে আমার মামাতো বোন খেলছিলো খেলতে খেলতে সে নাকি অনেক লম্বা চুল পায়। তারপরে কিছুটা দূরে সেই ট্যাঙ্ক কাছে অনেক লম্বা এক গুচ্ছ চুল দেখতে পায়। তখন ভয় পেয়ে ওপরে চলে আসে আমার আবার ওই রুমে ঘুমানোর ইচ্ছে হয়। চুপি চুপি ঘুমাতে যাই তারপর আবার আমি ঘুম থেকে উঠে পারি। আবার সবাই আমাই জ্ঞান হারানো অবস্থায় পায়। আমার মনে খটকা লাগে আর আজব বিষয় আমার হাতে ও গলায় কালো দাগ হয়ে যায়। তারপরে একদিন রাতে তখন ২টা/৩টা হবে। আমি ওই রুমে গিয়ে দেখি বারান্দা কে যেন বসে আছে। তার চুল লম্বা কালো ঘন। আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিলাম। পরে মনে পড়ল কে এটা এমন চুল তো ওই বাসায় কারও নেই পরে সেই জিনিসটা ধীরে ধীরে আমার কাছে আসতে লাগলো আমি ভয়ে চিৎকার দিয়ে মাটিতে পরে গেলাম। আমার চিৎকার শুনে সবাই এসে এই অবস্থা দেখে। পরের দিন আমার জ্ঞান ফিরে। জ্ঞান ফিরার পর আমি সবাইকে সবটা খুলে বলি। তারপরপরই হুজুর আসছে এসে সবটা শুনে। শুনার পর আমাকে তাবিজ দেয় আর বলে প্রতিদিন সূরা পড়বে।

পিংকী এন্টারপ্রাইজ

মিঞা মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ

প্রোপ্রাইটর

- বেডসিট
- পর্দা
- ফোম
- কার্পেট

পিংকী এন্টারপ্রাইজ

৯৩/১২, এন, এস, রোড, কুষ্টিয়া।

মোবা ঃ ০১৭১১-৩২৮৩১৪, ০১৯১৫-৩৩৪৭২০, ০১৭১১-৮৩৬১২৮

e-mail : pinkyenterprise1010@gmail.com

কবিতা

শব্দগুলো আজ
কবিতা হয়ে যাক

শিক্ষার শেকড়ের স্বাদ তেঁতো হলেও এর ফল মিষ্টি।

শিক্ষার আলো চাই

অধরা জামান শাম্মী
শ্রেণি: ১০ম

বাঁচার মতো বাঁচতে হলে
শিক্ষার আলো চাই,
কাজকর্ম ফেলে চলো
স্কুলেতে যাই।
অন্ধকারে প্রদীপ যেমন
ছড়ায় তারই আলো,
তেমনি করে চারিদিকে
শিক্ষার আলো জ্বালো।
তোমরা সবে নবীন এখন
নেইকো থামার পথ,
শিক্ষা যুদ্ধে জিততে হবে
জাগাও মনে রথ।
অশিক্ষিত কতো নারী
লাঞ্ছিত যে আজ,
শিক্ষাভাবে হারিয়েছে
তাদের সুখের রাজ।
এইতো সময় জেগে ওঠার
মূর্খ মানব দল
চারিদিকে কলমে তোলা
শিক্ষার মনোবল
নেইকো আমার পথ সে এবার
এগিয়ে চলো যাই,
বাঁচার মতো বাঁচতে হলে
শিক্ষার আলো চাই।

শীত তুমি কে?

তাউস হাসান
শ্রেণি: ৯ম

শীতকাল কারে কয়?
সে কোন মানুষ নয়
সে হৃদয় বসে রয়।
ছয় ঋতুর দেশে,
শীতকাল আসে হেসে,
আমরা আপ্যায়ন করি কেশে।
শীতে সূর্য যায় নানা বাড়ি,
দরিদ্ররা করে কাপড়ের কাড়াকাড়ি,
উষ্ণতার জন্য করতে হয় মারামারি,
আমরা যদি থাকি অভাবীদের পাশে,
সাহায্য যদি করি ভালোবেসে,
তাতে আমরাই পাব সাহায্য সর্বশেষে।
চাই সূর্য এর আলো,
উত্তাপ পেলে লাগে ভালো,
অনেকের ভয় হয়ে যাবে কালো।
শীতে পিঠা খাওয়ার মাঝে,
শীতের সৌন্দর্য ধরা দেয় নতুন সাজে,
তাই মন বসে না কোন কাজে,
শীতের করেছি অনেক ভুল,
আমি নিজেই তার মূল,
কী করব ভেবে পাচ্ছি না কূল,
শীতের সময় প্রায় শেষ,
মুহূর্তগুলো ছিল বেশ,
রেখে যাব আবেগপূর্ণ রেশ।
কোন কিছুই পরিপূর্ণ নয়,
যতই বলি তা সুন্দরময়,
স্ব-উদ্যোগে করতে হয় সব কিছু জয়।

শীত নিয়ে কিছু ছন্দ

আসমাউল হুসনা মহুয়া

শ্রেণি: ৯ম

গরম গেলো, শীত এলো
পুকুরের পানি বরফ হলো
শীত এখন নতুন রূপ
ঠাণ্ডা পানিতে দিও না ডুব, শোনো
আমার বন্ধুগণ,
সবাইকে শীতের নিমন্ত্রণ...
শীতের দুপুর লেপের তলায় কাটিয়ে
দেওয়াই যায়!-কিন্তু, যদি থাকে
স্বপ্ন তাহলে তো পড়তেই হবে ভাই...
শীতের সকাল যখন আড়মোড়া ভাঙো
কুয়াশার চাদর তখন
নেশার মতো থাকে...
কুয়াশার ধোয়াশায় চাদরে সূর্যি ঢেকে রয়
দূরের পথটা যায় না দেখা কে যে
কোথায় রয়...

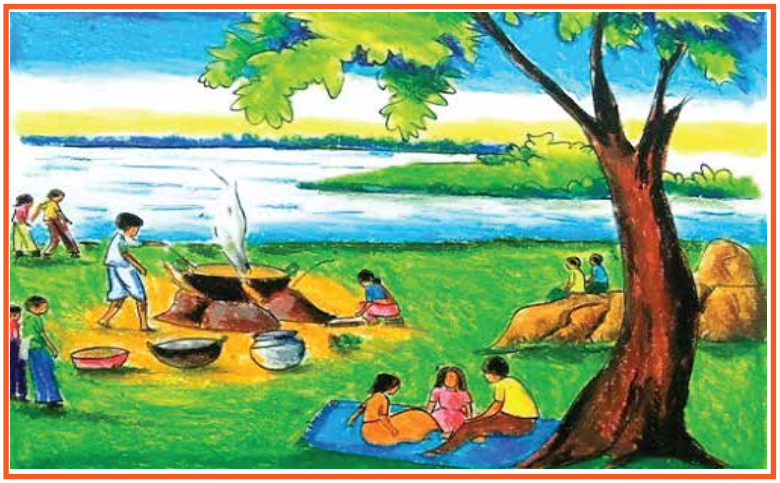

শিক্ষা অলংকারের মতো নয়, এর হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

শীতের কবিতা

আসমিতা ইসলাম মিম
শ্রেণি: ৯ম

মাঠ থেকে উঠে ওরা এখন গোলায় শুয়ে আছে,
সোনালি ফসল, কত রোদ ও বৃষ্টির স্বপ্ন
যেন মোহ লেগে আছে লাউ মাচায়।
শীত এলে মনে হয়, এবার দুপুর থেকে রাত মধুময় হয়ে যাবে
যে রকম চেয়েছেন পিতৃপিতামহ, তাদের মৃত্যুর আগে
ভেবেছেন আর দুটো বছর যদি... শীত এলে মনে হয়
এই মাত্র পার হলো সেই দুই বছর....
এবার সমস্ত কিছু শীত চলে যায়...
বছর বছর শীত চলে যায়...
সে দুটি বছর আর কখনো আসেনা।

মাছের ছড়া

তাহমিদ আল ফাহাদ অর্ণব
শ্রেণি: ১০ম

টেংরা মাছে বিয়ে হবে চিংড়ি মাছের সাথে
বিলের মাঝে জলের ভেতর আজকে হবে রাতে
বাকদাদি কলদামাদি যায় সাথে সাথে
রসের কথা কয় শুধু পথে যেতে যেতে
রওনা দেয় ওদিক থেকে কনের নানি ব্যাঙ
হঠাৎ দেখি নাচতে গিয়ে কৈ ভাঙলো ঠ্যাং
মাঝপথে বেরিয়ে দেখি ঠোঁটের কোণে হাসি
নয়না মাছ বাজায় বাঁশি টেপা দেয় কাশি
চ্যালো মাছের তবলা বাজায় পুঁটি বাজায় ঢোল
পরক্ষণে শোনা গেল বিলের মাঝে গোল
ঘাটে বসে কনে যখন গায়ে মাখে সাবান
বর্শীর টোপ গিলে নাকি বন্ধ হলো জবান
খবর পেয়ে মাছেরা সব যেইনা গেল ঘাটে
জেলে তারে জাল দিয়ে টেনে নিলো ঘাটে
মাছ দেখে জেলের বউ খুশি হলো ভারী
এইখানেতে সাঙ্গ হলো মাছগুলোর জারি।

শীতকাল

রাজীন
শ্রেণি: ৪র্থ

এবার হবে ভীষণ মজা শীত এসেছে তাই
আনন্দেতে নাচি সব খুশির গান গাই।
হলুদ রঙের সরষে ফুলে ঢাকবে গোটা মাঠ
কচিকাঁচারা করবে মজা, গুটিয়ে তাদের পাঠ।
মাঠের মাঝে পড়ে যাবে চড়ুইভাতির ধুম
হইহুল্লোড়ে মাতবে সব, উড়িয়ে তাদের ঘুম।
নলেন গুড় আর বাহারি পিঠে থাকবে পাতে ভাই
পৌষ পার্বণে সবাই মিলে খুশির গান গায়।
সন্ধ্যাবেলায় বসবে মেলা করব মজা সব
শীত মানেই একরাশ আনন্দ খুশি খুশি রব।

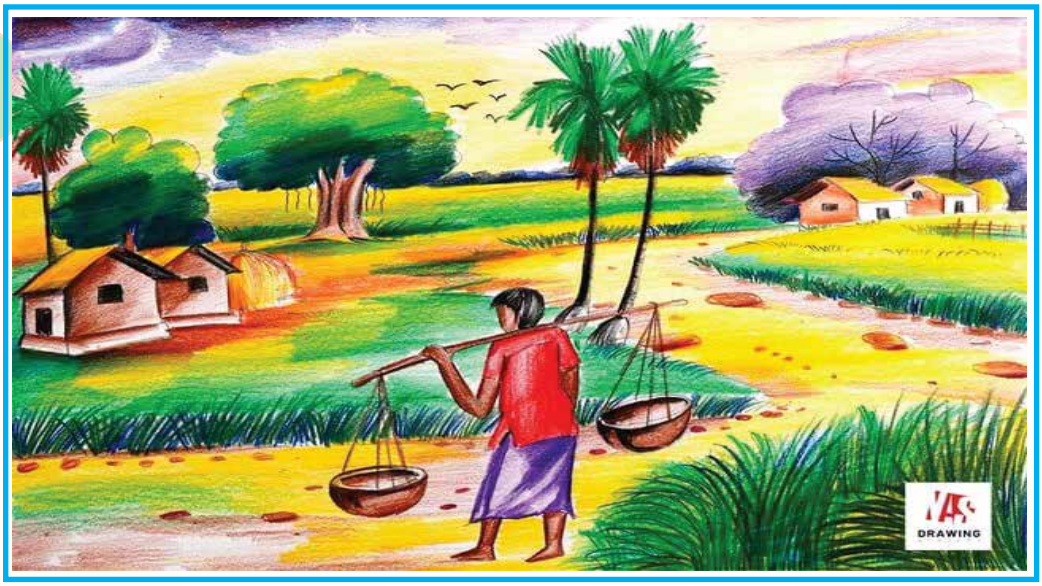

মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত মানুষের শিক্ষা সমাপ্ত হয় না।

শীতের সকাল

ওমর মুজাহিদ রিফাত

শ্রেণি: ৯ম

তুমি বসন্ত বিকেল, আমি শীতের সকাল
এসো দুজনে এক হই, পাড়ি দেবো অনন্তকাল।
এই সুন্দর শীতের সকালে এক গুচ্ছ ফুল নিয়ে হাতে,
আমি আছি দাঁড়িয়ে তোমার মন রাঙাতে।
শীতের সকালে মিষ্টি রোদের আলোতে,
তোমার সাথে হয়েছিলো দেখা কোন এক মেলাতে।
একটি শীতের সকাল তখনই পূর্ণ হয়
এক কাপ রঙিন চা যখন হাতে রয়
কত শীতের সকাল আমি করেছি পার,
সেই তুমি তো ফিরে আসলে না আর।
একটি শীতের সকাল মানে, আরেকটি সুযোগ
তোমারে সাথে নতুন করে সব কিছু শুরু করার।
তুমি আমার শীতের সকালের ফোঁটা ফুল,
আমাকে অবহেলা করে তুমি করো না ভুল।
যে তোমার জীবনের একটি শীতের সকাল হতে চায়,
সারাজীবন বুকের ভেতর আগলে রাখব তোমায়।
আরেকটি শীতের সকাল এলো আমাদের জীবনে,
মনের যত কথা হবে আজ নয়নে নয়নে।
ভোরের কুয়াশা কেটে এলো শীতের সকাল,
আমি তোমারই অপেক্ষায় ছিলাম বহুকাল।
না হয়, তুমি দিলে আমার দেখে ফাঁকি,
কিন্তু, আমি তো জানি তুমি আমার একমাত্র আঁখি।

প্রশংসা ও প্রশ্ন

অরিক

শ্রেণি: ১০ম

মন টিকে না এই ইট পাথরের শহরে
যেথায় সবুজ ঘিরে থাকে অট্টালিকার ভীড়ে।
তবুও তুমি প্রভুর সৃষ্টি ও অশেষ কৃপা,
যার সামনে কৃত্রিম, প্রাকৃতিক ফুলও নিঃস্ব।
মহান কর্তার মহান সৃষ্টি তুমি,
যা তুলনা হয় না হিরার সাথে।
বিশ্বে সৃষ্টি নানাবিধ ভাষা রয়েছে,
তবুও তোমার সামনে প্রকাশ করার সাধ্য
আমার নেই।
তবুও মুখ চাইনা থামতে, মন চাইনা বুঝতে
চোখ চাইনা মানতে, তুমি নেই কাছে।
তুমি পাশে না থাকলে পারি না জানতে
পারি না মানতে, এত শত স্মৃতির মাঝেও
শুধুমাত্র প্রশ্ন ছাড়া,
কী করে পারি এ জগতে থাকতে।

বৃষ্টি

নাফিসা হোসেন দোয়া

শ্রেণি: ৮ম

বৃষ্টি তুমি মেঘের মাঝে
যেন এক চিলতে হাসি
তুমি যেন শুভ্রতা
তুমি হাজারো হৃদয়ের
আবেগ
হাজারো মেঘের ভিরে
যেন তুমি
অপরূপা
বৃষ্টি তুমি
হাজারো শৈশবের স্মৃতি
বৃষ্টি তুমি হাজারো আনন্দের সাক্ষী।
তুমি যেন এক
আবেগ।

একুশের ঘটনা

মোছা: নূর্ ফাইজা ঐশি

শ্রেণি: ১০ম

৫২ এর একুশে
ঘটল এদেশে
ভাষার লড়াই।
পাকিস্তানি শাসকে,
ক্ষমতার দাপটে,
করল বড়াই।
বাংলা ভাষা তুলে দিতে
জারি করল উর্দু,
এটা নিয়ে ওদের সাথে
লেগে গেল যুদ্ধ।
রাখতে বুলি,
খেল গুলি,
পরোয়া করে নাই
এমন বীরের কথা কি আর
কভু শোনা যায়।
বিশ্ব এখন তাই
বীর বাঙালির জনতাকে
সম্মান জানাই।

উপরের কবিতাটি আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমার এক শিক্ষক শুনিয়েছিলেন, তিনি মুখে মুখে অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করতেন ও আমাদেরকে শোনাতেন। যার একটি আমার এখনো মনে আছে।

শিক্ষার চূড়ান্ত ফল হচ্ছে সহনশীলতা।

ভাষার জন্য লড়াই

জান্নাতুল ফেরদৌস রোজা
শ্রেণি: ১০ম

কখনো কি শুনেছ তোমরা?
ভাষার জন্য করে লড়াই!
আমরা বাঙালি গর্ব করে বলি
মায়ের ভাষার বড় বড়াই।
ভাষার তরেতে জীবন দিয়েছে,
বাংলা মায়ের দামাল ছেলে,
গর্বে মোদের বুক ভরে যায়
এমন সন্তান কয়টা মেলে।
আজও আমরা ২১ শে ফেব্রুয়ারি,
শুনতে পাই বাংলা মায়ের আহাজারি।
সালাম, বরকত, রফিক, শফিক
প্রভাত ফেরিতে গান গাই তাদেরই।
ভাষার জন্য গেয়ে গেল যারা
জীবনের জয়গান।
যুগ যুগ ধরে বেঁচে রবে তারা,
আমাদেরই মহীয়ান।

স্বাধীনতা

মো: যারিআত নূর

শ্রেণি: ৮ম

স্বাধীনতা তুমি কী? মরীচিকা!
নাকি? অমাবস্যার চাঁদ
স্বাধীনতা তুমি কী? অন্ধজনের
শিবরাত্রির কাল রাত
স্বাধীনতা তুমি কী? হিমালয়ের ঐ
উঁচু এভারেস্ট শৃঙ্গ
স্বাধীনতা তুমি কী? শিকলে বাঁধা
তৃষ্ণার্ত এক বৃহঙ্গ
স্বাধীনতা তুমি কী? হাজার বাঙালির
অপেক্ষার দিন কাটা
স্বাধীনতা তুমি কী? শিশু মনেতে
স্বাধীন দেশ আঁকা
স্বাধীনতা তুমি কী? আকাশের তারা
যা হাজার আলোকবর্ষ দূরে
স্বাধীনতা তুমি কী? ভঙ্গুর হৃদয়
ধুকে ধুকে যা গেছে মরে।

নবান্নের পিঠাপুলি

সাহারিয়া আহামেদ সাব্বির

শ্রেণি: ৯ম

হেমন্তে কৃষক কেটে ধান
আনলো বয়ে বাড়ি
মাড়াই করে গিন্নি তাহার
তুললো ঝারি ঝুরি
ঢেঁকির ঘরে ফিসন দিয়ে
ধান করিল চাল
গাছুরি মিঞা গুড় আনবে, রস দিয়েছে জ্বাল
মাসি-পিসি সব এসেছে
পিঠার হাড়ি হাতে
পিসির ছেলে দিপেন, দিপু আসছে পিসির সঙ্গে
পিঠা বানাবে, বলে মা দুইতে গেছে গায়
পিঠা বানাবে, পিঠা বানাবে
তাইরে নাইরে নাই
রাতের বেলা চিতইয়ের হাঁড়ি, দুধে টলমল করে
পাকান পুলি রাখছে মাসি
সারা সানকি ভরে
পাটিসাপটার খানচা খানি, দেখেতে লাগে খাসা
ভাপার ধামা হাতে নিয়ে দিপেন দিপু বসা
কত রকমের পিঠারে ভাই
খাইতেও লাগে বেশ
নবান্নের এই পিঠাপুলি
মোদের বাংলাদেশ।

শিক্ষা মানুষকে সব অবস্থাতেই সহনশীল হতে শেখায়।

বাংলা আমার ভালোবাসা

আস-সামী

শ্রেণি: ৮ম

আমার দেশ, তোমার দেশ
বাংলাদেশ
সবুজে ঘেরা এ চারপাশ, আমার
বাংলাদেশ
সূর্য লালে দিন হয় শুরু থেকে শেষ
তোমার আমার প্রিয় দেশ, বাংলাদেশ
ষড় ঋতুর ষড় সাজে সেজেছে এই বাংলাদেশ
তোমার আমার ভালোবাসা লাল সবুজের
পতাকা, বাংলাদেশ।

অনুকরণ নয়, অনুসরণ নয়, নিজেকে খুঁজুন,
নিজেকে জানুন, নিজের পথে চলুন।

সোহান'স

বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তির স্পেশাল প্রাইভেট প্রোগ্রাম

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক : তাঁতী মো: নাহিদুল ইসলাম (সোহান)

সফলতার ১৪ বছর

আমাদের প্রোগ্রামসমূহ

- ক ইউনিট (বিজ্ঞান)
- খ ইউনিট (মানবিক)
- গ ইউনিট (ব্যবসায় শিক্ষা)
- ঘ ইউনিট (বিভাগ পরিবর্তন)
- ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তির স্পেশাল প্রোগ্রাম
- মেডিকেল কলেজ ভর্তির স্পেশাল প্রোগ্রাম
- রি-অ্যাডমিশন স্পেশাল প্যাকেজ প্রোগ্রাম
- Advanced অ্যাডমিশন প্যাকেজ প্রোগ্রাম

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ

- সপ্তাহে ৭দিনই ক্লাস গ্রহণ।
- প্রতি কাসেই ক্লাস টেস্ট।
- প্রতিটি বিষয়ের জন্য এক্সক্লুসিভ লেকচার শিট।
- প্রতিটি লেকচার শিটের ওপর অন্তত ২টি মূল ক্লাস ও ১টি সলভ ক্লাস।
- লেকচার শিটের পাশাপাশি প্রতিটি বিষয়ের বোর্ড বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ Topics আলাভাবে দাগিয়ে পড়ানো।
- MCQ-এর পাশাপাশি Writen-এর জন্য বোর্ড লিখিত পরীক্ষার জন্য পৃথক লেকচার শিট প্রদান।
- কোন শিক্ষার্থীকে আলাদাভাবে ব্যাচ/প্রাইভেট পড়তে হয় না।
- সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিপরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ক্লাস গ্রহণ।
- ঢাবি, রাবি, জাবি, চবি ও গুচ্ছ পদ্ধতির জন্য পৃথক পৃথক ব্যাচ ও মডেল টেস্ট-এর ব্যবস্থা।
- প্রতিটি পরীক্ষার ফলাফল SMS এর মাধ্যমে অভিভাবকদের নিকট প্রেরণ।
- অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ।
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্লাসরুম।

Motivation

Md. Siamur Rahman Siam

Class : 8

At first look at yourself. Who are you? Where are you from? And what's your goal? Don't leave your goal for a hole. Always remember that a new day starts with darkness. But gradually the day will shine.

Don't be sad. Don't be depressed, because creator is always with you. Your creator has made you. So, why will your creator make you unhappy? Ask yourself, Why? Why will your creator make you unsuccessful?

Be patient. You are not alone. If you are patient, you will win. Look at a clock. What do you see-a hand of second, minute or hour? Look at the hand of second. What do you see? It's very fast. But 60 seconds make a minute. Look at the hand of minute. What do you see? It's slower than the hand of second. But it's faster than the hand of hour. It's a matter of fun that 60 minutes make an hour. But only 24 hours make a day. But the hand of hour is very slower than the hands of second and minute. Yes, this is a fact. Ok, I understand that you are very slow. But you are not useless. Have a faith in yourself. You can do it. You can get success. Yes, you will be a successful man.

সংগ্রাম (Struggle)

মোঃ অর্ক রেজা
শ্রেণি: ৮ম

জীবন সংগ্রামে জয় এবং পরাজয় দুইয়েরই সম্ভাবনা থাকে। কোনো জয় সংগ্রাম ছাড়া আসে না। জীববিজ্ঞান ক্লাসে শিক্ষক তার ছাত্রদের শেখাচ্ছিলেন শুঁয়োপোকা প্রজাপতিতে কীভাবে রূপান্তরিত হয়। তিনি ছাত্রদের বললেন পরবর্তী দু ঘণ্টার ভিতরে গুটি থেকে প্রজাপতি বেরিয়ে আসবে। কেউ যেন তাড়াহুড়া করে প্রজাপতিটিকে বের না করে। এই বলে তিনি চলে গেলেন। ছাত্ররা গুটিটির দিক তাকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল। প্রজাপতি বের হবার জন্য একসময় নড়াচড়া করল। একটি ছাত্র গুটি ভেঙ্গে তাকে বের হতে সাহায্য করল। যার ফলে সে বের হবার পর মারা গেল। কারণ প্রাকৃতিকভাবে তার জানাটিকে সংগ্রাম করতে যা সেই প্রজাপতি পারে নে তাই সে মারা গেল।

মানুষের জীবনে এ তত্ত্বটি প্রয়োগ করা যেতে পারে সংগ্রাম ছাড়া মানুষ জীবনে কিছু করতে পারেনা। তাই আমাদের সংগ্রামী হতে হবে।

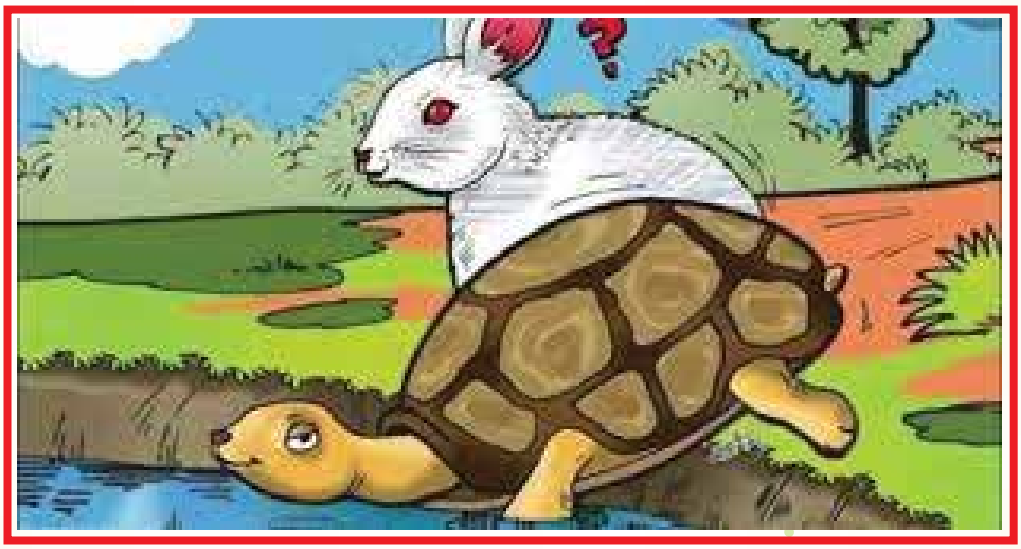

দুশ্চিন্তা দূর করা এক নম্বর উপায় হলো-ব্যস্ত থাকা

সফলতা

তাপসী তাবাস্‌সুম হুমায়রা
শ্রেণি: ১০ম

সফলতা শব্দটির মানে আমাদের কাছে খুবিই সামান্য হলেও এই সফলতা অর্জন করতে হলে আমাদের প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। আর মনে রাখতে হবে আমাদের যে 'চেষ্টাই হলো সফলতার চাবিকাঠি'। যে মানুষের মধ্যে জেদ থাকবে কোন কিছু অর্জন করার সেই পারবে। আর সবাইকে মনে রাখতে হবে যে, সবার মধ্যে কোন না কোন গুণ আছে। কেউ পড়ালেখায় ভালো, কেউ ভালো গান গাইতে পারে, কেউ ভালো কবিতা লিখতে পারে, কেউ ভালো আবৃত্তি করতে পারে। কেউ ভালো নাচতে পারে, কেউ খেলাধুলায় অনেক ভালো, কেউ আবার ভালো অভিনয় করতে পারে। তাই যে, যে দিকেই ভালো হোক না কেন, সবচেয়ে বড় কথা হলো যে ওই কাজটাই ভালো পারে, আর যাই বা পারুক না পারুক। তাই নিজেকে কখনোই তুচ্ছ ভেবো না।

তথ্য কণিকা

তথ্য মানুষের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে।

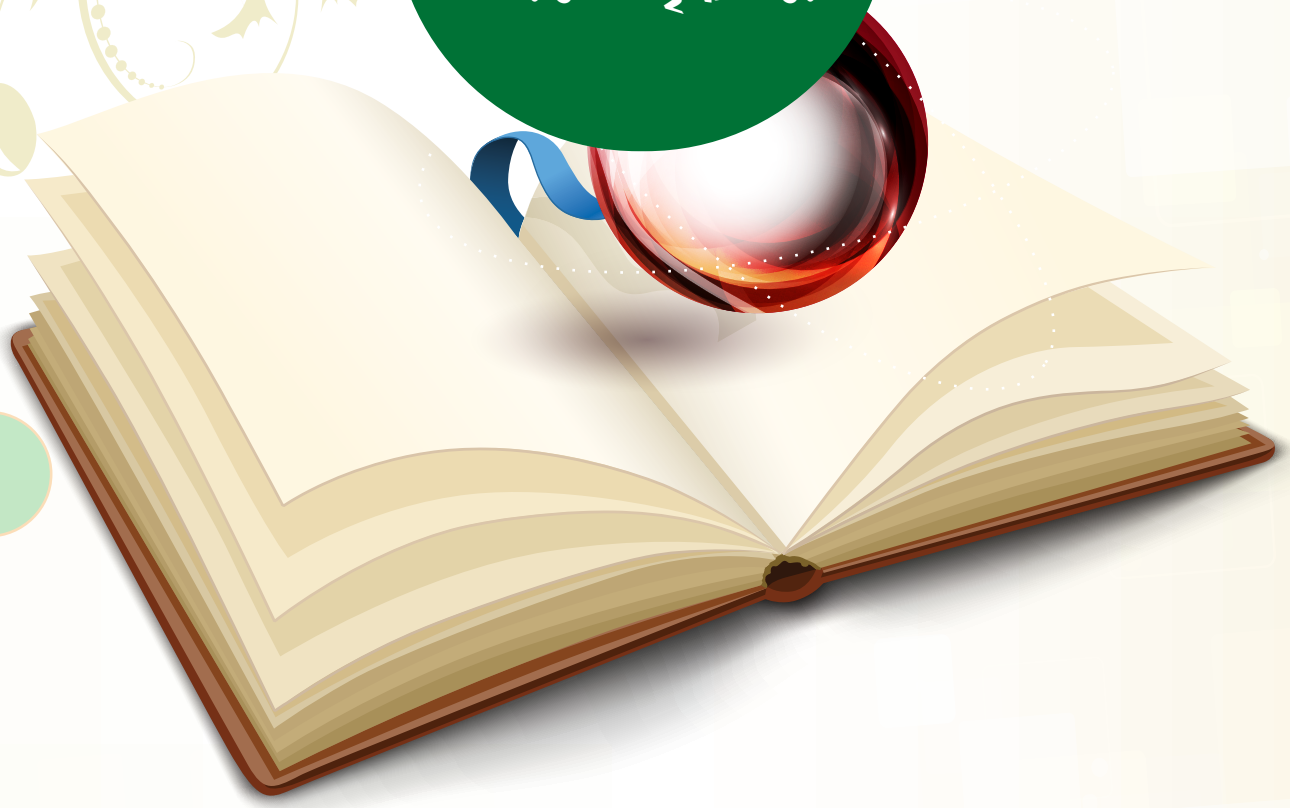

জাদুঘর

অহনা রেজা (অর্পি)
শ্রেণি: ৯ম

জাদুঘর বলতে এমন স্থাপনা বা প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়, যেখানে সভ্যতা সংস্কৃতির গুরত্বপূর্ণ ঐতিহ্য পুরাকীর্তি হিসেবে সংরক্ষিত থাকে। অতীতকালের গুরুত্বপূর্ণ পুরাকীর্তি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট তুলে ধরার মধ্য দিয়ে ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন করাই জাদুঘরের মূল লক্ষ্য। প্রাচীন মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত জাদুঘর বিশ্বের প্রথম জাদুঘর, এছাড়াও পৃথিবীতে বিখ্যাত কিছু জাদুঘর আছে, যেমন ফ্রান্সের ল্যুভর ও গিমে মিউজিয়াম, ইতালির উপিজি মিউজিয়াম, ব্রিটেনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম, রাশিয়ার হার্মিটেজ মিউজিয়াম। ঢাকা শাহবাগে, বাংলাদেশে সব থেকে বড় জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত। যার নাম, "বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর"। এছাড়াও আরোও কিছু জাদুঘর আছে। রাজশাহীর বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, চট্টগ্রামের জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর, নারায়ণগঞ্জের বাংলাদেশ লোকশিল্প জাদুঘর, ঢাকা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজরিত বাসভবন 'বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর'। সুদূর অতীত হতে নিকট অতীত পর্যন্ত সব ইতিহাস পুরাকীর্তি হিসেবে সংরক্ষিত আছে, এসব জাদুঘরে। যে জাতির ঐতিহ্য যতো সমৃদ্ধ, সে জাতির জাদুঘরও ততো সমৃদ্ধ।

শীতের পিঠা

আহম্মেদ কিরণ
শ্রেণি: ৯ম

"পৌষ পার্বণে পিঠা খেতে বসি খুশীতে বিষম খেয়ে
আরও উল্লাস বড়িয়াছে মনে মায়ের বকুনি পেয়ে।"

পিঠার দেশ বাংলাদেশ। 'পিঠে' শব্দটি সংস্কৃত 'পিষ্ঠক' থেকেই এসেছে। পিঠা হলো বাংলাদেশের একটি অন্যতম ঐতিহ্যবাহী খাবার। পৌষের হিমেল হাওয়া ছাড়া যেমন শীত কল্পনা করা যায় না, ঠিক তেমনি পিঠা ছাড়া বাঙালির ঐতিহ্য কল্পনা করা যায় না। তবে অঞ্চলভেদে যেমন ভিন্ন ভিন্ন পিঠা দেখা যায়, তেমনি একেকটি পিঠার বিভিন্ন নামও লক্ষ্য করা যায়।

শীতকালকেই পিঠার মৌসুম বলা হয়। পিঠা খাওয়ার জন্য পৌষ-মাঘ বেছে নেওয়ার কারণ হলো ঋতুর হিসেবে এমন শীতকাল চলে। পিঠা তৈরির নানা রকমের গুড় এ সময় বাজারে আসে। গুড়ের মিষ্টি গন্ধে চারিদিক ভরে যায়। এইসব গুড়ের তৈরি পিঠা খেতে দারুণ মজা।

তবে গ্রামগুলোর মতই শহরাঞ্চলে আজকাল পিঠার জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। শহুরে জীবনের কর্মব্যস্ততা সাথে একটুখানি নিজের দেশের ঐতিহ্যের কাছাকাছির বা ফ্যামিলির সদস্যদের সাথে কিছু সময় একসাথে কাটানোই এর মূল কারণ। এসব কারণে শহরেও বর্তমানে পিঠা উৎসব এর আয়োজন করা হয়। শীতের পিঠার মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় ভাপা, চিতই ও রসের পিঠা। শীতে সব জায়গায় ভাপা ও চিতই পিঠা দেখা যায়। খেজুরের রসের সঙ্গে দুধ আর নারকেল দিয়ে, রসের পিঠার যে স্বাদ তা বর্ণনা কোনোভাবেই প্রকাশ করা যায় না।

আমারও পিঠা খেতে খুবই ভালো লাগে।

শীতকাল

মোছা: তাসমিয়া রহমান অধরা
শ্রেণি: ৯ম

রূপসী বাংলা আমাদের এই সবুজ শ্যামল বাংলার প্রকৃতি জুড়ে ছয় ঋতুর অপরূপ খেলা। প্রত্যেকটি ঋতুর রয়েছে আলাদা বৈশিষ্ট্য এবং সৌন্দর্য। বাংলাদেশের ছয় ঋতু এর মধ্যে অন্যতম ঋতু শীতকাল। পৌষ এবং মাঘ [মধ্য ডিসেম্বর থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি] এই দুই মাস মিলে ষড় ঋতুর পঞ্চম ঋতু শীতকাল। এ সময় সূর্য দক্ষিণে হেলে পড়ে। শীতকালে পৌষ পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়। শীতকাল আমাদের মতো সচ্ছল মানুষের জন্য কিছুটা সুখের হলেও অসহায় মানুষদের জন্য অনেকটা কষ্টের।

শীতকালে আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকে। রঙ্গে গাঁদা গোলাপ, সূর্যমুখী, ডালিয়া, প্রভৃতি আরও অনেক ধরনের ফুল ফোটে এই ঋতুতে। শীতকালে নানা জাতের পাখি ছুটে আসে আমাদের এই বাংলাদেশের বিল-ঝিল নদ-নদী ও হাওরে। অতিথি পাখিদের মধ্যে দল বেধে আসে বিভিন্ন জাতের হাঁস, মরাল, নীল ডানা হাঁস ছাড়াও থাকে নানা জাতের পাখি। শীত শেষে এরা ফিরে যায় নিজের আপন দেশে।

শীতকালে সূর্যের আলো মাঝে মাঝে দেখা যায়, কুয়াশার চাদরে সম্পূর্ণ দেশ ঢাকা থাকে। কোথাও কোথাও সূর্যিমামা উঁকি দেওয়ার চেষ্টা করলেও পারে না, শীত শেষ হতে না হতেই বসন্তের আগমনী বার্তা ধ্বনিত হয়। আসে বসন্ত।

একুশে ফেব্রুয়ারি

জারিন জাহান

শ্রেণি: ৯ম

'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি।'

২১ শে ফেব্রুয়ারিকে অমর শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে জাতি শ্রদ্ধা করে ও স্মরণ করে। দিনটি ভাষাপ্রেমের এক অনন্য দৃষ্টান্তের দিন। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এসে ঘোষণা দেয়: উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। ফলে এদেশের ছাত্র-সমাজ ক্ষুব্ধ হয় এবং তারা এর প্রতিবাদ জানায়। পরে যখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন ও একই কথা বলে তখন একথার পরিপেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের সকল মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ঢাকা শহরের সর্বত্র মিছিল বের হয়। ঢাকার ছাত্ররা মিছিলের নেতৃত্ব দিতে থাকে মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে তাঁরা দীপ্ত শপথ গ্রহণ করে। ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ মিছিল এড়াবার জন্য পাকিস্তান সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। ছাত্র-জনতা এই ধারা অমান্য করে রাস্তায় নেমে পড়ে। পুলিশ তখন মিছিলে গুলি ছুঁড়তে থাকে। গুলির আঘাতে শহিদ হয়েছিল অনেকে।

১৯৯৯ সালে ইউনিস্কো ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয়। ২১ শে ফেব্রুয়ারি পৃথিবীর সব মানুষই স্মরণ করে বাংলাদেশের ভাষা শহিদদের, দিবসটি আত্ম-পরিচয়ে উদ্দীপ্ত হতে আমাদের সহায়তা করে। দিনটি সরকারি ছুটির দিন। এ দিনে আমরা বুকে কালো ব্যাজ ধারণ করে খালি পায়ে হেঁটে শহিদ মিনারে যায় এবং গভীর শ্রদ্ধায় পুষ্পস্তবক অর্পণ করি। আমরা সারাজীবন এই ত্যাগ মনে রাখব।

কৌতুক

একটু হাসো

যিনি নিজের মন নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছেন
তিনিই সফলতা লাভ করেছেন

"কৌতুক"

মোঃ তাসনিম আহসান লাম
শ্রেণি: ১০ম

একদিন সন্ধ্যাবেলায় ছেলে না পড়ে খেলা করছিল। এমন সময় বাবা তাকে ধমক দিল যেন সে পড়তে বসে। কিন্তু ছেলে না পড়ে দুষ্টুমি করতে থাকে। এর একটু পরে ছেলে মনভরা কষ্ট নিয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করে...

ছেলে : বাবা! ও বাবা! Father মানে কী?

বাবা : গাধার বাচ্চা!

ছেলে : বাবা! ও বাবা! সোফা মানে কী?

বাবা : Stupid.

ছেলে : বাবা! ও বাবা! মেহমান মানে কী?

বাবা : বেয়াদব।

পরের দিন সকাল বেলা বাড়িতে কলিং বেল বাজলে ছেলে দরজা খুলে দেখে মেহমান এসেছে এবং বাবা কোথায় জানতে চাইলে ছেলে বলে-

আসেন 'বেয়াদব' আসেন Stupid এর উপর বসেন, গাধার বাচ্চাটা বাথরুমে (Bath Room) এ গেছে।

স্মৃতির পাতা থেকে

সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি

Educare (A Smart Campus)

Mahfuz Ahmed
2019 Batch
Present, Dept. of Apparel Engineering
Bangladesh University of Textiles (BUTEX)

Earlier, I was a student of Educare Ideal School and College. Then it was at Kazi Nazrul Islam Avenue, Courtpara. Although the campus was not much long like now but it was very nicely decorated and maintained. The discipline of the school was amazing. This was not just like other schools as I had never found any classes that were called off. Each and every teachers were very much sincere and dutiful. Even, we all had to stay in pressure with the class test, lab and so on.
The issue called smart campus, we mainly denote that the campus must have the biological identifier, multimedia projector, CCTV surveillance, air-conditioned, LED TV with large screen, well decorated and furnished classroom and so on. Educare has all of the above. But the term, 'smart campus' not only indicates the availability of modern technologies, it also indicates the dedication and sincerity of both the management, teachers staffs and students. Our teachers' aim is to support, guide, encourage and teach us to the best of their ability. Moreover, they are not only tough with the students about study but also all about morality. As we know, the main purpose of education is not only to gain knowledge but also to serve humanity well.
Actually, at the school, I experienced an immense discipline that still helps me for leading my life properly. There, I learnt to keep myself clean and time management.

Again, different types of activities and cultural programmes were organized by the management throughout the year, I basically think it also improves one's personality and behaviors. From my point of view, the most important thing that the school organized was nothing but the foreign tour every year for the brilliant performance, politeness and sincerity of a student. I felt myself proud for being a part of it for two times at class 9 and 10. It helps a student to know more about another countries tradition and culture. This was really unique. Since, I had never heard other institutes to organize such thing.

When I was in Educare, I could never realize its values, but as soon as I started my college day, I started to realize the importance of my school. Educare helps me to be industrious and maintain a disciplined life. It was very unfortunate that, I do not get any classes at the own campus of Educare where I made a visit recently. Eventually, I believe that, Educare will maintain its glorious legacy in future.

অভিমানী প্রিয়

মারুফ ইসলাম

এসএসসি ২০২১ ব্যাচ

সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ পল্লবী, ঢাকা

আমার স্বপ্নবীজ দিনগুলি
বিস্মৃতির অতলে হেলায়
হারিয়ে যাবে চিরতরে!
সে কথা ভাবলে কেমন করে?
প্রতিকূল পরিবেশে
সেই স্বপ্নের উন্মেষ হবে,
জেগে উঠবে কঠিন শিলা ভেদ করে;
তুমি দেখো বসে চুপটি করে!
বীজতলায় আলো-বাতাসের
আলতো পরশে পত্র-পল্লবে
বিকশিত হবে স্বপ্নগুলি!
মনের বাগান কানায় কানায়
পরিপূর্ণ হবে আগামীতে।
অনন্ত ভালোবাসা আর সুগন্ধি
মৌ মৌ করবে চারিধার!
তুমি কীভাবে করবে অস্বীকার?
হৃদয়ে আচর কেটে দিয়ে দূরে ঠেলে
তুমি পাবে কিগো নিস্তার?
হেরে গিয়ে আমি জয়ী হবো
বারং বার!
হে অভিমানী, প্রিয় আমার!

মেদিনীর তামাশা

প্রত্যয় ইসলাম মর্ম

এসএসসি-২০২১

কুষ্টিয়া সরকারী মহিলা কলেজ

নিজেকে সত্যের দিশারী বলো!
আবার শ্রমিকের গলায় পাড়া মারো!
ধিক্কার মানব, ধিক্কার তোমায়।
কী চেয়েছিল তারা?
শ্রমের বদলে ন্যায্য পারিশ্রমিক!
ওই কুকুরগুলো কী দিল?
হাজারো লাঠির বারি, আর কিছু অশ্রাব্য গালি!
বেচারা শ্রমিক চেয়েছিল আট ঘণ্টা কাজ
আট ঘণ্টা বিরাম, আর আটটি ঘণ্টা মনোরঞ্জন।
আর মালিকের কী দিলো!
এই যে কোটিপতির দল
তোরা করলিটা কী?
ওরা চেয়েছিল আট ঘণ্টা কাজের অনুমতি,
আর তোরা তার বদলে
কেড়ে নিলি দশ-বারোটা,
নিরপরাধ প্রাণ।
আন্দোলনকে দমাতে,
বিশ্ব দিল অনুমতি,
শ্রমিক ভাবলো পেলো শান্তি,
উপরি পেলো একখানা সরকারি
ছুটি
মনে মনে ভেবেছিল,এবার বোধহয়
আসবে উন্নতি।
মালিকেরা বড় ভেবে দিল নাম,
"মহান মে দিবস"
এত রঙ, আবার বাহারি আয়োজন।
তারপরে!
শ্রমিক দিবসে ভাষণ হলো,
হলো বড় বড় সভা।
কিন্তু শ্রমিক আজো,
রয়ে গেল কোণঠাসা।
সরকারি ছুটি আর মে দিনের
বিরিয়ানি
খাচ্ছে মালিক,
আর নিরীহ শ্রমিক গায়ের ঘাম
মাটিতে ফেলে,
খালি পেটে গড়ে চলেছে মালিকের
ইয়া বড় বাড়ি।

উপহার

মেহরান আফনান জামান
এসএসসি ২০২১
ঢাকা সিটি কলেজ

আমার নাম গাছ
রয়েছে তোমাদের নিয়ে
সকাল-বিকাল কাজ।
তোমাদের জন্য দেই আমি
কত রকমের উপহার,
আর সেই জিনিসের তোমরা কর ব্যবহার,
ভুল জানি না কার,
কাটো আমায় বারবার,
হয়ে যাচ্ছি তাই আমি ছারখার।
প্রয়োজন হবে যখন
মনে পড়বে তখন,
করবে হাই হাই,
বলবে তখন এই জায়গা হতে
কোথায় আমরা যাই।

স্কুল জীবনে ফিরে দেখা

মৃধা সোয়েব মাহমুদ

এসএসসি-২০১৯

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (মার্কেটিং বিভাগ)

স্কুল শব্দটাই আমার কাছে একটা আতঙ্ক ছিল। স্কুলে যাওয়া আগে আমার কখনোই ভালো লাগতো না। তার পেছনে কিছু কারণ রয়েছে। বাবার ট্রান্সফারেবল জব হওয়ায় ক্লাস টু এর মধ্যেই আমার চার বার স্কুল পরিবর্তন হয়। যার দরুন কখনোই কোনো স্কুল আমার কাছে আপন হয়নি, কোনো খুব কাছের বন্ধুত্ব ছিল না যার জন্য স্কুল যাওয়ার তেমন কোনো আগ্রহ কাজ করতো না।

তারপর ক্লাস টু থেকে থ্রিতে ভর্তি হলাম কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজে। কিন্তু তবু ঐ যে প্রথম যে একটা ধারণা হয় স্কুল মানেই আতঙ্ক, ঐ ভীতিটা থেকেই যায়। ক্লাস মানেই ছিল প্যারা কারণ টিচারদের সাথে সেভাবে সক্ষতা গড়ে উঠেনি, আর সেভাবে কখনো কেউ পড়া লেখার প্রতি উৎসাহিত করেনি, তাই স্কুলে গেলেই স্কুল পালানোর যতো ফন্দি আটতাম। যার দরুন খুবই কম স্কুলে ফুল ক্লাস করেছি। তাই পড়া লেখাও সেভাবে হয়নি। মাথায় তখন একটা জিনিসই কাজ করতো স্কুল বাঙ্ক দিবো, আর ক্রিকেট খেলবো। স্বপ্ন তখন একটাই ক্রিকেটার হবো। সারা দিন খেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় রোল সব সময় থাকতো শেষের দিকে।

তখন বাসার সবাই ভাবলো এভাবে তো আর হয় না। সামনে এস.এস.সি। এবার তো পড়াশোনা নিয়ে সিরিয়াস হতে হবে। তারপর আবার সেই স্কুল পরিবর্তন। এডুকেয়ার স্কুলে আমাদের ফ্যামিলির প্রায় সব বাচ্চাই কম বেশি পড়েছে। নিয়তি আমাকে ও সেখানে নিয়ে আসলো। আমি তো ভর্তি হবোই না এডুকেয়ারে, কারণ নিয়ম শৃঙ্খলার বেড়াজালে আমি নিজেকে বাধতে চাইনি। তারপর সবার চাপে ভর্তি হতেই হলো, বলে রাখা ভালো আমার ভাই ও তখন এডুকেয়ারে সেইম ক্লাসে পড়ে আমার সাথে। নতুন স্কুল পরিবেশে মানিয়ে নিতে না পেরে, আবার সেই স্কুল গ্যাপ দেওয়া। ক্লাস করতাম হাতেগোনা কয়েকদিন। তাই ক্লাসে সবার কাছে আমার নাম হয়ে গেল পূর্ণিমার চাঁদ। এভাবেই শেষ হলো ক্লাস নাইন। কোন রকম পাশ করে ক্লাস টেনে ওঠি। এর মধ্যে আমাদের ফাঁকিবাজির মাত্রা আরো বেড়ে যায়। যেমনটা বলেছিলাম, আমি আর আমার ভাই সেইম ক্লাসে ছিলাম। দুই ভাই মিলে প্রায় এক মাস স্কুলে যাই না। বাসা থেকে স্কুলের জন্য রেডি হয়ে বের হতাম। কিন্তু স্কুলে না যেয়ে পুরো কুষ্টিয়া শহর ঘুরে বেড়াতাম সাইকেলে করে। আর স্কুলের শেষের সময় বাড়ি ফিরে আসতাম। এর মাঝে একদিন সকালে মানিক স্যার আর সুজন স্যার বাসায় আসলেন। আমরা দুই ভাইতো দেখেই ভয়ে বাসা থেকে দৌড় দিয়ে চলে গেলাম লালনের মাঠে। এবার স্যাররা তো আম্মুকে সব বলে দেয় আমাদের কথা যে আমরা স্কুলে যায় না। আম্মু তো অবাক ওরা রোজ বের হয় স্কুলের জন্য কিন্তু স্কুলে যায় না। তারপর আম্মু আমাদের দুজনকে মাঠ থেকে ধরে নিয়ে এসে স্কুলে পাঠায় স্যারদের সাথে। এরপর স্কুলে রেগুলার যাওয়া শুরু।

তারপর হঠাৎ একদিন ফিন্যান্স ক্লাসে জাহাঙ্গীর স্যার একটা পড়া ধরে যা অন্যরা পারে না কিন্তু আমি পেরেছিলাম। তারপর স্যার আমার অনেক প্রশংসা করে এবং উৎসাহ দেয় যা আমার কাছে একটা নতুন অভিজ্ঞতা ছিল। পড়াশোনার প্রতি একটা ভালো লাগা তৈরি হয়। এরপর থেকে নিয়মিত স্কুলে যাওয়া ও নিয়মিত পড়াশোনা করা শুরু করলাম। নিয়মিত স্কুলে যাওয়ার কারণে পেলাম বেস্ট এটেনডেন্স এওয়ার্ড।

এস.এস.সি পরীক্ষার পরে কর্মাস কলেজে ভর্তি হলাম। দেখতে দেখতে এইচ.এস.সি এক্সামও দিলাম। তারপর শুরু হলো ভর্তি যুদ্ধ। এডুকেয়ার থেকে নিয়মিত পড়ার যে অভ্যাসটা তৈরি হয়েছিলো সেই অভ্যাসটা এখানে বেশ কাজে লেগেছিল। আলহামদুলিল্লাহ্ ভর্তি পরীক্ষায়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি ইউনিটে - ৮৩৭ তম

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বি ইউনিটে - ৮৮ তম

চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সি ইউনিটে - ২১৪ তম

এবং গুচ্ছ (সমন্বিত ২৩টি বিশ্ববিদ্যালয়) তে স্কোর-৬৯ আসে। তারপর সবকিছু বিবেচনা করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে বেছে নেই। এখন আমি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগে পড়ালেখা করছি। সর্বোপরি, মহান আল্লাহকে ধন্যবাদ। আমার এই সাফল্যের পেছনে, আমাকে পড়াশোনায় নিয়মিত করার পেছনে আমার স্কুলের শিক্ষকদের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আমার স্কুলের সাফল্য ও উন্নতির জন্য দোয়া করি।

"আমার বিদ্যালয়-আমার পরিবার"

মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম (অন্তর)

এসএসসি ২০১৭

খুলনা মেডিকেল কলেজ (৪র্থ বর্ষ)

"এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ" নামটি শুনলেই আমার সেই স্কুল জীবনের কথা মনে পড়ে যায়। শিক্ষা জীবনের একটি মূল্যবান সময় আমি ছিলাম এই এডুকেয়ার পরিবারের সন্নিধ্যে। সালটি ছিল ২০১৫। আমি প্রথম যেদিন স্কুলের ক্লাসে বসে ছিলাম, সবার দিকে তাকাতেই দেখি সবাই কতটা পরিচিত। কিন্তু আমি ছিলাম নতুন। কিন্তু মাত্র কয়েকটা দিনেই সেই প্রতিষ্ঠানই আমার কাছে যেন দ্বিতীয় পরিবার হয়ে গেলো।

আজ এডুকেয়ার পরিবার থেকে যখন আমি দূরে, মনে পড়ে যায় সেই স্যার-মিসদের আদর মিশ্রিত শাসনগুলো, মনে পড়ে যায় চেয়ারম্যান স্যার ও মানিক স্যারের সান্নিধ্যের দিনগুলো। বিদ্যালয় নিয়ে লিখতে গেলে বলে শেষ করা সম্ভব না। আমার কাছে সবচেয়ে মজার বিষয় ছিল; স্কুলের অধ্যয়নরত সময়ে আমার কখনো মনে হয়নি আমি বাসা থেকে অনেক দূরে। আবাসিকে থাকাকালীন সময়ে সাপ্তাহিক বিনোদনমূলক প্রোগ্রাম, দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করতাম, এখন সেইসব দিনগুলো অনেক বেশি মিস করি। আমি আমার স্কুলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাবো না। আমার পিতৃতুল্য শিক্ষক চেয়ারম্যান স্যার একবার আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে আমি ৩০ বছর বয়সে কোন অবস্থানে থাকতে চাই। আমার স্বপ্নের কথাটি আমি 'অ্যাসাইনমেন্ট' হিসেবে স্যারের কাছে জমা দেই। আলহামদু-লিল্লাহ্, আজ আমি সেই স্বপ্ন পূরণ করতে চলেছি। এডুকেয়ার পরিবার সাথে ছিল বলে আজ আমার স্বপ্ন সত্যি হতে যাচ্ছে। আমার এস.এস.সি ব্যাচ ছিল ২০১৭।

আমি চাই আমার এডুকেয়ার স্কুল একদিন শুধু কুষ্টিয়া না সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে সেরাদের সেরা হয়ে উঠুক। স্কুলের জন্য অনেক শুভকামনা ও ভালোবাসা থাকলো।

এডুকেয়ার আমার প্রাণের বিদ্যালয়

জান্নাত নূরিয়া

শ্রেণি: এসএসসি ২০২১

কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ

এইতো সেদিন ২০১৭ সালের কোন একদিন আব্বু এসে বললেন তোমাকে একটি নতুন স্কুলে ভর্তি করে দেব। আব্বু বললেন, স্কুলটি আমার কাছে নানা কারণে ভালো লেগেছে। যেমন, আমার কাছে মনে হয়েছে স্কুলটি অত্যন্ত শিক্ষার্থীবান্ধব। এ কারণে স্কুলটি আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। বিশেষতঃ স্কুলটির পরিবেশ দেখে আমার কাছে মনে হয়েছে, স্কুলটি একদিকে যেমন ছেলে শিক্ষার্থীদের জন্য ছেলে শিক্ষার্থীবান্ধব আবার অপরপক্ষে মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য চমৎকার মেয়ে শিক্ষার্থীবান্ধব। এ যেন এক বৃন্তে দুটি ফুল।

আব্বুর ইচ্ছে আর আমার ইচ্ছের মধ্যে কোন বৈপরিত্ব নেই, ছিলও না কখনো; কেননা এসব ব্যাপারে আব্বু খুব ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আলহামদুলিল্লাহ, ভর্তি হয়ে গেলাম। স্কুলে যেয়ে দেখলাম, স্কুলটির নাম 'এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ' নামটাও ভালো লাগলো। সেদিন থেকে আমার বিদ্যালয়, আমার শিক্ষালয়, আমার ভালোবাসার জায়গা, আমার ভালো লাগার জায়গা হয়ে উঠল 'এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, কুষ্টিয়া।'

বিদ্যালয় হিসেবে 'এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ' আমার কাছে আমার জীবনের এক পরম পাওয়া। কেননা এ স্কুল একই সঙ্গে আমি পেয়েছি সিলেবাসকেন্দ্রিক শিক্ষা, সাংস্কৃতিক শিক্ষা, বাস্তবমুখী শিক্ষা, সর্বোপরি একজন সচেতন নাগরিক ও আদর্শ মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার শিক্ষা। এডুকেয়ারে আমি পেয়েছি এক ঝাঁক উচ্চ শিক্ষিত, উন্নত রুচিশীল, কর্মঠ, আদর্শবান ও নিবেদিত প্রাণ শিক্ষকমণ্ডলী। যারা আমাদেরকে সার্বিক বিবেচনায় সুযোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কোনরূপ কার্পণ্য করেন নি। সত্যিই তারা সত্যিই নিবেদিত। এতে সন্দেহ নেই এক রত্তিও; কেননা বর্তমান সময়ে যেখানে স্কুলে পাঠগ্রহণের পাশপাশি বাসায় প্রাইভেট টিউটর এবং এ কোচিং সে কোচিংয়ে ছুটাছুটি বাধ্যতামূলক; কিন্তু এডুকেয়ার এক্ষেত্রে এক কথায় ব্যতিক্রম। এডুকেয়ারের এ ব্যতিক্রমী হয়ে ওঠার পেছনে রয়েছে পরিচালনা পর্ষদের নিঃস্বার্থ মনোভাব আর শিক্ষকমণ্ডলীর পরম মনোযোগী পাঠদান।

হাঁ! এডুকেয়ারে রয়েছে অত্যন্ত নিঃস্বার্থ একটি পরিচালনা পর্ষদ। যারা শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে সব বিলিয়ে দিতে একটুও কুণ্ঠা করেন বলে আমার কখনো মনে হয়নি।

এডুকেয়ারের হাত ধরেই ফরেন ট্যুরের শিক্ষাবৃত্তির অংশ হিসেবে আমার প্রথম বিদেশ যাত্রা। বিদেশ যাত্রাটা আমার জন্য আরো সোনায় সোহাগা হয়ে উঠল, যখন জানতে পারলাম চেয়ারম্যান জনাব মোজাম্মেল হক রাসেল স্যার আমার আব্বু-আম্মু ও বড় বোন জান্নাত রুহিয়াকেও আমাদের সঙ্গে বিদেশ ভ্রমণের সঙ্গী হিসেবে অনুমোদন করেছেন। প্রথমবার কোলকাতা, মুর্শিদাবাদ, দার্জিলিং এবং আবার কোলকাতা ও দীঘা সমুদ্র-সৈকত ভ্রমণ।

দ্বিতীয়বার একই ক্যাটাগরি অর্থাৎ ফরেন ট্যুরের শিক্ষাবৃত্তি প্রাপ্তি। এবার এ ক্যাটাগরিতে আরো যোগ হলো ছোট বোন জান্নাত ওয়ারদিয়া। এবারও ফরেন ট্যুরের সঙ্গী হিসেবে পেয়ে গেলাম আব্বু-আম্মু ও ছোট বোন জান্নাত মাহদিয়াকে। ফলে ট্যুর হয়ে উঠল অন্য রকম আনন্দঘন। যা বর্ণনাতীত। এ এক অন্য রকম বিদেশ ভ্রমণ। এবারের যাত্রা বুড়িমাড়ি, জয়গাঁও, ভূটানের রাজধানী থিম্পুসহ আরো সব নয়নাভিরাম স্থান, সিকিম, গ্যাংটক ও দার্জিলিংসহ ছোট-বড় আরো অনেক স্থান।

তৃতীয়বারেও এ ক্যাটাগরিতে আমি ও আমার বোন জান্নাত ওয়ারদিয়া সিলেক্ট হয়ে আছি; কিন্তু বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারী আমাদের স্বপ্নের সে বিদেশ ভ্রমণ আটকে দিয়েছে, যার কষ্ট এখনো মনে বয়ে বেড়াচ্ছি। এ প্রোগ্রাম আবারো চালু হলে আমরা আমাদের এ প্রাপ্য চেয়ারম্যান মহোদয়ের সুবিবেচনার জন্য রাখতে চাই। কারণ আমরা এডুকেয়ারের প্রাক্তনী হলেও আমরা সব সময় এডুকেয়ারের বর্তমান, আর চলমান এ বর্তমানী এডুকেয়ারের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হবার নয় কখনো; কেননা এডুকেয়ার আমাদেরকে যে সুতোয় বেঁধেছে তা বড়ই শক্ত; তা যে কোনভাবেই ছেঁড়ার নয়। এডুকেয়ারের সার্বিক সাফল্য কামনা করি সদা-সর্বদা। আল্লাহ তাআলা আমাদের এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে কবুল করুন।

বর্তমানে আমি এই বিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন শিক্ষার্থী। তবে এই বিদ্যালয়ে পড়াকালীন যে সুমধুর অধ্যায় আমি পাড় করেছি, তা কখনো ভুলবার নয়। ২০১৭ সালে ৭ম শ্রেণীতে ভর্তির মাধ্যমে এডুকেয়ার স্কুলের সঙ্গে আমার সম্পৃক্তি ঘটে। তারপর থেকে এ বিদ্যালয় আমার জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায়। আমার বিদ্যালয়ের শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকদের পরম স্নেহ ও সাহচর্যে আমার শিক্ষা জীবনের পরম অগ্রগতি ঘটে, যার ফলশ্রুতিতে ৮ম শ্রেণিতে জেএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ সহ মেধাবৃত্তি লাভ করি এবং ২০২১ সালে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ সহ প্রতিটি বিষয়ে ভালো নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হই । আমার ভাল ফলাফলের পেছনে রয়েছে আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকদের কঠোর পরিশ্রম ও পরম স্নেহ। এ বিষয়টিকে আমি আবারো শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। আমি আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতি চির কৃতজ্ঞ।

এ বিদ্যালয়ে আমি পেয়েছি কিছু নিঃস্বার্থ বন্ধু। যারা আমাকে ভালোবেসেছে এবং আমার পড়াশোনায় নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করেছে। এ সকল বন্ধুদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ থেকেই আমি পেয়েছি নিজেকে একজন আদর্শবান মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার শিক্ষা। একটি বিদ্যালয়ের আদর্শ বিদ্যালয়ে ওঠার জন্য যেসকল গুণ থাকা প্রয়োজন, সেসকল গুণেই গুণান্বিত আমার এ প্রাণের বিদ্যালয়। এডুকেয়ার আমাদেরকে শিখিয়েছে সততা, শৃঙ্খলা ও ঐক্য। আমরা এডুকেয়ারের সকল শিক্ষার্থী এডুকেয়ারের নিম্নোক্ত স্লোগানটিকে সদা মনে ধারণ করি-

"এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের
ছাত্র-ছাত্রীর দল
সততা, শৃঙ্খলা, ঐকতা আমাদের বল।"

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের এ মূলমন্ত্রই শিক্ষার্থীদের সফলতার অন্যতম চাবিকাঠি। এই বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করতে পেরে আমি গর্বিত। আমরা আমাদের বিদ্যালয়ের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতি কামনা করি। আবারো বলি এডুকেয়ার তুমি আমার প্রাণের বিদ্যালয়। তুমি আমায় দিয়েছ অনেক, অনেক! আমরা তোমাকে ভুলব না, তুমিও আমাদেরকে ভুলোনা।

একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য স্মৃতি

অ্যারিজন রহমান লাবিব

এসএসসি-২০২১

এটি নিছক গল্প নয়। গল্প হলেও সত্যি!!
অনেকের কাছে তার স্কুল জীবনের স্মৃতি বা অনুভূতিটা কেমন জানি না। তবে আমার কাছে একটু হলেও ভিন্ন।
এডুকেয়ার, আমার পরিবারের পর আরেকটি পরিবার।
এটি আমার এক আবেগের নাম। এক বুক ভালোবাসার নাম। এই নামের সাথেই জড়িয়ে আছে শৈশবের শত স্মৃতি। স্কুলে কাটানো সেই সোনালি দিনগুলো আমার কাছে কখনোই অতীত বলে মনে হয় না। বরং সে দিনগুলো আমাকে সর্বত্র তাড়া করে বেড়ায়। দিনশেষে সে দিনগুলে কে খুঁজে ফেরা আর মনে মনেই স্মৃতির পাতাগুলো উল্টে ছেলেবেলার সে বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা, ক্লাসে একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বসা, টিফিন ভাগাভাগি, কখনো খুনসুটি আবার কখনো ভালোবাসা সব মিলিয়ে অদ্ভুত সুন্দর শ্বাসরুদ্ধার এক আবেশের সৃষ্টি হয়।

এডুকেয়ার, এই নামটির সাথে আমার সম্পর্কটা প্রায় ৫ বছরের। অনেকের মতো শিক্ষা জীবনের শুরু থেকে এখানে পড়ার সুযোগ বা সৌভাগ্য হয়ে ওঠেনি। প্লে- ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ৫/৬টি স্কুলে লেখাপড়া করেছি। সেখানেও ভিন্ন ভিন্ন নানা মধুর স্মৃতি আছে। তবে আমি স্কুল বলতে যেটি বুঝি সেটি হলো এডুকেয়ার। ৭ম শ্রেণিতে যখন এখানে এসেছি আর কখনো মনে হয়নি যে এই প্রাঙ্গণ ছেড়ে যাব বা যেতে হবে। তাইতো সোনিয়া মিসের "লাবিবের কাছে আমরা তো লাকি সেভেন" কথাটা আজও মনে পড়ে। বাবার সাথে প্রথম যেদিন এই প্রাঙ্গণে আমি আসি তখনই প্রতিটা আঙ্গিনা যেন আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। মনে হয়েছিল আমাকে স্বাগত জানিয়ে এক অদ্ভুত মায়ার বাঁধনে আবদ্ধ করে ফেলছে। সে বাঁধনে এসএসসি পর্যন্ত এখানেই রয়ে গিয়েছিলাম।

আমার স্কুলের সবকিছুই প্রায় ভালো ছিল। বিভিন্ন ডিজিটালাইজড ব্যবস্থা, শিক্ষা দানের অভিনব নানা পদ্ধতি, আধুনিক শিক্ষাক্রমের সাথে মিল রেখে ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা, শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন ইত্যাদি সবকিছুই ছিল আধুনিক ও যুগোপযোগী। আবার সেই মূল্যায়ন অনুসারে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার প্রতি আরো বেশি আগ্রহী করে তুলতে নানাভাবে পুরস্কৃত করা; এমনকি এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে দেশের বাইরে বিদেশে ভ্রমণের সুযোগ করে দেওয়ার মতো অভিনব ব্যবস্থা কেবল আমার স্কুলের দ্বারাই সম্ভব। সুযোগও হয়েছিল কয়েকবার। না জানাকে জানার কত আগ্রহ। কত সে আয়োজন। অভিজ্ঞতাও হয়েছিল অচল। সে অন্য প্রসঙ্গ। অন্য কোথাও বলা যাবে-

তবে সবকিছুকে পেছনে ফেলে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে তা হলো শিক্ষার্থীদের প্রতি স্যার-মিসদের ভালোবাসা ও বন্ধন। এ বন্ধনে নেই কোনো দূরত্ব। এ ভালোবাসায় নেই কোনো কমতি। শুধু বন্ধুত্বসুলভ বললে কম হবে। আমাদের প্রতি স্যাররা ছিলেন পিতার ভূমিকায় আর মিসরা মায়ের। পরের সন্তানকেও যে কোনো মানুষ এভাবে ভালোবাসতে পারে, তা আমাদের শিক্ষকদের না দেখলে বোঝা যাবে না। অনেক সময় বাহিরের স্কুলের বন্ধুদের কাছে গর্বের সাথে আমার স্যার-মিসদের গল্প করতাম। তারা অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে শুনতো আর বলতো-শিক্ষকরা এমনও হয় ? হ্যাঁ হয়, আমার স্যার- মিসরা এমনই ছিলেন।

পুরো স্কুল লাইফে আমার যে সকল মহতি শিক্ষকদের স্নেহের ছায়াতলে থেকে শিক্ষালাভ করার সৌভাগ্য হয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন- ওয়াসিম স্যার, মোজাম্মেল স্যার, সোহাগ স্যার, জিলান স্যার, রাজিব স্যার, রাজ স্যার, ওসমান স্যার, আমান স্যার, আজিজ স্যার, রোকন স্যার, মাহমুদ স্যার, এরশাদ স্যার, তৌহিদ স্যার, সোমেজ স্যার, সাঈদ স্যার এবং মিসদের মধ্যে অন্যতম হলেন- তাহমিনা মিস, সানজিদা মিস, অদিতি মিস, সোহেলী মিস, রঞ্জু মিস, সোনিয়া মিস, সুমি মিস, শিমুল মিস, বর্ণালী মিস, সাবিনা মিস প্রমুখ।

আর মাথার উপর ছায়ার মতো সবসময় ছিলেন মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার। একদিকে স্যারের কঠোর শাসন। পরক্ষণেই আবার মাথায় স্নেহের হাত। এ যেন শামুকের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। শামুকের দেহের উপরের অংশ যেমন শক্ত করোটিকা দ্বারা আবৃত থাকলেও ভেতরের অংশ কোমল ঠিক তেমনি চেয়ারম্যান স্যারকে উপর থেকে যেমন কঠোর লাগে তাঁর মনটা তেমনই সুন্দর। তাছাড়া মাতৃতুল্য প্রিন্সিপাল মিস ও পিতৃতুল্য মানিক স্যারের নানা মোটিভেশনাল কথা আমাদেরকে সর্বদা সামনে এগিয়ে চলতে সহায়তা করেছে। এছাড়াও ক্লাসের বাইরে অন্যান্য স্যার-মিস এবং অফিসের সুজন স্যার ও আবাসিকের ওয়াকী স্যারের সাথেও আমার সুসম্পর্ক কোনো অংশেই কম ছিল না।

সকল স্যার-মিসদের সাথেই হাজারো স্মৃতি রয়েছে যা লিখে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবে তাহমিনা মিসের "লাবিব বাবু", অদিতি মিসের-"এইযে স্যার" সানজিদা মিসের- "আমার লাবিব" ওয়াসিম স্যারের ও লাবিব, শুনছো?" - কথাগুলো আজও কানে বাজে। স্যার-মিস ছাড়াও স্কুলের সিস্টার, খালা, দারোয়ান আঙ্কেল ও অন্যান্য স্টাফদের সকলেই ছিলেন আমাদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার এক একজন উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সকলের কাছেই কমবেশি স্নেহ ও ভালোবাসা পেয়েছি। প্রাপ্য ভালোবাসা থেকে বেশি, হয়তোবা প্রত্যাশিত ভালোবাসার থেকেও অনেক বেশি। তাছাড়া সকলেই আমাকে অন্যদের থেকে একটু যেন বেশিই আদর করত। বেসরকারি স্কুল। অনেক স্যার-মিস অন্যান্য জায়গায় চলে গেছেন। স্কুলের মায়ার বাঁধনে অনেকেই রয়ে গেছেন। আবার অনেকেই নতুন এসেছেন। নতুন স্যার-মিসদের কাছে আমরা তেমনটা পরিচিত না হলেও তাঁরা সকলেই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। তাইতো স্যার-মিসরা যেখানেই থাকুন, পরম শ্রদ্ধার সাথে আমার মনের মণিকোঠায় রয়ে যাবেন সারাজীবন। আর এসব কারণে আমি এডুকেয়ারের প্রেমে পড়েছিলাম। শুধু ব্যক্তি না, জড়বস্তুর ও আমি প্রেমে পড়েছিলাম; স্কুলের ক্যাম্পাসের প্রেমে পড়েছিলাম, ক্যান্টিনের প্রেমে পড়েছিলাম, প্রতিটি ক্লাস, চেয়ার-টেবিল-ডেস্কের প্রেমে পড়েছিলাম, স্কুলের প্রতিটি আঙ্গিনার প্রতি যে প্রেম রয়ে যাবে আমৃত্যু।

আজ আমাদের স্কুল আধুনিক থেকে অত্যাধুনিক হয়েছে। ক্যাম্পাস পরিবর্তন হয়ে আজ স্কুল নতুন স্মার্ট ক্যাম্পাসে গিয়েছে। তবে আজও যখন পুরনো স্কুল ক্যাম্পাসের পাশ দিয়ে হেঁটে যায়। চারদিক থেকে স্মৃতিগুলো ঘিরে ধরে। যখন দেখি এখানে আর সেই কোলাহল নেই তখন কষ্টে বুক জ্বলে যায়। কারণ এই আঙ্গিনার প্রতিটি অক্সিজেন অণু যে আমার কোষে মিশে আছে। তাই আকা মনে হয় পুরাতনের খোলস ছেড়ে নতুনকে আলিঙ্গন করাই প্রকৃতির নিয়ম। তখন মনে মনে নিজেকে আবার মানিয়ে নিই।
বন্ধুরাও আজ নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। সবার সাথে আগের মতো দেখা হওয়া বা কথা হওয়ার সুযোগ নেই বা চাইলেও হয়ে উঠে না। আবার অনেকের সাথে রাস্তাঘাটে দেখা হয় ঠিকই কিন্তু আড্ডাটা আর সেইভাবে জমে ওঠে না। সবাই নিজ নিজ কাজে বড্ড ব্যস্ত।

হায়! আবারো যদি সকলে একসাথে হতে পারতাম। যদি কাঠ কাঁধ মিলিয়ে ক্লাসে বসতে পারতাম। আবারো যদি শুনতে পারতাম অদিতি মিসের মমতাভরা শাসন, সোহেলী মিসের শান্ত-নিরব পাঠদান, তাহমিনা মিসের গল্প আর কবিতার আসর, ওয়াসিম স্যারের নিউটনের সূত্র, মোজাম্মেল স্যার ও জিলান স্যারের রসায়নের রস। সোহাগ স্যারের ইতিহাস ও আমান স্যার বা রোকন স্যারের ইসলামিক নানা কথা তাহলে কতই না মধুর হতো সে দিনগুলি। কিন্তু সেটি কী আর কখনো সম্ভব?

এডুকেয়ার, এটি আমার কাছে শুধু একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়। বরং এটি আমার একটি পরিচয়। আমি গর্বিত। আমি একজন এডুকেরিয়ান। আমি তোমাকে কখনোই ভুলব না। আমি বারবার ফিরে আসতে চাই তোমার আঙ্গিনায়। তাই আজ মাইকেলের সুরে বলতে চাই-তুমিও আমাকে কখনো ভুলে যেও না! আমার স্মৃতির পাতায় আসার মূল জীবনের স্মৃতিগুলো সদা-সর্বদা উজ্জ্বল। আমার চোখের সামনে ভাসমান। তা আমাকে কখনো স্মৃতির সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে ঠোঁটের কোণে হাসির সঞ্চার ঘটায় আবার কখনো নিজের অজান্তেই চোখের কোনে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

এডুকেয়ার, আমি আজও তোমাকে খুব মিস করি। মাঝেমধ্যেই সে দিনটির কথা মনে পড়ে যেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে তোমাকে বিদায় জানাতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমাদের বিদায় দিতে সেদিন তোমার কত আয়োজন। যখন নিজেদেরকে বিদায়ী শিক্ষার্থী শুনতে হয়েছিল তখন হাজারো ভালোলাগাকে পেছনে ফেলে মনের সকল আনন্দ একরাশ ভারী কালো মেঘে ছেয়ে গিয়েছিল। বারবার মনে হয়েছিল এভাবে পর করেই যখন দিবি তখন কেন এত মায়ার বাঁধনে বেঁধেছিলি? কেন এত ভালোবেসেছিলি? আর কেনই বা তোকে ভালোবাসতে বাধ্য করেছিলি? নিজের মনেই সেদিন হাজারো অভিমান ফেলে রেখে স্কুল থেকে বিদায় নিয়েছিলাম। আজও সেসব স্মৃতিস্মরণ করে চোখের কোণে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল !!

আমার বিদ্যালয়

উম্মে ছামিয়া রিম্মী
এসএসসি-২০২১

নিজের পরিবারের পরে আপন হয়ে ওঠে সেই জায়গাটি আমি মনে করি সেটি হচ্ছে আমাদের বিদ্যালয়। শিক্ষাজীবনের সবথেকে দীর্ঘ সময়টি অতিবাহিত হয় আমাদের স্কুলে। আর প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীর কাছে, যেনো নিজ বিদ্যালয় বড় এক আবেগের জায়গা। তেমনই আমার সবচেয়ে বড় আবেগ ও সম্মানের স্থানটি হলো আমার বিদ্যালয়। এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, কুষ্টিয়া।

এই বিদ্যালয়ের সাথে জড়িয়ে আছে বহু সুখকর স্মৃতি। বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে আসার পর বোঝা যায় বিদ্যালয়ের আসল অর্থ। স্কুল আমাদের দ্বিতীয় বাড়ি, আমরা তা বলতেই পারি। বিদ্যালয় নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে গেলে তা হয়তো লিখে শেষ করা মুশকিল!! আমার স্কুলের চেয়ারম্যান স্যার, প্রিন্সিপাল মিস থেকে শুরু করে প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকা ছিলেন আমার ভীষণ প্রিয় এবং আজীবন থাকবেন। ২০১৭ সাল থেকে ২০২১ সালের ৯ই নভেম্বর পর্যন্ত সময়টা ছিল জীবনের সবথেকে সুন্দর সময়ের মধ্যে অন্যতম। আমার স্কুল আসলেই অনেক অনেক অনন্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে সবথেকে অন্যতম এবং আমার কাছে শ্রেষ্ঠ। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা আমাদের এতটা আপন করে নিয়েছিলেন বলেই হয়তো আমাদের প্রতিটা দিন ছিলো মনে রাখার মতো। বিদ্যালয়ের ১ম দিন থেকে শুরু করে বিদ্যালয়ে প্রতিটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পিকনিক, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বিদেশ ভ্রমণ, বিদায় অনুষ্ঠান সবকিছু এখনও আমার স্মৃতির পাতায় উজ্জ্বল হয়ে ধরা দেয়। পরিচয় দিতেই গর্ববোধ হয় আমি একজন প্রাক্তন এডুকেরিয়ান। আমার শিক্ষাজীবনের প্রথম পরিচয় যে আমি আমার বিদ্যালয়ের ছাত্রী। বিদ্যালয় থেকে চলে আসার পর আসলেই বিদ্যালয় আমাদের কী ছিল তা বুঝি। আমার বিদ্যালয়ের জন্য সবসময় শুভকামনা। আমাদের সকলের সফলতাই আমাদের স্কুলকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

"যদি আবার কখনো ফিরে আসে
স্কুলের স্বর্ণালী দিনগুলো,
তাহলে নিশ্চিত যে এবার স্কুলে না
যাওয়ার কোনও বাহানা করব না।"

বিদায় বেলা

মোঃ জাহিদ হাসান বিজয়
এসএসসি-২০২১

বিদায় মানে কষ্ট হাজার দুঃখ ভরা মন
খুব নিরবে খুঁজে নেওয়া স্মৃতির আলিঙ্গন।
বিদায় মানে আনমনা মন তালা মনের ঘরে
হাজার স্মৃতি মন পাড়াতে শুধুই ঘরে ফেরে।
এই আঙিনায় হয় আগমন রঙিন কোন দিনে
আজকে বিদায় তাইতো বিধি ব্যথার আলপিনে।
লক্ষ-কোটি শ্রদ্ধা সেলাম সকল গুরু-জনে
যাঁদের বোনা জ্ঞান বৃক্ষ সবার হৃদয় মনে।
তাঁদের সকল ভালোবাসা, শাসন শিক্ষাদানে
মন খারাপের সকল সুরই বেজে ওঠে কানে।
রইলো বাঁধা অনেক... কথা জীবন নদের ঘাটে
সুপ্রভাতের উদয় হওয়া সূয্যি গেল পাটে।
বয়ে চলে জীবন তরী অচিনপুরের দেশে।
চলতি পথে একদিন সেতো থামবে অবশেষে।
মনের ভাষা শব্দ হীনা, ছিন্ন হৃদয় বীণ
কেমন করে বলব বল আজ বিদায়ের দিন।
যদিও বা বিদায় হলো এই অঙ্গণ থেকে।
স্মৃতিগুলো মালা হয়ে থাক মাধুরী মেখে।
জীবন পথে হয়তো আবার জুড়বো একই ফ্রেমে
ততদিনে বিষাদ গুলো মোড়া থাকুক প্রেমে।

যে অন্যদের জানে সে শিক্ষিত
কিন্তু জ্ঞানী হলো সেই ব্যক্তি যে নিজেকে জানে।

শিক্ষকদের লেখা

সুস্থ দেহ সুস্থ মন তৈরি করাই হলো শিক্ষা

সন্তানকে মানবিক শিক্ষা দিন

মোঃ মোজাম্মেল হক
বিএসসি (অনার্স) এমএসসি
(ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য প্রযুক্তি) ইবি
চেয়ারম্যান
ওয়েস্টার্ন স্কুলার্স ফাউন্ডেশন

শিরোনাম দেখে অনেকে চমকে উঠতে পারেন এই ভেবে, শিক্ষার আবার 'মানবিক' বা 'অমানবিক' দিক বলতে কী বোঝায়? বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি ও বিলাসী যাপিত জীবনের নানা ঘটনার প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করলে শিক্ষা প্রদানে মানবতার বিষয়টি পাঠকের চোখে প্রাসঙ্গিক হয়ে ধরা দিতে পারে।

পাশ করা ও শিক্ষিত হওয়া যেমন এক বস্তু নয়, তেমনি আমাদের স্বীকার করতে হবে, শিক্ষিত হওয়া আর সত্যিকারের মানুষ হওয়া এক কথা নয়। ইদানিং দৈনিক পত্রিকার পাতায় মাঝে মাঝেই দেখা যায় পিতা-মাতা তাদের নিজেদের শিক্ষিত সন্তানের বিরূপ আচরণের শিকার হন। তাছাড়া স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা সংঘটিত ছিনতাই, মারামারি, খুন খারাবির ঘটনা তো বেড়েই চলেছে। কিছু কিছু ঘটনা থেকে দেখা যায় ক্লাসের ফার্স্ট বেঞ্চের নিরীহ মেধাবী ছেলেটিও কোন এক পর্যায়ে বড় ধরনের 'সন্ত্রাসী' বা 'দাগি' অপরাধী হয়ে গেছে। তাহলে গলদটা কোথায় তা ভেবে দেখার সময় হয়েছে। সকল অভিভাবকের চাহিদা থাকে তাঁর সন্তান বড় হয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার অথবা বিসিএস ক্যাডার হবে। একজন অভিভাবকও চান না, তাঁর সন্তান বড় হয়ে হাজী মোহাম্মদ মহসীন হোক বা রবীন্দ্রনাথ বা কাজী নজরুল ইসলাম হোক।

আমরা নিজেরাই যেন নিজেদের অজান্তেই সন্তানদের আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর করে গড়ে তুলছি। পাবলিক পরীক্ষার রেজাল্টে এ প্লাস পাওয়ার জন্য তুমুল প্রতিযোগিতা তো আছেই। এজন্য নিরীহ সন্তানের ওপর কত অভিভাবকের নীরব জোর-জুলুম চলে, সে ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়ার বোধ হয় কেউ নেই। কিন্তু তা অস্বীকার করা যাবে কি? পড়াশুনার চাপে দিশেহার হয়ে সন্তানের অত্মহত্যার উদাহরণ কিন্তু দিন দিন বেড়েই চলেছে। কী লাভ এই পড়াশুনার ? যেখানে অনেকেরই একমাত্র সন্তান উচ্চশিক্ষিত হয়ে বৃদ্ধ বাবা-মাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে।

কাজেই আসুন সন্তানকে আগে মানবতা শেখাই। দুঃখী মানুষের দুঃখ, কষ্ট শেখাই। একাকিত্বের কী কষ্ট, সেটা সন্তানকে না বোঝালে সেও একদিন বাবা-মাকে একা রেখে অন্যত্র চলে যেতে দ্বিধা করবে না। তাই আমাদের উচিৎ, সন্তানকে দাদা-দাদি, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গ পাওয়ার জন্য সুযোগ করে দেওয়া।

আমরা আমাদের সন্তানকে ক্যারিয়ার গঠন করতে গিয়ে নিজেদের অজান্তেই তাদের রোবটে পরিণত করে ফেলেছি। এখনই ভাবতে হবে রোবট নয়; আমাদের সন্তানদের আগে মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। আর মাথায় রাখতে হবে জাগতিক শিক্ষাটুকুই সব কিছু নয়। মানবিক ও সামাজিক শিক্ষা ছাড়া সব শিক্ষাই অসম্পূর্ণ।

মনের মুকুরে এডুকেয়ার

মোছাঃ শাহানা বেগম

কন্ট্রোলার অফ এক্সাম

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড এবং আজকের শিশুরাই আগামী দিনের নাগরিক-এই মহামূল্যবান বাণীকে সামনে রেখেই আমাদের অগ্রযাত্রা, সকল বাধাবিপত্তির বেড়াজাল ডিঙিয়ে সকলের সম্মিলিত ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই আমরা শিক্ষার ও জ্ঞানের আলোকবর্তিকা বিকিরণ করে যাবো এই দৃঢ় অঙ্গীকার ও আশাবাদ আমাদের সকলের।

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ নামে প্রতিষ্ঠানটি ২০০৭ সালের ১৯ ডিসেম্বর স্থাপিত হয়ে অদ্যাবধি স্রোতধারার ন্যায় বয়ে চলেছে নিজস্ব গতিতে। অত্র প্রতিষ্ঠানের সূচনা লগ্নেরও পূর্ব থেকে আমি এর সাথে জড়িত ছিলাম। তখন 'এডুকেয়ার কোচিং' নামে কুষ্টিয়া শহরের কাটাই খানার মোড়ে গোলাম মোস্তফার ছোট্ট একটা ভাড়া বাড়িতে চলতো কোচিং। সেসময় মোস্তফা সাহেব আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন বর্তমান এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের সম্মানিত চেয়ারম্যান এম. এইচ. রাসেল এবং প্রধান পরিচালক মো: সোহেল রানা মানিক স্যারের সাথে। আমি তখন কুষ্টিয়া মিশন জুনিয়র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে কর্মরত ছিলাম। ক্রমে ক্রমে তাদের সাথে আমার শিক্ষা বিষয়ক একটা সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। তারই ফলশ্রুতিতে আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আলোচনার মাধ্যমে একটা ভালো মানের স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত হয়। কারণ তখন 'কুষ্টিয়া মিশন' স্কুল ব্যতীত কুষ্টিয়া শহরে আর কোনো ভালো মানের স্কুল ছিল না। সেখানে ভর্তির চাপও ছিল প্রচুর। সামান্য নার্সারি শ্রেণিতে ভর্তির একটা ফরম পাওয়ার জন্য ভোর রাত থেকে দীর্ঘ লাইন শুরু হতো। সেখানে একজন শিক্ষার্থীকে ভর্তি হতে হলে তার বয়স, উচ্চতা, ওজন অভিভাবকের অবস্থা ইত্যাদি দেখে ফরম ছাড়া হতো। এতে করে অনেক শিক্ষার্থীই প্রথম অবস্থায় ভর্তি ফরম পাওয়া থেকে বঞ্চিত হতো। অতপর শুরু হতো ভর্তি যুদ্ধ পরীক্ষা। লিখিত ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর মৌখিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হতো। সে এক ভীষণ বিড়ম্বনা। তারপরও ভর্তি হতে না পারার কারণে অনেক অভিভাবক হতো মনক্ষুন্ন ও অসন্তুষ্ট। এই ভালো স্কুলে ভর্তির বিড়ম্বনা দেখে, শুনে ও জেনে অত্র প্রতিষ্ঠানে চেয়ারম্যান মহোদয় কুষ্টিয়াতে একটা উন্নত মানের স্কুল প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্থির সংকল্প করেন। শুরু হয় কঠোর পরিশ্রম ও উদ্যোগ। সেই সাথে আমি কিছু দিক নির্দেশনা দিতে থাকি। কেননা মনে মনে আমারও অনেক দিন থেকে এরকম একটা ইচ্ছা ছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে ও উদ্যোক্তার অভাবে সেটা বাস্তবে রূপদান করা সম্ভব হয়নি। তাই আমিও রয়ে গেলাম এঁদের সাথেই। প্রায় প্রতিটা দিনই ফোনালাপ ও যাতায়াতের মাধ্যমে স্কুল খোলা প্রসঙ্গে আলোচনা হতো। ২০০৬ সাল থেকে পরিকল্পনা করতে করতে অবশেষে সেই শুভক্ষণ আসে। ২০০৭ সালের ১৯ ডিসেম্বর। ঐ দিন (ড: সিরাজ চেম্বার) এর বাড়ি থেকে এডুকেয়ার এর উদ্বোধনের মিছিল বের হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন তৎকালীন ও বর্তমান পৌরসভার মেয়র জনাব মো: আনোয়ার আলী ফিতা কেটে প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। তিনি উক্ত অনুষ্ঠানে আমাকে দেখে বলেন, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে'-। এভাবে শুরু হলো এডুকেয়ার এর অগ্রযাত্রা। ২০০৮ সালে সর্বমোট মাত্র ৬৭ জন শিক্ষার্থী নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি কার্যক্রম শুরু করে। এ বছর প্রথম ভর্তি শিক্ষার্থী ছিল 'রুসমিয়া রহমান মেঘা' নামে একটি মেয়ে। মো: হাবিবুর রহমান হবি নামে যার বাবা সনো হাসপাতালে চাকরী করতেন। প্রথম অবস্থায় প্লে-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত মাত্র ১০/১২ জন শিক্ষকের সহযোগিতায় ক্লাস চলতো। বর্তমানে অত্র প্রতিষ্ঠানের হিসাব রক্ষক আঞ্জু মনোয়ারা মিসও ৫ম শ্রেণির গণিত ক্লাস নিতেন।

আমি কুষ্টিয়া মিশন স্কুলে থাকা কালীন প্রতি রবিবার (মিশন স্কুল ছুটি) এবং সপ্তাহের অন্য কোনো ছুটির দিন অত্র প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে আসতাম। শিক্ষকদের নিয়ে বসে পাঠ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করে তাদের কিছু কিছু নতুন নতুন বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে যেতাম। কারণ সব শিক্ষকরাই ছিলেন একেবারেই নতুন এবং অনভিজ্ঞ। তখন চেয়ারম্যান মহোদয় সবকিছু দেখভাল ও পরিচালনা করতেন। এসময় সাবেক Consultant Unicef & PMED এবং লেখক ও গবেষক NCTB মোঃ আব্দুল বারি স্যার শিক্ষকদের নিয়ে পাঠ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করতেন ও মাসব্যাপী ট্রেনিং দিতেন। এভাবে কিছুদিন চলার পর আসেন বর্তমান এডুকেয়ার এর অধ্যক্ষ দিলরুবা পারভীন মিস। তিনি এসে অদ্যাবধি হাল ধরে আছেন এডুকেয়ার এর। আর সবকিছু যোগান দিচ্ছেন এডুকেয়ার এর স্বপ্নদ্রষ্টা এম. এইচ. রাসেল। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, চেষ্টা, মেধা একাডেমিক ও প্রশাসনিক কর্মদক্ষতা, অর্থের যোগান সব মিলিয়ে একটা কঠিন প্রয়াসের মাধ্যমে এডুকেয়ার এর জন্ম। সেই সাথে আছেন চেয়ারম্যান মহোদয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহযোগী মোঃ সোহেল রানা মানিক। তারা যেন একইসূত্রে গাঁথা, 'একই বৃন্তে দুটি ফুল'। তাঁদের স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপদান হয়েছে। এডুকেয়ার এর আজকের এই সাফল্য কোনো বিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক ঘটনা নয় বরং এটি একটি ক্রমাগত ধারাবাহিকতারই নামান্তর। এডুকেয়ার আজ ফুলে ফলে সুশোভিত। প্রথম অবস্থায় ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত কার্যক্রম চলতো। অত:পর ২০১৩ সালে ৮ম শ্রেণি এবং পর্যায়ক্রমে ২০১৪ সালে এস.এস.সি পর্যন্ত চালু করা হয়। বোর্ড পরীক্ষাগুলোতে যেমন: PECE, JSC, SSC প্রত্যেকটাতেই পাশের হার ছিল ৯৮%-১০০%। এসবই সম্ভব হয়েছিল শিক্ষকদের অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে।

শিক্ষার শেকড়ের স্বাদ তেঁতো হলেও এর ফল মিষ্টি।

এভাবে এডুকেয়ার ধীরে ধীরে সমৃদ্ধি লাভ করে, শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। ডা: সিরাজ চেম্বারের বাড়িতে আর জায়গা সংকুলান হয় না। অত:পর ২০১২ সালে স্কুলটি স্থানান্তরিত হয়ে ৪১/১ মীর মশাররফ হোসেন সড়ক, কাটাই খানা মোড়, কুষ্টিয়া, গোলাম মোস্তফার বাড়িতে আসে। ইত্যোবসরে ২০১৩ সালের ফেব্রুমাসে আমি কুষ্টিয়া মিশন জুনিয়র হাই স্কুল থেকে চলে এসে স্থায়ীভাবে এডুকেয়ার এর সাথে যোগ দেই। সেই থেকে এযাবৎ পর্যন্ত আল্লাহর রহমতে আমি আছি পরিচালক হিসেবে। আল্লাহ তায়াল আমাকে যে কয় দিন কর্ম করার তৌফিক দান করেন সে কয়দিন এডুকেয়ারের সাথেই থাকবো। '(ইনশাআল্লাহ') অনেক প্রতিষ্ঠান আমাকে অনেক রকম প্রলোভন দেখায়, কিন্তু আমি সিদ্ধান্তে ছিলাম অনড়। ২০১৩ পরবর্তীতে আসেন পরিচালক হিসেবে মো: শামসুল হক। সকলের সম্মিলিত ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়, অভিভাবকদের সহযোগিতায় এডুকেয়ার এর আজকের এই অবস্থান। সর্বোপরি সবকিছুর মূলে/উর্ধে আছেন অত্র প্রতিষ্ঠানের স্বপ্নদ্রষ্টা চেয়ারম্যান এম.এইচ. রাসেল এর স্বদিচ্ছা, উৎসাহ ও আগ্রহ। চেয়ারম্যান মহোদয়ের এই স্বপ্ন তাকে ঘুমাতে দেয়নি। তাঁকে সব সময় তাড়া করেছে কাজের প্রেরণা। শত বাধা বিপত্তি, প্রচণ্ড শারীরিক অসুস্থতা সব কিছুকে উপেক্ষা করে দিন রাত তিনি স্বার্থহীনভাবে কাজ করে চলেছেন।

সেই সাথে চলে প্রচার প্রচারণা আমার নামে লিফলেট বিতরণ, মাইকিং ইত্যাদি। স্কুল ফাইলে ও লিফলেটে লেখা হয় মিশন স্কুলের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষিকা শাহানা ম্যাম এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। এর ফলে মিশনে আমার (reputation) সুনাম ক্ষুণ্ন হয়। তারপরও আমি এডুকেয়ার এর সাথেই থেকে যাই। লেখাপড়ার গুণগত মানোন্নয়নে কুষ্টিয়াবাসী এডুকেয়ারে শিক্ষার্থী ভর্তি করতে আগ্রহী হয়। সকলের আন্তরিক সহযোগিতা ও সমর্থনে ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠানটি পৌরসভার অনুমোদন লাভ করে। প্রাক প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্কুলের অনুমোদন পায় ২০০৯ সালে। ২০১১ সালে গভ. ইন নং (১৩৫০২৫) পায়। ২০১২ সালে যশোর শিক্ষা বোর্ডের ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পায়। ২০১৩ সালে ৮ম শ্রেণির বোর্ডের অনুমোদন পায়। ২০১৪ সাল থেকে অন্য স্কুলের নামে পরীক্ষা দিয়ে আসছে এবং ১০০% সফলতা লাভ করছে।
এভাবে প্রতিষ্ঠানটি দিন দিন উন্নতির চরম শিখরে ওঠার ফলে এখানেও শিক্ষার্থীদের জায়গা সংকুলান হয় না। তখন ২০১৫ সালে সনো-২ সংলগ্ন ৪৬, কাজী নজরুল ইসলাম সড়ক, কলেজ মোড়, কোর্টপাড়া, কুষ্টিয়া পুনরায় স্থানান্তরিত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ স্কুলে রূপান্তরিত হয়। সেই সাথে চেয়ারম্যান মহোদয়ের চিন্তার উদ্রেক হয় এভাবে আর বারংবার প্রতিষ্ঠান স্থানান্তরিত করে চালানো সম্ভব নয়। এর জন্য নিজস্ব একটা ভবন দরকার। সেই লক্ষ্যে খোঁজ করতে করতে হাউজিং/ডি ব্লকে ২১ কাঠা জায়গা বিশিষ্ট স্কুল ভবন নির্মাণের জন্য সুন্দর একটা জায়গা পান। অতপর অনেক বাধা বিপত্তি ত্যাগ-তিতিক্ষা ও নানা সংকটের মধ্য দিয়ে আল্লাহর রহমতে উক্ত জায়গা ক্রয় করেন। এবার শুরু হয় সেই স্বপ্নের স্কুলকে বাস্তবে রূপদান এডুকেয়ার ভবনের নির্মাণের কাজ। এর মধ্যে ২০১৮ সালে ১০ম শ্রেণির বোর্ড রেজিস্ট্রেশন পায়। তখন থেকে এডুকেয়ার এর নামে শিক্ষার্থীরা এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে এবং ১০০% সফলতা লাভ করছে। এসব কিছুই সম্ভব হয়েছে এডুকেয়ার এর একঝাঁক উচ্চ শিক্ষিত, দক্ষ, অভিজ্ঞ ও নিবেদিত প্রাণ শিক্ষকদের সহযোগিতায়। তারা নিরলস চেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে কিভাবে স্কুলটিকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নেওয়া যায়। এরই ফলশ্রুতিতে ইত্যোমধ্যে স্কুলটি বাংলাদেশ শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ নামে প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১৮ সালে। করোনাকালীন সময়ে শ্রেষ্ঠ অনলাইন ক্লাস নেওয়ার জন্য ২০২০ সালে ISO (৯০০১:২০১৫) সনদ প্রাপ্ত হয়।

২০২১ সালে ৬ নভেম্বর উপজেলার চেয়ারম্যান 'আতাউর রহমান আতা' নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর নির্মাণ করেন। সেই থেকে অদ্যাবধি চলছে ভবন নির্মাণের কাজ। তৃতীয় তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর চেয়ারম্যান মহোদয় সিদ্ধান্ত নেন আগামীতে স্কুল ভবন নিজস্ব ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত করবেন। তাই অত্র ভবনে ২০২২ সালের ১৭ ডিসেম্বর দোয়া অনুষ্ঠান হয়। অতপর ৭ই জানুয়ারি-২০২৩ 'নবীন বরণ' উৎসবের মধ্য দিয়ে শুরু হলো ১০ই জানুয়ারি শ্রেণি কার্যক্রম। প্রথম বছর একাদশ শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি সংখ্যা ছিল ২০ জন। কিন্তু তখনও ভবনটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়নি।

অবশেষে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ আসে ২১ মার্চ, ২০২৩ খ্রি:, ০৭ই চৈত্র, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, জনাব মোঃ মাহাবুবুল আলম হানিফ জাতীয় সংসদ সদস্য-কুষ্টিয়া ৩ ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এডুকেয়ার এর স্বপ্নের সেই স্মার্ট ক্যাম্পাস শুভ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ঐ দিন তিনি অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময় করেন। এ সময় এডুকেয়ার এর সম্মানিত চেয়ারম্যান তাঁর বক্তব্যে প্রথমেই তিনি বিদ্যালয়টিকে কলেজে রূপান্তরিত করার আবেদন ও দাবী জানান। অতপর অভিভাবকদের পক্ষ থেকেও সেই একই দাবী উঠে আসে। তিনি মনোযোগ সহকারে সমস্ত বক্তব্য শ্রবণ করেন এবং প্রকাশ্যে সকলের উদ্দেশে বলেন, "শিক্ষা মন্ত্রনালয়ে যেয়ে খোঁজ নিয়ে দেখবেন কীভাবে এটা বাস্তব রূপদান করা যায়।" স্বপ্ন হলেও সত্যি মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে ৪ এপ্রিল-২০২৩ এডুকেয়ার এর সেই স্বপ্ন সার্থক হয়। বিদ্যালয়টি যশোর শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসির অনুমোদন লাভ করে। কারণ তিনি স্কুল ভবন, স্কুলের শিক্ষার গুণগত মান, দক্ষ শিক্ষক মণ্ডলী, পরিচালক মণ্ডলী, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা, কম্পিউটার ল্যাব, বিজ্ঞানাগার, আদর্শ লাইব্রেরি, বঙ্গবন্ধু কর্ণার সবকিছু পরিদর্শন করে কুষ্টিয়ার মত ছোট্ট একটা শহরে এরকম একটা ডিজিটালাইজড প্রতিষ্ঠান দেখে অভিভূত ও আপ্লুত হন। এসব কিছুই সম্ভব হয়েছে এডুকেয়ার এর স্বপ্ন দ্রষ্টা, নির্মাতা ও শিক্ষার কারিগর সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয়ের অক্লান্ত পরিশ্রত ও চেষ্টার ফসল। আজ এডুকেয়ার কুষ্টিয়া জেলা তথা খুলনা বিভাগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্মার্ট ক্যাম্পাস নামে পরিচিতি লাভ করেছে। সকলের মুখে মুখে এখন শুধু এডুকেয়ার, এডুকেয়ার আর এডুকেয়ার.....।

ফুল যেমন বিকশিত হয়ে সুরভী ছড়ায়, এই ফুলকে বিকশিত করার জন্য যেমন পরিচর্যাকারী থাকেন মালী, তেমনি মনোজগতের সার্বিক বিকাশে একজন শিক্ষকের ভূমিকাও অনুরূপ। সেই লক্ষ্যেই আমাদের নিরলস অগ্রযাত্রা। বাস্তব সময়ে শিক্ষার বিকল্প নেই। শিক্ষা ছাড়া কোনো দেশ বা জাতি উন্নতি করতে পারে না। তাই শিক্ষার মানোন্নয়নে, শিক্ষার্থীর নিরাপদ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে, তাকে সঠিক দিক নির্দেশনা দ্বারা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব ও কর্তব্য শিক্ষকদেরই। আমাদের অঙ্গীকার, প্রত্যয় ও প্রচেষ্টা দিয়েই শিক্ষার্থীদের মেধা ও মানসিক ভিত্তিকে মজবুত করা সম্ভব। এ লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ।

যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর বুকে মানুষ যে শ্বাশত, সুন্দর ও কল্যাণের স্বপ্ন দেখে এবং সেই স্বপ্নকে সার্থক করার জন্য যে নিরলস কর্মপ্রয়াস চালিয়েছে, আদর্শ বা ধর্মীয় শিক্ষা তারই ধারাবাহিকতা মাত্র। ঐশ্বর্যমণ্ডিত সুন্দর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের দিক নির্দেশনা দেয় আদর্শ বা ধর্মীয় শিক্ষা। আর সেই শিক্ষাই দিচ্ছে এডুকেয়ার।

পরিশেষে মহান করুণাময় সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি এগিয়ে যাবে দেশ, বাস্তবায়িত হবে নিরক্ষরমুক্ত আধুনিক স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন। তিনি যেন নিষ্ঠার সাথে আমাদের সম্মুখে এগিয়ে যাবার তৌফিক দান করেন এবং আমরা যেন কর্তব্যের পথে জয়যুক্ত হতে পারি।

সবশেষে ফেলে আসা দিনগুলো যেমন অনাগত ইতিহাস হয়ে নতুনকে এগিয়ে দেয় সামনে ঠিক তেমনি ভাবে হয়ত আমরা যখন কেউ থাকবো না তখনও কালের স্বাক্ষী হয়েই দাঁড়িয়ে থাকবে এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ। বয়ে চলবে প্রবাহ মান ধারায় সামনে।-(আমীন)।

শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমরাই হবে সফল ও মানুষ হিসেবে সেরা যদি লেখাটি অনুসরণ করো

দিলরুবা পারভীন

প্রিন্সিপাল (একাডেমিক)

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

আসসালামু আলাইকুম,

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের উদ্দেশ্যে বলছি, পৃথিবীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ইহকাল ও পরকাল উভয়কালের সফলতার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। যা এই রঙিন পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন কাজ। তাই যে নিজের জীবনকে চ্যালেঞ্জের সাথে মোকাবেলা করতে পারবে সেই হবে একজন সফল মানুষ।

জীবনের শুরুতেই ক্যারিয়ার নিয়ে ভাবার কোনো প্রয়োজন নেই। জীবনের শুরুতে একজন ভালো মানুষ হওয়ার পিছনে কাজ করে যাও। সত্য ও সততাকে অন্তরে লালন করে সুচিন্তা ও আত্মবিশ্বাসের সাথে সকল কাজকে মোকাবেলা করো। কথা বলার ক্ষেত্রে বিনয়ী হও এবং ইতিবাচক কথা বলো। তোমার কথা দ্বারা কেউ যেন কষ্ট না পায় সেদিকে দৃষ্টি রাখো। অনর্থক কথা বলবে না এবং সমালোচনা থেকে নিজেকে বিরত রাখো।

অন্যের প্রয়োজনে বা বিপদে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী পাশে থাকো ও যেকোনো ঝামেলা ও বিতর্ক এড়িয়ে চলো। এই পৃথিবীতে কিছু মানুষ আছে যারা নিজ স্বার্থে নীতিহীনভাবে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। এই জাতীয় মানুষকে এড়িয়ে চলো। আল্লাহর উপর ভরসা রেখে দিন, মাস এবং বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সময়ের যথার্থ ব্যবহার করো। মনে রেখো সময়কে তুমি যেভাবে ব্যবহার করবে সময় তোমাকে সেভাবেই কর্মফল ফেরৎ দেবে। তাই সময়ের কাজ সময়ে করো।

সুখাদ্যাভাস ও শরীরচর্চার মাধ্যমে নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নিবে কারণ তোমার শরীরের কোনো অংশ যদি ঠিকমতো কাজ না করে তবে তোমার জীবনের প্রতি ভালো লাগা হারিয়ে যাবে। এ.পি.জে আব্দুল কালাম আজাদ বলেছেন, "একটি ভালো বই এক'শ জন ভালো বন্ধুর সমান। কিন্তু একজন খুব ভালো বন্ধু একটা আস্ত লাইব্রেরির সমান"। তাই বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক থাকবে। প্রতিদিন নতুনকে জানার চেষ্টা করবে এবং নিজেকে আপডেট রাখবে। মহান রাব্বুল আলামিনের সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা তোমাকে আল্লাহর প্রতি আরও অনুগত করবে।

নিজেকে হ্যাণ্ডসাম হওয়ার প্রতি নজর না দিয়ে স্মার্ট হওয়ার প্রতি গুরুত্ব দিবে। মানুষ বেঁচে থাকে তার কর্মের মধ্য দিয়ে তাই ভালো ও সৎকর্মের প্রতি যত্নশীল হবে। বিলাসী জীবনকে উপেক্ষা করে চলতে শিখবে। পৃথিবীর সকল প্রকার নেতিবাচক আনন্দ-উল্লাস থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবে। চাটুকারিতা না করে সৎব্যবহার ও সুকর্মের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। সর্বাবস্থায় আলহামদুলিল্লাহ বলতে শিখবে।

অহংকার না বরং ব্যক্তিত্বের প্রতি যত্ন নিবে। দৈনন্দিন আত্ম পর্যালোচনার মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে। শুনবে বেশি বলবে কম এবং ভুল ও অভিজ্ঞতা থেকে বেশি বেশি শিখবে। মনকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে তোমার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে। কোনো কাজে অজুহাত দাঁড় করাবে না। অন্যের ভালো কিছুতে প্রশংসা করতে শিখবে। তোমার জীবনে যারা অবদান রেখেছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। ধৈর্য তোমার অনেক সমস্যাকে ম্লান করে দিবে তাই ধৈর্য ধারণের চর্চা করবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি যত্নশীল হবে এবং মার্জিত পোশাক পরিধান করবে।

ধর্মীয় অনুশাসন মেনে জীবন পরিচালনা করবে। শুধুমাত্র রেজাল্টের জন্য নয় বরং জানার জন্য শেখার জন্য এবং জীবনে প্রয়োগের জন্য বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলবে। এই অভ্যাস তোমার জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবে। বাবা-মা হলো সন্তানের জন্য মহান রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। তাই পরিবারে মা, বাবা, ভাই, বোন সহ সকল আত্মীয় ও প্রতিবেশির সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে। সৎ চরিত্রবান মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। নিজেকে আত্মশুদ্ধি করার জন্য প্রতিদিন কিছুটা সময় একা থাকতে শিখবে। লোভকে সংবরন করবে। কারও দ্বারা আঘাতপাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্থ হলে প্রতিশোধ পরায়ণ না হয়ে ক্ষমা করতে শিখবে ও আত্মত্যাগী হবে। এই ক্ষমা ও আত্মত্যাগী তোমাকে সম্মানিত করবে। বিবেককে এমনভাবে প্রস্তুত করবে যেন তুমি একজন মানবিক মানুষ হতে পারো।

সর্বোপরি সফল ব্যক্তিদের জীবনী সম্পর্কে জানবে। এটা তোমাকে তোমার জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সাহায্য করবে।

পরিশেষে তোমাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

শিক্ষা অলংকারের মতো নয়, এর হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

উঁই আর ইঁদুর

মোছাঃ শাহানা বেগম

কন্ট্রোলার অফ এক্সাম

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

উঁই আর ইঁদুরের দেখো ব্যবহার,
কাঠ, বস্ত্র, কাগজ কাটে
কাটে সমুদয়
সুন্দর সুন্দর দ্রব্য কেটে করে ক্ষয়,
এদের অত্যাচারে কোনো কিছু
রেহায় নাহি পায়।
এদিক ওদিক ছোটে শুধু খায় খায়,
এদের আচরণে কেউ সুখে নাহি রয়।
ধরাতলে নরাধম খল আছে যতো,
ঠিক তারা উঁই আর ইঁদুরের মতো।

নিসর্গ রঙে বাংলাদেশ

মোঃ রেজাউর রহমান খান

ভাইস প্রিন্সিপাল

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

তোমার আমার বুকের মাঝে
বয়ে চলা নদী আছে
পদ্মা মেঘনা যমুনা সুরমায়
বয়ে চলার ছন্দ আছে।

তোমার আমার চোখের মাঝে
অনেকগুলো পাহাড় আছে
তাজিংডং ও চিম্বুক ঘিরে
বগালেকের জোয়ার আছে।

তোমার আমার মনের মাঝে
কক্সোপ এক সাগর আছে
সাগর তীরে দীর্ঘতম
নিরাপদ এক সৈকত আছে।

তোমার আমার মায়ডোরে
সাজেক ভ্যালির স্বপ্ন আছে
নীলাদ্রীর নীল গগনে
ছুটে চলার ইচ্ছা আছে।

তোমার আমার চোখের কোনে
রাতারগুলের সবুজ আছে
খালে বিলে বয়ে চলা
ঝর্ণার গান লুকিয়ে আছে।

তোমার আমার নয়ন তলে
নিসর্গ রূপ আঁকা আছে
সাদাপাথর ঝলমলিয়ে
ধলাই জলে ডুবে আছে।

তোমার আমার মনটা জুড়ে
রাঙ্গামাটির রঙিন আছে
কাপ্তাই লেকের নিসর্গ রঙ
হৃদয় জুড়ে রাঙিয়ে আছে।

তোমার আমার স্বপ্ন মেখে
রাজকীয় বাঘ দর্পে আছে
সুন্দরবনের গভীর বনে
হরিণ বানর সুখে আছে।

তোমার আমার ভাবনা জুড়ে
বান্দারবানের হস্তি আছে
সুনমগঞ্জের হাওর বাওর
হাকালুকির সিলেট আছে।

তোমার আমার গল্প গানে
কর্ণফুলী নদী আছে
নদীর পেটে এপার ওপার
বঙ্গবন্ধু টানেল আছে।

এমনি করে হাজার রঙে
লক্ষ তারার আকাশ আছে
লাল সবুজে হৃদয় জুড়ে
বাংলাদেশটা ছড়িয়ে আছে।

আমার সিলেট ভ্রমণ

তাহমিনা খানম
প্রভাষক (বাংলা)
এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

"দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া,
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু"।

আমার অবস্থা এরকমই, বাস্তবে না দেখলেও কল্পনার চোখে দেখেছি অনেক কিছু, দেখেছি পাহাড়, সমুদ্র, চা বাগান ও পাহাড়ি ঝর্ণা। সবাই ভ্রমণ করতে পছন্দ করে। তেমনি আমিও ভ্রমণ করতে পছন্দ করি। কেননা ভ্রমণ শুধু আনন্দ দেয় তা নয়; বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান অর্জনেও সহায়তা করে থাকে।

স্কুলের ক্লাস, পরীক্ষা, রেজাল্ট এই ছকে বাঁধা জীবনের একঘেয়েমি থেকে আনন্দ উপভোগের জন্য এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের চেয়ারম্যান স্যার, প্রিন্সিপাল মিস, ভাইস প্রিন্সিপাল স্যার সহ সকল শিক্ষকরা মিলে ঠিক করি যে, এবার সিলেটে বেড়াতে যাব। শুনেছি সিলেট নাকি অপরূপ সৌন্দর্যের স্থান। এ বছর জানুয়ারি মাসের ২৫ তারিখে রাত ৮.০০ টায় স্কুলের বাসে করে সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা দেই। পরের দিন সকাল ৭.০০ টায় গিয়ে আমরা সিলেটে পৌঁছলাম। সকালে নাস্তা খেয়ে আমরা জাফলং এর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। জাফলং এর যাওয়ার পথে রাস্তার দুধারে শুধু চা-গাছ , সবুজ আর সবুজ। জাফলং এ পৌঁছে পাথরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত জলরাশি দেখতে পেলাম। জাফলং এর চারিদিকে ভারতীয় পাহাড়ও দেখতে পেলাম। সারাদিন জাফলং এ ঘুরে কিছু ছবি তুলে ও কেনাকাটা করে আমরা ফিরে আসলাম হোটেলে।

পরদিন সকালে আমরা ভোলাগঞ্জের উদ্দেশ্যে বের হই। সেখানে গিয়ে দেখলাম শুধু পাথর আর পাথর। তাই এই জায়গার আরেক নাম সাদা পাথর। একে বলা হয় বাংলার কাশ্মীর। চারিদিকে সবুজ পাহাড়, কী সুন্দর দৃশ্য! দুটি সীমান্ত একদম কাছাকাছি, একপা এগোলেই ভারত। পাহাড়গুলো সব ভারতের। কী পানির স্রোত! এরপর আমরা রাতারগুলের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। সেখানে গিয়ে আমরা সোয়াম্প ফরেস্ট দেখার জন্য নৌকা ভাড়া করলাম। এই সোয়াম্প ফরেস্টকে বলা হয় বাংলার আমাজন; চারদিকে শুধু গাছ আর গাছ। গাছগুলো একটু আঁকাবাঁকা আর গাছ পানির উপর দাঁড়িয়ে আছে। সিলেট জেলার গোয়াইন ঘাটে অবস্থিত রাতারগুল জলাবন বাংলাদেশের একমাত্র মিঠাপানির বন। রাতারগুলে বেড়ানো শেষে আমরা আবার হোটেলে চলে গেলাম।

পরদিন ভোরে আমরা হযরত শাহজালাল (রা.) এর মাজার ঘুরলাম এবং জিয়ারত করলাম। এরপর আমরা মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত দেখার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। মাধবকুণ্ডের নির্মল স্বচ্ছ জলপ্রপাত দেখে আমরা সবাই আবার মুগ্ধ হলাম। মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত থেকে আমরা শ্রীমঙ্গলে গেলাম চা বাগান দেখার উদ্দেশ্যে, চা-বাগানের কী অপরূপ দৃশ্য! চা- বাগানের মধ্যে কিছু ছবি তুলে আমরা কুষ্টিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম আর শেষ হয়ে গেলো আমাদের সিলেট ভ্রমণ। সিলেট ঘুরে আমার কাছে মনে হলো যে, সৃষ্টিকর্তা সিলেটের সৌন্দর্যকে অতি যত্নে সৃষ্টি করেছেন। এডুকেয়ার শিক্ষা পরিবারের সাথে ভ্রমণ ভোলার নয়। আমার জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে এই ভ্রমণ।

"The Internet of Things (IoT): Revolutionizing the Way We Live and Work"

Kamran Mridha Raaj
Lecturer (ICT)
Educare Ideal School & College

The Internet of Things (IoT) has become an integral part of our modern world, reshaping industries, homes, and the way we interact with technology. In this blog, we will explore the fascinating realm of IoT, its impact on various aspects of our lives, and what the future holds for this transformative technology.

What is the Internet of Things (IoT)?
At its core, IoT refers to the network of interconnected physical devices or "things" that communicate and exchange data over the internet. These things can be everyday objects like refrigerators, thermostats, cars, or industrial machinery. By embedding sensors, software, and connectivity into these objects, they become "smart" and capable of collecting and transmitting data.

The Impact of IoT Across Industries
1. Smart Homes: IoT has revolutionized how we manage our households. Smart thermostats, lighting systems, and secu rity cameras offer convenient to, energy efficient, and enhanced security.
2. Healthcare: IoT-enabled medical devices, like wearable fitness trackers and remote patient monitoring systems, have transformed healthcare by allowing continuous data collection and remote health management.
3. Agriculture: IoT sensors and drones are being used in precision agriculture, providing farmers with real-time data on soil conditions, crop health, and weather patterns, leading to more efficient and sustainable farming practices.
4. Manufacturing: IoT is at the heart of Industry 4.0, where smart factories use data from connected machines to optimize production processes, reduce downtime, and improve product quality.
5. Transportation: Connected vehicles and traffic management systems enhance road safety, reduce congestion, and pave the way for autonomous vehicles.

The Future of IoT: The potential of IoT is vast, and its future looks promising
1. 5G Connectivity: The rollout of 5G networks will provide the high-speed, low-latency connections necessary for a more extensive IoT ecosystem, enabling real-time data analysis and quicker response times.
2. Edge Computing: Processing data closer to the source (at the "edge") will reduce latency and enhance privacy, making IoT applications more efficient and secure.
3. AI Integration: AI and machine learning will play a crucial role in analyzing the massive amounts of data generated by IoT devices, leading to more intelligent and predictive applications.
4. Security: As the number of connected devices increases, cybersecurity will be paramount. IoT security protocols and practices will evolve to protect against potential threats.

IoT in Education: Preparing Future Innovators
Educational institutions, like Educare Ideal School and College, recognize the importance of preparing students for a world increasingly driven by technology. They can:

1. Integrate IoT into Curriculum: Integrate IoT concepts and projects into STEM programs, allowing students to explore its applications.
2. Hands-On Learning: Provide opportunities for students to work with IoT devices and sensors, fostering practical skills and creativity.
3. Interdisciplinary Approach: Encourage collaboration between technology and other fields, as IoT's impact extends across various industries.

In conclusion, IoT is a driving force in our digital age, transforming industries and daily life. At institutions like Educare Ideal School and College, we prepare students by integrating IoT into our curriculum, providing hands-on learning, and fostering interdisciplinary approaches. This ensures our students are well-equipped to embrace and shape the future of IoT, becoming active participants in a connected and intelligent world.

Let's walk together

Saifullah Shafi
Lecturer (English)
Educare Ideal School & College

A mouse was nesting in a farmer's house. One day the mouse saw the farmer and his wife taking something out of the bag. The mouse thought that there must be some food inside the bag, so he crept forward. Actually, it was not something to eat, it was a rat trap. Seeing the trap, the rat kept going back. The mouse went to the pigeon in the back of the house and said, "Today the owner of the house has brought a mouse trap." Hearing this, the pigeon continued to laugh and said, "What do I have to do with it? am I not going to fall into that trap?" Then, the mouse went to the chicken and said the same thing. The chicken insulted the mouse and said, "Brother, this is not my problem." The mouse went panting to the field and called the goat. The goat laughed and continued to laugh. No one paid attention to his word, no one came forward to help him. At night there was a sound of 'fatus', a poisonous snake was caught in the trap. In the dark, the farmer's wife mistook the snake's tail for a mouse, and the snake pounced on her. Seeing the situation, the farmer called a shaman (ojha). The ojha advised him to feed him pigeon soup. The pigeon is now in the cooking pot.

Hearing this news of the farmer's wife, relatives came to her house. Chicken was slaughtered for their eating arrangements. The chicken is now in the cooking pot. Two days later the farmer's wife died. And on her Milad day the goat was also slaughtered.

The goat was gone to cook in the pot. The rat had already run away, far... far away.

What did we learn? ... if someone tells you about his problems, you will think that it's not your problem, it's his problem! But stop for a while, and think about it once, your situation can be like this sometimes. Humans are social beings. If a part of the society, a step or stage, a citizen is in danger, the whole country can be in danger!!

Remember, man is for man and humanity is for all.

Return to humanity with beauty.

Let's walk together.

(Improved and translated by Saifullah Shafi)

মায়েদের আস্থা

মো: রবিউল ইসলাম

প্রভাষক (হিসাব বিজ্ঞান)

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা
এডুকেয়ারে যায়।
এডুকেয়ারে লেখা পড়ার পাশাপাশি
খেলাধুলা হয়।
তোমরা শুনে খুশি হবে
এডুকেয়ারে পিঠাপুলি, পিকনিক, বৈশাখ পালন করা হয়।
তোমরা শুনে আস্থা পাবে
এডুকেয়ারে দক্ষ শিক্ষক সবাই।
তোমাদেরই হবে জয়
এডুকেয়ারের সেবাই।
আয় ছেলেরা, আয় মেয়েরা
এডুকেয়ারে যায়,
এডুকেয়ারে সবার ভালো ফলাফল হয়।
তোমরা জেনে অবাক হবে
দক্ষিণবঙ্গ সেরা হবে
এডুকেয়ারের সেবাই।
জয়ধ্বনি তুলো সবাই
এডুকেয়ারের সাফেল্যে
কালক্ষেপণ না করে
এডুকেয়ারে আমরা সবাই যায়।

দুঃখ

ওয়াসিম কবির

সহকারী শিক্ষক

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

মা'গো আমি দেখলাম সেদিন
রেল লাইনের পাশে,
মানুষ নামের একটি জীব
পড়ে আছে সে পথে,
পরনে তাহার একটি নেংটি
ধুলি মাখা গা
ঘুমিয়ে আছে ক্ষুধার জালায়
কেউ দেখে না তা,
পোকা মাকড়ে খেয়েছে তারে
মাছি ওড়ে ভন ভন
তবুও দেখেনা দুচোখ মেলিয়া
পথ যাত্রী যারা
অনেকে আবার গন্ধ এড়াতে
নাকে দেয় বেশ রোমাল,
গন্ধ হলেও মানুষ সেতো
সৃষ্টির সেরা প্রাণ
কেঁদে ওঠে মন তা দেখে মোর
হাহা করে বুক
মনের কাঁদুনি রেখে গেলাম তাই
কলমের লেখা রূপ।

শিক্ষা ও মনুষ্যত্বের ধারায় জীবন বহমান

জায়েদুল ইসলাম
প্রভাষক (ব্যবস্থাপনা)
এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

শিক্ষা মানুষের অমূল্য সম্পদ। আদর্শ মনুষ্যত্ব অর্জনকেই শিক্ষা বলে অভিহিত করেছেন দার্শনিক কান্ট। প্রকৃত পক্ষে শিক্ষিত হয়েও মানুষ হতে না পারলে এ শিক্ষা মূল্যহীন। ইতিবাচক বিকাশের জন্য প্রয়োজন আদর্শ ও মনুষ্যত্ব বোধ মানুষ। একজন শিক্ষকই পারে একজন ছাত্রের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তুলতে। যা দেশ ও জাতি গঠনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "তোমরা জ্ঞান অর্জন করো এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য শিষ্টাচার শেখো এবং যার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করো তাকে সম্মান করো।" কিন্তু সমাজের চিত্র আজ ভিন্ন। শিক্ষক-শিক্ষিকারা আজ অবহেলার রোষানলে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে জিম্মি। নেই তাদের কোন যথাযথ সম্মান। একজন প্রকৃত শিক্ষক তার সবটুকু জ্ঞান ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে উজাড় করে দেয়। তাদেরকে আলোর পথ দেখায়। আজকে মনে পড়ে গেল সেই পুরনো দিনের কথা। সেই ছোট্ট অনিক, রাফি, গালিব কখনো স্কুলে যেতে চায়নি। মাস্টার মশাই তাদেরকে চকলেট, বিস্কুট, ছাতুর লোভ দেখিয়ে স্কুলে আনত।

আজ তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার কেউবা সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। এটাই কি একজন শিক্ষকের দোষ ছিল? যে কিনা নিজের পকেটের টাকা দিয়েও তাদেরকে শিক্ষানুরাগী করে তুলতো। সেই শিক্ষক আজ অবহেলিত। কিন্তু শিক্ষকের সু-শাসন, সেই প্রহার আজ বৃথা যায়নি। শিক্ষকের এই সু-শাসনের কারণেই অনিক, রাফি ও গালিবের মতো আরো অনেকেই আজ সমাজের চোখে দেশের মানুষের কাছে উজ্জীবিত হয়ে আছে। তাই আজকে আমাদের মনুষ্যত্ব বোধকে জাগ্রত করতে হবে।

কাজী মোতাহার হোসেন বলেছেন, "জীবন বৃক্ষের পাতায় যে ফুল ফোটে তাই মনুষ্যত্ব" আর একজন শিক্ষক শুধু শিক্ষদানই করেন না, মানুষের মনুষ্যত্ববোধকে জাগ্রত করতে নিরলসভাবে পরিশ্রম করে যান।

"লেখার ভুলত্রুটিগুলো মার্জনীয়"

কুরআন ও হাদিসের আলোকে সাওম এর গুরুত্ব ও ফজিলত

ফরিদ উদ্দিন
সহকারী শিক্ষক
এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

সাওম আরবি শব্দ এটির অর্থ হলো কোনো কিছু থেকে বিরত থাকা। শরিয়াতের পরিভাষায় সিয়াম বলতে বুঝায় সুবেহ সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাদ্য, পানীয়, স্বামী-স্ত্রীর মিলন ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকাকে। রমজান মাসের রোজা পালন করা মুসলমানের উপর ফরজ। মূলত রোজা পালন পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য অপরিহার্য ইবাদত ছিলো। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন- "হে মুমিনগণ, তোমাদের জন্যে সিয়ামের (রোজা) বিধান দেওয়া হলো, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো"। (সুরা আল বাকারা: আয়াত ১৮৩)
আমাদের এটা ভাবার কোনো সুযোগ নেই যে সাওম মনে হয় শুধু আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা ফরজ করেছেন। এমনকি একজন ব্যক্তি অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে এবং যারা বার্ধক্য জনিত কারণে রাখতে পারবে না তার বিধান কি-সেই বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন- "সিয়াম (রোজা) নির্দিষ্ট কয়েক দিনের। তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে অথবা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যাপূর্ণ করবে। এটি যাদের অতিশয় কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদিয়া- একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদান করানো। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে তা তার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। আর সিয়াম (রোজা) পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর যদি তোমরা তা জানতে"। (সুরা আল বাকারা: আয়াত ১৮৪)

কুরাআনের জন্যই রমজানের মর্যাদা
এই রমাজনের মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে পবিত্র কুরআন এই মাসে অবতীর্ণ হওয়ার কারণে এই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন-"রমজান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে সিয়াম (রোজা) পালন করে এবং কেউ অসুস্থ থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্যে যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না, এজন্যে যে তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করবে এবং তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার কারণে তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করবে এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো। (সুরা আল বাকারা: আয়াত ১৮৫)

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গোনাহ মাফ
রাসুল সা. তাঁর হাদিসের মধে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন- যেই ব্যক্তি ইমানে সাথে সাওম পালন করবে তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। এই প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সা. ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতিসাব-সহ রমজান মাসের রোজা রাখবে, তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে"। (বুখারি ও মুসলিম)
এখানেই শেষ নয় বরং সাওম পালনকারীর জন্য রয়েছে আরো বড় উষ্ণ অভ্যর্থনা। জান্নাতের আটটি দরজার কথা বলা হচ্ছে যার একটি দরজা বরাদ্ধ থাকবে শুধু যারা সাওম পালন করবে। এই ব্যপারে হযরত সাহল বিন সাদ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সা. ইরশাদ করেন-"জান্নাতের একটি দরজা আছে, একে 'রাইয়্যান' বলা হয়, এই দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন একমাত্র রোজাদার ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া অন্য কেউ এই পথে প্রবেশ করবে না। সেদিন এই বলে আহ্বান করা হবে, 'রোজাদারগণ কোথায়?' তারা যেন এই পথে প্রবেশ করে। এভাবে সকল রোজাদার ভেতরে প্রবেশ করার পর দরজাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। অতঃপর এ পথে আর কেউ প্রবেশ করবে না"। (বুখারি ও মুসলিম)

রোজা ঢাল স্বরূপ
সাওম পালন করলে একজন ব্যক্তির সাওয়াব এর পাশাপাশি নিজের জিহব্বও হেফাজতের কথাও বলা হয়েছে, এবং কেউ যদি সায়েম এর সাথে ঝগড়া করতে চায় তখন যেন রোজাদার ব্যক্তি নিজেকে হেফাজত করতে এই কথা বলে যে আমি একজন রোজদার এই ব্যপারে মুসলিমের একটি হাদিসে আমরা দেখি যা হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-
রাসুল সা. ইরশাদ করেন, "রোজা ঢাল স্বরূপ, তোমাদের কেউ কোনদিন রোজা রাখলে তার মুখ থেকে যেন অশ্লীল কথা বের না হয়। কেউ যদি তাকে গালমন্দ করে অথবা ঝগড়ায় প্ররোচিত করতে চায়, সে যেন বলে, আমি রোজাদার"। (বুখারি ও মুসলিম)

আমিই এর প্রতিদান দেবো
সাওমা পালনকারীর মর্যাদা যে কত বড়ো রাসুল সা. এর বোখারি ও মুসলিমের এক হাদিসের বর্ণনা থেকে জানতে পারি যেখানে মানুষের মুখের দুর্গন্ধ একে অপরের কাছে অপছন্দনীয় সেখানে রোজাদারে সারাদিন অনাহারের পরে মুখ থেকে যেই গন্ধ বের হয় সেটি আল্লাহ কাছে অনেক সুগন্ধির চেয়েও আরো বেশি দামী। এই ব্যপারে হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসুল সা. ইরশাদ করেন- "আদম সন্তানের প্রতিটি নেক আমলের সাওয়াব দশগুণ হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলেন-রোজা এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। কেননা ইহা একান্ত আমারই জন্যে, অতএব আমিই এর প্রতিদান দেবো।

দুটি আনন্দ
রোজা পালনে আমার বান্দা আমারই সন্তুষ্টির জন্যে স্বীয় ইচ্ছা, বাসনা ও পানাহার পরিত্যাগ করে থাকে। রোজাদারের জন্যে দুটি আনন্দ। একটি ইফতারের সময় এবং অন্যটি তার প্রতিপালক আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়। নিশ্চয় জেনে রেখো, রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট সুগন্ধি হতেও অনেক উত্তম"। (বুখারি ও মুসলিম)

জান্নাত লাভের পথ
হাদিসে এসেছে, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি রাসুল সা.-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে এমন একটি কাজের নির্দেশ দিন, যার দ্বারা আমি লাভবান হতে পারি। তিনি বললেন, তুমি রোজা রাখো। কেননা, এর সমকক্ষ আর কোনো ইবাদত নেই"। (নাসায়ি)

রাইয়ান দরজা বরাদ্ধ
রাসুল সা. আরো বলেছেন, "জান্নাতে একটি দরজা রয়েছে। যার নাম রাইয়ান। কিয়ামতের দিন রোজাদারগণই শুধু সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া অন্য কেউ সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। সেদিন ঘোষণা করা হবে, রোজাদারগণ কোথায়? তখন তারা দাঁড়িয়ে যাবে এবং সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। যখন তাদের প্রবেশ শেষ হবে, তখন দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফলে তারা ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না"। (বুখারি)

মেশকের চেয়েও উত্তম
নবি করিম সা. বলেন, "যার হাতে মুহাম্মদ সা.-এর জীবন, সে সত্তার শপথ, রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তা'আলার কাছে মেশকের ঘ্রাণ থেকেও প্রিয়"। (বুখারি)
হজরত মাকহূল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, জান্নাতিগণ জান্নাতে সুঘ্রাণ পাবে। তখন তারা বলবেন, হে আমাদের রব! জান্নাতে প্রবেশের পর থেকে এত সুন্দর সুঘ্রাণ আর কখনও পাইনি। তখন তাদেরকে বলা হবে- এ হলো রোজা পালনকারীদের দীর্ঘক্ষণ না খেয়ে থাকার কারণে যে মুখের সুঘ্রাণ যা দুনিয়ার মানুষের কাছে ছিলো দুর্গন্ধর মতো।

রোজা কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে
এই ব্যপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবি করিম সা. বলেছেন, "রোজা ও কোরআন কিয়ামতের দিন মানুষের জন্য এভাবে সুপারিশ করবে যে রোজা বলবে, হে প্রতিপালক! আমি দিনের বেলা তাকে পানাহার ও সহবাস থেকে বিরত রেখেছি। তাই তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল করো। কোরআন বলবে, হে প্রতিপালক! আমি তাকে রাতে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছি, তাই তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল করো। তিনি বলেন, 'এরপর উভয়ের সুপারিশই কবুল করা হবে"। (মুসনাদে আহমদ)

রোজা গুনাহ মাফের কারণ ও কাফফারা
হাদিসে এসেছে, "মানুষ যখন পরিবার-পরিজন, প্রতিবেশী ও ধন-সম্পদের কারণে গুনাহ করে ফেলে, তখন নামাজ, রোজা, সদকা সে গুনাহগুলোকে মিটিয়ে দেয়"। (বুখারি)

রোজার হিকমত, লক্ষ্য ও উপকারিতা
১. তাকওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জন। ২. শয়তান ও কুপ্রবৃত্তির ক্ষমতা দুর্বল করা। ৩. রোজা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ ও তাঁর দাসত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যম। ৪. ইমানকে দৃঢ় করা, মোরাকাবা ও আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করার সুন্দর পন্থা। ৫.ধৈর্য, সবর ও দৃঢ় সংকল্প সৃষ্টির মাধ্যম। ৬. নিজেকে আখিরাতমুখী করার অনুশীলন। ৭. আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি শুকরিয়া ও সৃষ্ট জীবের সেবা করার দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়। ৮. জাগতিকভাবে শারীরিক শক্তি ও সুস্থতা অর্জনের উত্তম উপায়।

সাহারি খাওয়া
রোজা রাখার জন্য সাহারি খাওয়া সুন্নত। রাসুল সা. বলেছেন, "তোমরা সাহারি খাও। কারণ সেহরিতে বরকত রয়েছে"। (বুখারি)
রাসুল সা. বলেছেন, "আমাদের ও ইহুদি-খ্রিস্টানদের রোজার মধ্যে পার্থক্য হলো সাহারি খাওয়া"। (মুসলিম)

দেরি করে সাহারি খাওয়া
সাহরির অর্থ হলো যা কিছু রাতের শেষভাগে খাওয়া হয়। সুন্নত হলো দেরি করে সাহারি খাওয়া। রাসুল সা. সর্বদা শেষ সময়ে সাহরি খেতেন। ফজরের ওয়াক্ত আসার পূর্বক্ষণে সাহারি খেলে রোজা রাখতে অধিকতর সহজ হয়, ফজরের নামাজ আদায় করার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে কষ্ট করতে হয় না। সতর্কতা অবলম্বন করে ফজরের অনেক আগে সাহারি শেষ করা সুন্নত নয়। সাহরির সময় শেষ হলো কি না তা জানবেন নিজের চোখে পূর্বাকাশের শুভ্রতা দেখে, অথবা নির্ভরযোগ্য ক্যালেন্ডার ও নির্ভুল ঘড়ির মাধ্যমে জানতে হবে।

ইফতারে বিলম্ব নায়
সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে রাতের আগমন ঘটে ও ইফতার করার সময় হয়ে যায়। রাসুল সা. বলেছেন, "মানুষ যত দিন সময় হওয়া মাত্র ইফতার করবে, তত দিন কল্যাণের সঙ্গে থাকবে"। (বুখারি) তিনি আরো বলেছেন, 'যত দিন মানুষ সময় হওয়া মাত্র ইফতার করবে, তত দিন দ্বীন বিজয়ী থাকবে। কেননা, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা ইফতারে দেরি করে"। (আবু দাউদ) তবে একটি কথা জেনে রাখা ভালো যে আমাদের দেশে যেহেতু এখনো সূর্যাস্তের ব্যপারে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে পরীক্ষা করা কঠিন এমনকি ইসলামি ফাউন্ডেশনও এই ব্যপারে বলে যে সর্তকতা মূলক দুই এক মিনিট দেরি হতেপারে। তবে নিশ্চতভাবে জানতে পারলে সঠিক সময়েই করতে হবে।

হজরত আবু হুরায়ারা রা. বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন-
"তিন ব্যক্তির দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। তার মধ্যে একজন হলেন রোজা পালনকারী যতক্ষণ না ইফতার করে"। (তিরমিজি) এসব রোজা পালনকারীকে জান্নাতে তাদের ইচ্ছামত খাদ্য, পানীয় ও নারী দান করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- "তাদেরকে বলা হবে বিগত দিনসমূহে তোমরা যা আগে প্রেরণ করেছ তার বিনিময়ে তোমরা তৃপ্তি সহকারে খাও ও পান করো।" (সুরা হাক্কাহ: আয়াত ২৪)
হজরত মুজাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, এ আয়াতটি রোজা পালনকারীদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে যথাযথভাবে রোজা পালন করার তাওফিক দান করুন। রোজা ফজিলত ও মর্যাদা পাওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

"অবশেষে হারিয়ে যাওয়া ১০ টাকা খুঁজে পেলাম"

মো: মোস্তাফিজুর রহমান
সহকারী শিক্ষক
এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

একদিন বিকালে এডুকেয়ারের তিনজন শিক্ষক লালনের মাজারে ঘুরতে গেলেন। ঘুরাঘুরির পর তারা প্রত্যেকে ৫০ টাকা করে মোট ১৫০ তুলে এক হোটেলে হালকা নাস্তা করলেন। হোটেল ম্যানেজারকে নাস্তার বিল ১৫০ টাকা দেয়া হল কিন্তু হোটেল ম্যানেজার বিলের উপর বিশেষ ডিসকাউন্ট দিলেন ২০ টাকা। ম্যানেজার টাকাটি হোটেল বয়ের হাতে দিলেন এবং বললেন যে ঐ টাকা তিন শিক্ষককে ফেরত দিয়ে দিতে। কিন্তু ঐ হোটেল বয়টি ছিল বেশ চতুর বুদ্ধিমান ও কিছুটা লোভী। সে ভাবল যে, কীভাবে ২০ টাকা তিনজনকে সমানভাবে ভাগ করে দেবে? তাই সে ৫ টাকা নিজের পকেটে রেখে দিল এবং বাকি ১৫ টাকা তিন শিক্ষকের প্রত্যেককে ৫ টাকা করে ফেরত দিল। আগে প্রত্যেকে ৫০ টাকা করে দিয়েছিল এবং এখন ৫ টাকা ফেরত পেল। তাহলে, তাদের প্রত্যেকের খরচ হল ৫০-৫ = ৪৫ টাকা করে। অর্থাৎ যদি ৪৫ টাকা করে খরচ হয়, তবে তাদের মোট খরচ হলো ৪৫ গুণ ৩ = ১৩৫ টাকা এবং ঐ হোটেল বয় পকেটে রেখেছিল ৫ টাকা। সুতরাং মোট হলো ১৩৫ + ৫ = ১৪০ টাকা। কিন্তু প্রথমে তারা দিয়েছিল মোট ১৫০ টাকা, তাহলে বাকি ১০ টাকা গেল কোথায়? সম্মানিত পাঠক, হারিয়ে যাওয়া এই ১০ টাকা আপনি খুঁজে বের করতে পারবেন কি? যদি না পারেন তাহলে নিচের সমাধানটি দেখুন..

আচ্ছা একটু ভাবুন তো,আমরা কি আসলে সঠিক হিসাব করেছি! এক কথায় উত্তর না, আমরা সঠিক হিসাব করিনি....

প্রথমে তিন শিক্ষক প্রত্যেকে ৫০ টাকা করে মোট ১৫০ টাকা দিয়েছিল, পরে প্রত্যেকে ৫ টাকা করে ফেরত পেয়েছিল সুতরাং ধরতে হবে যে, তারা মোট ১৫০-১৫ = ১৩৫ টাকা দিয়েছিল। এই ১৩৫ টাকার মধ্যে ম্যানেজার নিয়েছিল ১৩০ টাকা এবং চতুর হোটেল বয় পকেটে রেখেছিল ৫ টাকা। অর্থাৎ তিন শিক্ষকের মোট খরচ হয়েছিল ১৩৫ টাকা। এই হিসাবটির মধ্যে আসলে রহস্য হলো তিন শিক্ষক মিলে মোট খরচ করেছিল ১৩৫ টাকা, তার মধ্যেই রয়েছে হোটেল বয় এর পকেটে রাখা ৫ টাকা। তাই ৫ টাকা আর আলাদাভাবে যোগ করার প্রয়োজন নেই। আসল ব্যাপার হলো এই হিসাবটির মধ্যে রয়েছে যোগ বিয়োগের এক মজার খেলা, যা ভালোভাবে খেয়াল না করলে ধরা যায় না।

সুতরাং আমরা অবশেষে হারিয়ে যাওয়া ১০ টাকা খুঁজে পেয়েছি!!!

আম বাগানের মালিক কেন বেহুশ !!!

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সহকারী শিক্ষক
এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

কোনো এক গ্রামে বিশাল এক আম বাগানের মালিক বাস করতেন, প্রতি বছরের ন্যায় সেবারও আম বাগান পাহারা দেওয়ার জন্য একজন পাহারাদার খুজছিলেন। যথা সময়ে একজন পাহারাদার পেয়েও গেলেন, পাহারাদারটি ছিল খুব চতুর (বুদ্ধিমান)! উল্লেখ্য, গণিত সম্পর্কে তার বেশ ভালো জ্ঞান ছিল। অঙ্কের হিসাবটা সে বেশ ভালোই বুঝতো। বাগানের মালিক পাহারাদারকে বললেন তাকে ২ মাস (৬০ দিন) বাগান পাহারা দিতে হবে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ৬০ দিনে বেতন কত নিবে? চতুর পাহাদার বলল মালিক সাহেব বেতন বাবদ আমি কোনো নগদ টাকা নিতে চাইনা। আমাকে আপনি দিন হিসাবে আম দিবেন। বাগান মালিক জিজ্ঞেস করলেন তা তুমি কতটি আম নিতে চাও? পাহারাদার বলল আম নিব একটি পদ্ধতির মাধ্যমে। পদ্ধতিটি হল এরকম... ১ম দিন দিবেন একটি আম। তারপরের দিন তার দ্বিগুন অর্থাৎ দুইটি। তারপরের দিন তার দ্বিগুণ অর্থাৎ চারটি আম বাগান মালিক ভাবলেন এ আর এমনকি একটি, দুইটি, চারটি করে ৬০ দিনে আর কতটি আম হবে!! বাগান মালিক ভাবলেন পাহারাদারটি নিতান্তই বোকা!! তা নাহলে কি কেউ টাকা না নিয়ে শুধুমাত্র এই কয়টা আম নিতে চায়? তাই তিনি রাজি হয়ে গেলেন। বাগান মালিক বললেন যাও, তবে, আজ থেকে তোমার পাহারা দেওয়া শুরু করো। দেখতে দেখতেই পাহারার সময় শেষ হয়ে গেল অর্থাৎ আম সংগ্রহের সময় হয়ে গেল! বাগান মালিক আম সংগ্রহের পর পাহারাদারের পাওনা পরিশোধ এর জন্য হিসাব শুরু করলেন কিন্তু অবাক করার ব্যপার হল এইযে, ২১তম দিনের আমের হিসাবের পর বাগান মালিক রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন এই ভেবে যে, পাহারাদারের বুদ্ধির কাছে সে খুব বড় আকারে ধরা খেয়ে গেছে এবং এভাবে ৬০তম দিনের হিসাব শেষে আমের সংখ্যা দেখে তিনি বেহুশ হয়ে গেলেন। কিন্তু... প্রিয় পাঠক, আপনারা বলতে পারবেন কি বাগান মালিক কেন বেহুশ হয়ে গেলেন? এই প্রশ্নের উত্তর বের করতে পারবেন কি? আচ্ছা, চলুন দেখি এর সমাধান...বাগান মালিকের বেহুশ হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। কারণ, চতুর পাহারাদারের হিসাবের ব্যপারটি ছিল অঙ্কের দারুণ এক কেরামতি। হিসাব টা ছিল এরূপ... ১ম দিন আমের সংখ্যা ১ টি, ২য় দিন আমের সংখ্যা ২টি,৩য় দিন আমের সংখ্যা ৪টি, ৪র্থ দিন আমের সংখ্যা ৮টি। এইভাবে চলতে থাকলে ২১তম দিনে আমের সংখ্যা হবে ১০৪৮৫৭৬ টি। বাগান মালিক বুঝলেন যে, আর দুয়েক দিনের আমের সংখ্যা হিসাব করলেই বাগানের সব আম পাহারাদারকেই দিতে হবে। ৬০তম দিনের হিসাব অনুযায়ী আমের সংখ্যা হবে ৫৭৬৪৬০৭৫২৩০৩৪২৩৪৮৮ টি। আসলে গণিতের সূত্র অনুযায়ী হ তম দিনে ঐ সংখ্যা দাঁড়ায় ঐ শর্তানুযায়ী ঘ = ২হ-১। এবার বুঝলেনতো বাগান মালিক কেন বেহুশ হয়েছিলেন!!!

স্কাউটিং কেন করব

নিরঞ্জন কুমার বিশ্বাস
স্কাউট শিক্ষক
এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

আজকের শিশু আগামী দিনের সোনালি ভবিষ্যৎ। আমাদের এই শিশুদেরকে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়ে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সৎ, চৌকশ, দক্ষ ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারলেই আমাদের স্বপ্নের অসাম্প্রদায়িক স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণ হবে। একজন শিশুর উপরোক্ত গুণাবলি অর্জন করতে হলে তার স্কাউট কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকতে হবে। স্কাউট আন্দোলন বিশ্বব্যাপী একটি জনপ্রিয় স্বেচ্ছাসেবী গতিশীল অরাজনৈতিক আন্দোলন। এটি একটি শিক্ষামূলক কার্যক্রম যা বয়স্ক নেতাদের সমর্থনে পরিচালিত হয়ে আসছে। শিশু-কিশোর ও যুববয়সীদের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সৎ, চরিত্রবান, পরোপকারী, চৌকশ ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে। তাদেরকে আনন্দের সাথে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে অভ্যস্ত করে। সর্বোপরি আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই স্কাউট আন্দোলনের মূল লক্ষ্য।

রবার্ট স্টিফেন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল (বিপি) ১৯০৭ সালে ২১ জন বালক নিয়ে ইংল্যান্ডের ব্রাউন্সি দ্বীপে ক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে স্কাউট আন্দোলনের সূচনা করেন। বিশ্ব স্কাউট সংস্থা ১৯৭৪ সালের ১ জুন বাংলাদেশ স্কাউট সমিতিকে ১০৫ তম সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তবে ১৯৭৮ সালের ১৮ জুন পঞ্চম জাতীয় কাউন্সিল সভায় পুনরায় এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় বাংলাদেশ স্কাউটস।

স্কাউটিং কেন করব:
স্কাউটিং এমন একটি আন্তর্জাতিক, শিক্ষামূলক ও অরাজনৈতিক আন্দোলন-যার মাধ্যমে শিশু, কিশোর ও যুবকদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে যোগ্য করে গড়ে তোলা হয়। আগ্রহীদের স্কাউট আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে হলে, স্কাউট-প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হয়। স্কাউট আন্দোলনের মূল মন্ত্র: (১) স্রষ্টার প্রতি দায়িত্ব (Duty to God), (২) অন্যের প্রতি দায়িত্ব (Duty to Others) এবং (৩) নিজের প্রতি দায়িত্ব (Duty to Self)।

স্কাউট আন্দোলনের মূলমন্ত্র অনুযায়ী শুধুমাত্র সমাজসেবাই স্কাউটিং নয়; স্কাউটিং এর মাত্র তিনভাগের একভাগ হচ্ছে সমাজসেবা। এছাড়াও বাকি এক-তৃতীয়াংশতে রয়েছে নিজের প্রতি সেবা অর্থাৎ আত্মউন্নয়ন ও এক তৃতীয়াংশ ধর্মপরায়ণতা; স্রষ্টার প্রতি দায়িত্ব। একজন স্কাউটার যেমন স্রষ্টার প্রতি ধর্মীয় প্রার্থনা, রীতিনীতি পালন করছে। ঠিক তেমনি সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে সমাজসেবা পরোপকারের মতো মহান দায়িত্ব পালন করছে এবং নিজের আত্মউন্নয়নের প্রতিও সে অনেক দায়-দায়িত্ব পালন করছে।

এছাড়াও একজন স্কাউটার যখন স্কাউট আন্দোলনে যোগ দেয় তাকে দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়। দীক্ষার সময় তাকে তিন আঙুলের স্কাউট চিহ্ন দেখিয়ে স্কাউট প্রতিজ্ঞা পাঠ করতে হয়, "আমি আমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে, আল্লাহ্ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে, সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে, স্কাউট আইন মেনে চলতে, আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

সর্বোপরি একজন আদর্শ স্কাউটার হতে হলে আসুন আমরা স্কাউটিং এর তিনটি মূলনীতিকে সমানভাবে গুরুত্ব দেই ও নিজেকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলি, দেশকে সেবা করার ব্রত নিয়ে এগিয়ে যাই। আগামী দিনের স্কাউটিং সবার আরও আনন্দময় হোক।

আল-কুরআন ও আরবি বিভাগের

কিছু কথা

সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ,
আস্‌সালামু আলাইকুম।

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। এডুকয়োর আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজে স্মার্ট ক্যাম্পাসে নতুন বছরে কাছের ও দূরের সকল শুভানুধ্যায়ীকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের অন্তরের মহান সৃষ্টিকর্তা ইসলাম ও ইসলামিক মূল্যবোধ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার তৌফিক দান করুন। ইসলামের অমীয় জীবন ধারায় জাগ্রত হয়ে ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জীবন তথা দোজাহানে সফলকাম হওয়ার লক্ষ্যে এডুকেয়ার এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই পদক্ষেপের আওতায় বাংলা মাধ্যম ও ইংরেজি ভার্সন স্কুলে এই প্রথম বারের মতো পবিত্র আল-কুরআনের প্রি-হিফ্‌জ ও হিফ্‌জুল কুরআন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

অভিভাবকদের চাহিদা সাপেক্ষে সকল মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য প্রি-হিফ্‌জ আবশ্যিক কার্যক্রম হিসাবে গ্রহণ করা হবে। এই কর্মসূচির আওতায় আরবি ভাষায় কথা বলা ও লেখায় এবং কুরআন তিলাওয়াতে পারদর্শী করে গড়ে তোলা হবে। সম্মানিত অভিভাবকদের চাহিদা সাপেক্ষে পূর্ণাঙ্গ হিফ্‌জ খানা চালু করা হবে। এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের ২০০০ এর অধিক শিক্ষার্থীদের জন্য আমাদের শতাধিক চৌকস শিক্ষকমন্ডলী এবং হাফেজগণ অবিরাম কাজ করে যাচ্ছেন। আমাদের সন্তান সন্ততিরা যেনো আগামীতে ইসলামের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আদর্শিক ও মানবিক মূল্যবোধ জীবন গড়ে তুলতে সমর্থ হয়।

মহান আল্লাহতায়ালার অপার মহিমায় ইসলামী শিক্ষা নিয়ে এই চলার পথ শুভ ও সুন্দর হউক এই প্রার্থনা করে সকলের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি।

শুভেচ্ছান্তে
হাফেজ মাওলানা মোঃ উসমান গণি
বিভাগীয় প্রধান (ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা)
এডুকয়োর আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজে

রংতুলি খেলা

রং তুলির খেলা

নাম: সুমাইয়া আক্তার মৌ, ক্লাস: ৮ম

নাম: জান্নাতুল ফেরদৌস জান্নাত, ক্লাস: ১০ম

নাম: জান্নাতুল মাওয়া দিয়া, ক্লাস: ৮ম

নাম: জারিন মাহফুজ অহনা, ক্লাস: ৫ম

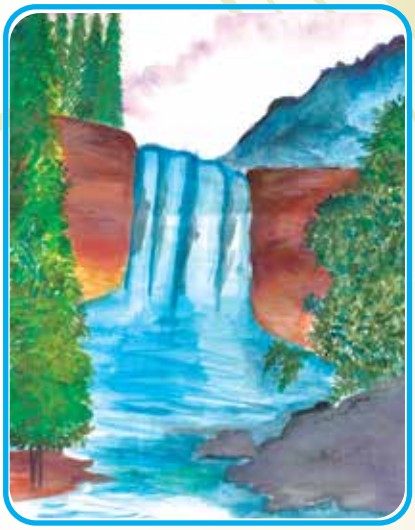

নাম: জয়তি পাল, ক্লাস: ৫ম

নাম: রিফা তাসমিয়া রাইসা, ক্লাস: ৮ম

নাম: আফরা রহমান, ক্লাস: ১০ম

নাম: জান্নাতুল ফেরদৌস রোজা, ক্লাস: ১০ম

রং তুলির খেলা

নাম: সৌমিক সাহা, ক্লাস: ৮ম

নাম: যারিয়াত নূর, ক্লাস: ৮ম

নাম: উম্মে খাদিজা, ক্লাস: ১০ম

নাম: লামিয়া জান্নাত হিয়া, ক্লাস: ২য়

নাম: জাকিয়া সুলতানা, ক্লাস: ১০ম

নাম: নাফিসা আনজুম সূচি, ক্লাস: ১০ম

নাম: তালহা জুবায়েত, ক্লাস: ৩য়

নাম: নাফিসা আনজুম সূচি, ক্লাস: ১০ম

ভদ্র আচরণ করতে শিক্ষা লাগে, অভদ্র আচরণ করতে অজ্ঞতাই যথেষ্ট

রং তুলির খেলা

নাম: আসমাউল হুসনা, ক্লাস: ৯ম

নাম: তানিসা কাদের নাহুল, ক্লাস: ৮ম

নাম: আলিশা জেবিন, ক্লাস: ১০ম

নাম: জান্নাত মাহাদিয়া, ক্লাস: ৫ম

নাম: জান্নাতুল ফেরদৌস স্বপ্নীল, ক্লাস: ১০ম

এডুকেয়ার ফটো গ্যালারী

মানুষের গুণ নিয়ে প্রতিযোগিতা করুন দোষ নিয়ে নয়

যাঁদের পদার্পণে এডুকেয়ার ধন্য

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের স্মার্ট ক্যাম্পাস উদ্বোধনের সূচনালগ্নে কুষ্টিয়া-৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ এর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহবুবউল আলম হানিফ মহোদয়।

এডুকেয়ার থিয়েটার বোর্ড উদ্বোধন ও মুজিব ভাই মুভি প্রদর্শন করছেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব আতাউর রহমান আতা মহোদয়।

শিক্ষার মানন্নোয়নে এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের অভিভাবক সমাবেশে প্রধান অতিথি কুষ্টিয়া-৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ এর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহবুবউল আলম হানিফ

শিক্ষার মানন্নোয়নে এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের অভিভাবক সমাবেশে বিশেষ অতিথি কুষ্টিয়া-৪ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব সেলিম আলতাফ জর্জ মহোদয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা খুলনা অঞ্চলের পরিচালক জনাব প্রফেসর শেখ হারুনর রশিদ মহোদয়কে ফুল দিয়ে বরণ করছেন এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক রাসেল মহোদয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকর্তা, মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, শিক্ষা উপ-মন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শখার প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ আকস্মিকভাবে এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেরজর স্মার্ট ক্যাম্পাস পরিদর্শন করেন।

এসএসসি-২০২৩ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত মডেল টেস্ট পরীক্ষার ফলাফল ও দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ধর্ম মন্ত্রণালয়েল উপ-সচিব জনাব মো: গিয়াস উদ্দিন মহোদয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর থেকে এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ আকস্মিক পরিদর্শন করেন উপ কলেজ পরিদর্শক জনাব মদন মোহন দাশ মহোদয়, উপ বিদ্যালয় পরিদর্শক জনাব এস এম রফিকুল ইসলাম মহোদয়।

ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ কর্ণেল সাদিকুল বারী মহোদয় এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের স্মার্ট ক্যাম্পাস পরিদর্শন করেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর থেকে এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ আকস্মিক পরিদর্শন করলেন উপ কলেজ পরিদর্শক জনাব মদন মোহন দাশ মহোদয়, উপ বিদ্যালয় পরিদর্শক জনাব এস এম রফিকুল ইসলাম মহোদয়।

পিঠাপুলি উৎসবে প্রধান অতিথি কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মো: আতাউর রহমান আতা মহোদয়।

মুজিব বর্ষের অঙ্গিকার, মাদক করবো পরিহার শ্লোগানকে সামনে রেখে শিক্ষার্থীদের সাথে সচেতনতামূলক আলোচনা সভা করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়ার উদ্ধর্তন কর্মকর্তাবৃন্দ।

এডুকেয়ারের অর্জন (আংশিক)

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের টঈগঅঝ এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর।

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থী নসুরাত জাহান লাবন্য ২০২০ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করায় যশোর শিক্ষা বোর্ড থেকে বৃত্তি প্রাপ্ত হয়।

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের ৭ম শ্রেণির শিক্ষার্থী আরিয়ান ইসলাম বরিশাল ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় কৃতিত্বের ফলাফল অর্জন করেছে।

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের এসএসসি ২০১৯ ব্যাচের শিক্ষার্থী মৃধা সোয়েব মাহমুদ ভর্তি পরীক্ষায় ঢাবি ডি ইউনিট, রাবি বি ইউনিট, চবি সি ইউনিট এ কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করেছে। তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন এডুকেয়ারের চেয়ারম্যান জনাব এম এইচ রাসেল মহোদয়।

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের এসএসসি ২০১৯ ব্যাচের শিক্ষার্থী আল হাদিদ ভর্তি পরীক্ষায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করেছে। তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন এডুকেয়ারের চেয়ারম্যান জনাব এম এইচ রাসেল মহোদয়।

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের এসএসসি ২০১৯ ব্যাচের শিক্ষার্থী তাসনিম আক্তার দিশারী ভর্তি পরীক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করেছে। তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন এডুকেয়ারের চেয়ারম্যান জনাব এম এইচ রাসেল মহোদয়।

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে সচেতন মা। জনসচেতন-তামূলক জেলা পর্যায়ের কর্মশালায় ৬টি পুরস্কার অর্জন করেছে শিক্ষার্থীবৃন্দ।

রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া কর্তৃক আয়োজিত সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিক্ষা মেলায় এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ বিজ্ঞানের প্রজেক্ট তৈরিতে ১ম স্থান অধিকার করে।

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে সচেতন মা। জনসচেতন-তামূলক জেলা পর্যায়ের কর্মশালায় কৃতিত্বের সহিত পুরস্কার অর্জন করেন ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থী আসমা উল হুসনা মহুয়া।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়েজিত ৭ই মার্চ ভাষণ প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিভাগে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করেছে এডুকেয়ার শিক্ষার্থীবৃন্দ।

৪৪ তম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ, বিজ্ঞান মেলা এবং ৭ম জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করে চুতর্থ স্থান অধিকার করেছে এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থী জোবায়েদ আহমেদ জিম।

রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া কর্তৃক আয়োজিত সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিক্ষা মেলায় চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী ফাহিম ফয়সাল ১ম স্থান অধিকার করে।

মন্দ সাহচর্যের চেয়ে নিঃসঙ্গতা অনেক ভালো।

এডুকেয়ারের অর্জন (আংশিক)

▶ বাংলা মাধ্যম ও ইংলিশ ভার্সন
▶ প্রি-হিফ্‌জ ও হিফ্‌জুল কুরআন

প্লে গ্রুপ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি

▶ আবাসিক ● অনাবাসিক

আপনার সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য প্রথম পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হোক এডুকেয়ারের স্মার্ট ক্যাম্পাস....

কুষ্টিয়া জেলার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে SSC-2022 ও 2023 পরীক্ষায় শতভাগ পাসসহ সর্বোচ্চ সংখ্যক **GPA 5 (A+)** পাওয়ায় সকল শিক্ষার্থীকে

গোল্ডেন A+৭০

প্রাণঢালা অভিনন্দন

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

২৭, কমরেড রওশন আলী সড়ক, বজলুর মোড়, কুষ্টিয়া। ফোন ঃ ০২৪৭৭-৭৮৪১৫৫-৫৭, মোবাঃ ০১৭১১-৩৬১৮১৮

এডুকেয়ারের অর্জন (আংশিক)

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপ স্মার্ট ব্রেইন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতায় ২য় রানার আপ এডুকেয়ার শিক্ষার্থী কায়সান জামান।

বিশ্ব পর্যটন দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকার করে পুরস্কার গ্রহণ করছেন এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থী তাউস হাসান।

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত নান্দনিক হাতের লেখা প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকার করেছে এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের ১ম শ্রেণির শিক্ষার্থী কথক হামিম।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীবৃন্দ।

স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তীতে এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লেতে ১ম ও ৩য় স্থান অর্জন করায় পুরস্কার গ্রহণ করছেন।

৩য় স্মার্ট ব্রেইন জাতীয় প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে ৪র্থ রানার আপ অর্জন করেছে এডুকেয়ারের শিক্ষার্থীবৃন্দ।

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ আয়োজিত বিজ্ঞান ভিত্তিক কুইজ প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী শিক্ষার্থীবৃন্দের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ আয়োজিত বিজ্ঞান ভিত্তিক কুইজ প্রতিযোগিতায় প্রজেক্ট তৈরি করে প্রদর্শনী করছে শিক্ষার্থীবৃন্দ।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে জাতীয় শিশু একাডেমি আয়োজিত বানান শুদ্ধিকরণ, রচনা প্রতিযোগিতা, হাতের লেখা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার গ্রহণ করছেন শিক্ষার্থীবৃন্দ।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে কুষ্টিয়া জেলা পর্যায়ে চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতায় এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের পুরস্কার গ্রহণ।

জেলা শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে আর্ট ফেস্টিভেল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের সাথে পুরস্কার গ্রহণ করছে এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থী।

বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে রচনা প্রতিযোগিতায় এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থী মাহিয়া ইসলাম মাহি ১ম স্থান ও ৭ম শ্রেণির শিক্ষার্থী জান্নাত ওয়ারদিয়া ২য় স্থান অর্জন করেন।

নিজের ভুল থেকে শেখা ভালো;
অন্যের ভুল থেকে শিখতে পারলে আরও ভালো।

এডুকেয়ার ফটো অ্যালবাম (আংশিক)

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের কম্পিউটার ল্যাব পরিদর্শন করছেন কুষ্টিয়া-৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ এর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ মাহবুবউল আলম হানিফ মহোদয়।

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের আয়োজনে পিঠাপুলি উৎসবে স্টল পরিদর্শন করছেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আতাউর রহমান আতা মহোদয়।

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস সম্পর্কে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনাচ্ছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল আলম টুকু মহোদয়।

বই বিতরণ অনুষ্ঠান-২০২৩ অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করছেন এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের চেয়ারম্যান এম এইচ রাসেল, প্রিন্সিপাল ক্যাপ্টেন নজরুল ইসলাম, প্রিন্সিপাল (একাডেমিক) ও ভাইস প্রিন্সিপাল মহোদয়।

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের ২০২৩ শিক্ষাবর্ষের নবীন বরণ অনুষ্ঠানে শিক্ষকবৃন্দকে পরিচয় পর্ব করিয়ে দিচ্ছেন অত্র প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান জনাব এইচ এম রাসেল মহোদয়।

ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান-২০২৩ এ কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সাথে এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব এইচ এম রাসেল মহোদয়।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী পক্ষ বিপক্ষ দলের যুক্তি তর্ক উপস্থাপন।

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষাক্ষার্থীদেরকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছেন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মহোদয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল (একাডেমিক) জনাব দিলরুবা পারভীন।

শিক্ষা সফর-২০২৩ অনুষ্ঠানে লালপুর নাটোরে অবস্থিত গ্রীন ভ্যালি ড্রীম পার্কে শিক্ষার্থীদের দলীয় গান পরিবেশন।

শিক্ষা সফর-২০২৩ অনুষ্ঠানে লালপুর নাটোরে অবস্থিত গ্রীন ভ্যালি ড্রীম পার্কে শিক্ষার্থীদের দলীয় নৃত্য পরিবেশন।

স্কাউট সদা প্রস্তুত। কর্মব্যস্ত এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের স্কাউটস শিক্ষার্থীবৃন্দ।

এডুকেয়ার ফটো অ্যালবাম (আংশিক)

১৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ কর্তৃক আয়োজিত চিত্রাংকন, হামদ্ নাত ও কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় হামদ্ নাত পরিবেশন করছে অত্র স্কুলের একজন শিক্ষার্থী।

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের মাসিক Attandance Award প্রাপ্ত নার্সারি শ্রেণির শিক্ষার্থীবৃন্দ।

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের মাসিক Attandance Award প্রাপ্ত ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীবৃন্দ।

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের জীববিজ্ঞান ল্যাব পরিদর্শন করছেন কুষ্টিয়া-৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মোঃ মাহবুবউল আলম হানিফ মহোদয়।

কেমিস্ট্রি ল্যাবে প্রাকটিক্যাল ক্লাসে অনুশীলনরত এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ।

বায়োলজী ল্যাবে প্রাকটিক্যাল ক্লাসে অনুশীলনরত এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ।

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের লাইব্রেরিতে বই পড়তে ব্যস্ত শিক্ষার্থীবৃন্দ।

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ কর্তৃক আয়োজিত চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে একাংশ।

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের কলেজ শাখার নবীন বরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের একাংশ।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয় স্তম্ভে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি মহোদয়কে গার্ড অব অনার প্রদান করছেন এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের স্কাউটস শিক্ষার্থীবৃন্দ।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় হাঁড়ি মাথায় দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীবৃন্দের অংশগ্রহণ।

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

"আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান"

নূরুল টেক্সটাইল ইন্ডাঃ

কুমারখালী ঐতিহ্যবাহী, বেডসিট, বেডকভার, লুঙ্গি, তোয়েলে,
জায়নামাজ, হাজিরুমাল, শীতচাদর, টারকিচ টাওয়াল
প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয় এবং পাইকারী মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

নূরুল টেক্সটাইল, নূরুল প্লাজা, কুমারখালী বাজার, কুষ্টিয়া।

মোবাইল ঃ ০১৭৪৮-০৮৮০৪৪, ০১৭১৫-০২৮৬৭৪

Navana Furniture Ltd.

NAVANA FURNITURE

Dealer

Quadery Enterprise

Panch raster more,Kushtia.

Contact: 01711248506, 01777795149.

মোঃ ইমরুল কায়েস (ইমন)

প্রোপ্রাইটর

মোবা ঃ ০১৭৭১-৯৭৬০০০

০১৮৪৩-৮১৯৩৪৫

ফ্রিডম টেইলার্স এন্ড ফেব্রিক্স

স্কুল-কলেজ এর ইউনিফর্ম তৈরীর একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

৯৪/৫ এন.এস রোড, বক চত্বর, কুষ্টিয়া।

মোঃ খাইরুল ইসলাম

প্রোপ্রাইটর

মোবা ঃ ০১৭৫৬-৫২৭৫২৮

লিখন এন্টারপ্রাইজ

লগ কাঠ, সাইজ কাঠ ও কাঠের ফার্নিচার সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

লাহিনী বটতলা, কুষ্টিয়া।

মেসার্স পুথি ঘর

পরিচালক ঃ মিনহাজুল আবেদীন (হিমেল)

মোবাইল ঃ ০১৭৬১-৮৬৮৮৯০
০১৭৬৫-০৫৩৩৯৪
০১৭২৯-৬৭১৮৬১

স্কুল, কলেজ, অনার্স, মাষ্টার্স, ভোকেশনাল, বিএম, কৃষি, উন্মুক্ত, কেজি, কোরআন শরিফ সহ সকল ধর্মীয় বই স্টেশনারী সামগ্রী পাইকারী বিক্রেতা

ইসলামিয়া কলেজ মার্কেট, কুষ্টিয়া।

তামান্না

মেসার্স তামান্না ব্রিক্স

মোবাইল ঃ ০১৭১১-২৮০০৭০
০১৭১১-২৪৯১৩৩
০১৭১২-২০৯১৮৫
০১৭৭১-৩৯০৯৯৯

এখানে জিগজাগ পদ্ধতিতে সম্পন্ন কয়লায় পোড়ানো উন্নতমানের
ইট প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী

ইটভাটা ঃ উজানগ্রাম ও বৃত্তিপাড়া কুষ্টিয়া ঝিনাইদহ সড়কের পার্শ্বে
অফিস ঃ বৃত্তিপাড়া বাজার, কুষ্টিয়া।

সোনালী ট্রেডিং

মোঃ আবুল বাশার

পরিবেশক ও মার্চেন্ট ঃ

BASHUNDHARA
CEMENT

GPH
ispat

Fresh
ULTRA
STRONG
CEMENT

Holcim

OLYMPUS
CEMENT

AKIJ ISPAT

এখানে সিমেন্ট, রড পাইকারী ও খুচরা সূলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

দাদাপুর সড়ক, (স্বপন মার্কেট) এম.আর.এস তেল পাম্পের সামনে,
মজমপুর, কুষ্টিয়া। মোবাইল ঃ ০১৭৬৫-৩১৬৫৩২

PRUDENT COMPUTERS

A home of Trasted IT Solution & Car Sales

Md. Ibne Kaiser Nahid
Proprietor
01715-351313
01748-949845
01324-740409

Office :
2,3,4,5 No. Shatabdi Bhabon Supermarket, N.S. Road, Thana Mour, Kushtia.
E-mail : iknahid@yahoo.com, prudentkst@gmail.com

Web : www.prudentkst.com

আন্তর্জাতিক মানের ISO 9001: 2015 সার্টিফাইড প্রতিষ্ঠান
স্মার্ট ক্লাসরুম ও IT বেইজড ডিজিটাল AC ক্যাম্পাস
একসাথে ৩০০-৪০০ শিক্ষার্থীর নামাজের সুব্যবস্থা
আধুনিক শিক্ষা ও আরবি শিক্ষার সুষম সমন্বয়
সব শিক্ষা উপকরণ প্রতিষ্ঠান থেকে দেওয়া হয়
কোন শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়তে হয় না
স্কলারশিপ, ট্রান্সপোর্ট ও হোস্টেল সুবিধা
পাবলিক পরীক্ষায় সেরা ফলাফল অর্জন
রোবোটিক্স ও কোডিং প্রোগ্রামের ব্যবস্থা
বয়সভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম
আন্তর্জাতিক মানের ল্যাব সুবিধা
বিশ্বমানের লাইব্রেরি সুবিধা

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

EDUCARE IDEAL SCHOOL & COLLEGE

২৭, কমরেড রওশন আলী সড়ক, বজলার মোড়, কুষ্টিয়া

ফোন: ০২৪৭৭-৭৮৪১৫৫-৫৭, মোবাইল : ০১৭১১-৩৬১৮১৮, ০১৭১৮-০০৭৮১১, ০১৭২২-২২৬৮২৯
www.facebook.com/educareidealschool. **www.educare.edu.bd**
email: educareidealschool.kst@gmail.com